উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোমনাথের শৌর্যে হিন্দুত্বে শান নমোর ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন

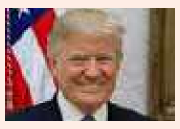

কিউবাকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের ৭

৩৫৬ নয়, ভোটে আস্থা

সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়ে মিছিল শুভেন্দুর ৫

শিলিগুড়ি ২৭ পৌষ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 12 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 234

রাতের বিপদে পাশে কে, উত্তর খোঁজে শহর

টহলদারি ভ্যানের অভাব

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : দিনকয়েক আগের কথা। গোষ্ঠ পাল মোড় সংলগ্ন একটি বার থেকে বেরিয়ে মদ্যপ দুই গোষ্ঠী রাস্তায় হাতাহাতিতে জড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দারুণ তর্কাতর্কি। হুজ্জতির একশেষ। পুলিশের টহলদারি ভ্যান যখন এলাকায় পৌঁছায়, তখন হল্লাবাজদের বেশিরভাগই হাওয়া। আরও মাস চারেক আগে পিছিয়ে যাওয়া যাক। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাছড়া মাঠে দু'পক্ষের মধ্যে সেবারে ব্যাপক ঝামেলা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাল বটে। তবে ততক্ষণে ২০ মিনিট পেরিয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রেও আগের ঘটনারই 'অ্যাকশন রিপ্লে'। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী বিপিন দাস বললেন, 'এটাই তো স্বাভাবিক। দুষ্কর্ম করার পর কেউ তো আর পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।'

দিনেরবেলায় শহরে গণ্ডগোল হোক বা কোনও অসামাজিক কাজ, অ্যাকশন নিতে পুলিশের সেভাবে দেরি হয় না। কিন্তু রাতেরবেলায়? সমস্যা সামাল দিতে পুলিশেরই রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠার জো। হওয়ারই কথা। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানার অধীনে টহলদারি ভ্যানের সংখ্যার যা পরিস্থিতি তাতে রাতেরবেলো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া তাদের কাছে দিনকে দিন আরও মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শহরে রাতের টহলদারি ভ্যানগুলির হাল একবার দেখে নেওয়া যাক। প্রধাননগর থানা এলাকার চম্পাসারি মোড় থেকে গুলমা পর্যন্ত একটি, দার্জিলিং মোড় থেকে শালবাড়ি পর্যন্ত একটি আর শিলিগুড়ি জংশন থেকে গুরুংবস্তি সহ দার্জিলিং

- বহরে বাড়ছে শহর শিলিগুড়ি, রাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও টহলদারি ভ্যান জরুরি
- যে ক'টি ভ্যান রয়েছে, সেগুলি দিয়েই কাজ করতে হবে বলে দাবি পুলিশকর্তার
- শহরের মূল চারটি রাস্তায় আরও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো প্রয়োজন বলে স্বীকার ডিসিপি'র

মোড় পর্যন্ত আরেকটি ভ্যান টহলদারি চালায়। ভক্তিনগর থানা এলাকার জন্য রাতে শুধুমাত্র দুটি টহলদারি ভ্যান রয়েছে। একটি পায়েল মোড় থেকে চেকপোস্ট সহ সংলগ্ন জ্যোতিনগর থেকে হায়দরপাড়া পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। অন্যটি চেকপোস্ট থেকে ভক্তিনগর থানা এলাকার শেষপ্রান্ত বেঙ্গল সাফারি অবধি ঘোরাফেরা করে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার অধীনে ফুলবাড়ির জন্য একটি ভ্যান রয়েছে। আরেকটি ভ্যান ঠাকুরনগর, বাড়িভাসা হয়ে স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় ঘোরে। তৃতীয়টি শক্তিগড়, লেকটাউন সহ আশপাশের জায়গা দেখে।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি থানার সুভাষপল্লি, ডাবগ্রাম ও আশিঘর পর্যন্ত একটি ভ্যান ঘোরাফেরা করে। একটি ভ্যান দেবাশিস কলোনি, মিলনপল্লি আর টিকিয়াপাড়ার দায়িত্ব সামলায়। পানিট্যাঙ্কি ও খালপাড়া ফাঁড়ির জন্য একটি করে ভ্যান রয়েছে। শুধুমাত্র হিলকার্ট রোডের জন্য একটি ভ্যান রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বাকি থানাগুলোর একই অবস্থা। এই শহর রোজকে রোজ যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই ক'টি ভ্যানে ঠিকমতো সবকিছু সামাল দেওয়া দায়।

অয়ন দাস ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করেন। কাজের সূত্রে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় থাকতে হয়। তাঁর কথায়, 'গভীর রাতে অনেককেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাস্তায় মারামারি করতে দেখি। পাশ দিয়ে ভয়ে ভয়ে যেতে হয়। সেই সময় পুলিশের ভ্যান রাস্তায় কিন্তু খুব একটা দেখা যায় না।' বেসরকারি সংস্থার কর্মী বিমল দাসেরও একই অভিজ্ঞতা। বিপদে পড়ে কেউ ১০০ নম্বরে ডায়াল করলে কমিশনারেটের কন্ট্রোল রুমে ফোন যায়। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর পাঠানো হয় টহলদারি ভ্যানে। এরপর দশের পাতায়

সুরের ভুবন থেকে বিদায় 'আইডল' প্রশান্তের

রণজিৎ ঘোষ ও নবনীতা মণ্ডল

শিলিগুড়ি ও নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্ত তামাং আর নেই। গোর্খা আইডলও বটে। ৪৩ বছর বয়সে শেষ হল তাঁর জীবনের জার্নি। গানে এক বিস্ময়-প্রতিভারও মৃত্যু ঘটল রবিবার ভোরে। পাহাড়ে বসবাস নেই অনেকদিন। কিন্তু তিনি বাংলার পাহাড়বাসীর আবেগ। গোর্খা অস্মিতার প্রতীক। আচমকাই তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়ে পাহাড় থেকে অনেক দূরে নয়াদিল্লিতে। জিটিএ চিফ অনীত থাপা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামানো হবে প্রশান্তের দেহ। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে দার্জিলিংয়ে। চৌরাস্তায় তাঁর মৃতদেহে শ্রদ্ধা জানাবেন মানুষ।

অনেকদিন আগেই পুলিশের চাকরি ছেড়ে নয়াদিল্লিবাসী হয়েছিলেন প্রশান্ত। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত গানই ছিল তাঁর জীবন। অরুণাচলপ্রদেশে একটি অনুষ্ঠান সেরে দিল্লি ফিরেছিলেন সদ্য। কোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিল বলে জানা যায়নি। কিন্তু আচমকা অসুস্থ বোধ করেন রবিবার ভোররাতে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও প্রশান্তকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

খবর ছড়িয়ে পড়তে সকালের আলো ভালো করে ফোটার আগে স্তব্ধ হয়ে গেল পাহাড়। বিনোদন জগৎও। শুধু তো গান গেয়ে ইন্ডিয়ান আইডল-থ্রি বিজয়ী হননি। নাম করেছিলেন সিনেমাতেও। নেপালি ভাষায় প্রথম ছবি 'গোর্খা পল্টন' হলেও লাইমলাইটে এসেছেন 'পাতাল লোক' ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে। সলমন খান অভিনীত 'ব্যাটল অফ গালওয়ান' নামে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ছবিটিরও অন্যতম অভিনেতা প্রশান্ত।

শুধু গান বা অভিনয়ের জন্য নয়, পাহাড় রাজনীতির মোড় ঘোরার সঙ্গেও যে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। যদিও নিজে কখনও রাজনীতিতে নাম লেখাননি। পাহাড়ের রাজনীতিতে বিমল গুরুংয়ের এরপর দশের পাতায়

শতরান হাতছাড়া করলেও দলের জয়ের ভিত তৈরি করে দিয়ে যান বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে। রবিবার ভদোদরায়।

শাসকের বাহুবলে বন্দি সিতাই

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে সিতাই

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ১১ জানুয়ারি : ওকরাবাড়ির রাস্তার ধারে শীতের আগুন ঘিরে বসে ছিলেন পাঁচ মহিলা। সন্ধ্যা নামার আগেই কনকনে হাওয়ার সঙ্গে জমে উঠেছে তাঁদের আড্ডা। আগুনের লালচে আঁচে মুখগুলো কখনও উজ্জ্বল, কখনও ছায়াঘেরা। ঠিক পাশেই টিনের বেড়া আর পাকা মেঝে দেওয়া এক ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল এক কিশোরের পড়ার গলা— 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস...।' আগুনের ধারে বসেই চড়া গলায় মা নির্দেশ দেন, 'জোরে জোরে পড়, দূর থেকেও যেন শুনতে পাই'। হয়তো সেই তাগিদেই পড়ুয়ার কণ্ঠ রাস্তা ছুঁয়ে ফেলেছে। সেই উচ্চারণ যেন শুধু পরীক্ষার খাতার জন্য নয়, সিতাইয়ের মানুষের মনের কথাও বলে দিচ্ছিল।

সিঙ্গিমারি নদী সিতাই বিধানসভাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। ভৌগোলিক মানচিত্রেই এই বিভাজনের শিকড়। মোট ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত বিধানসভা। এর মধ্যে আদাবাড়ি, চামটা, সিতাই-

এপারের বাসিন্দাদের ক্ষোভ— সাংসদ থেকে বিধায়ক, সবাই ওপারের। তাই উন্নয়নও নাকি ওপারমুখী। পাকা রাস্তা, পানীয় জল, নানা পরিষেবার ছোঁয়া ওপারেই বেশি। আবার ওপারের মানুষও তেমন সুখে নেই। তাঁদের কথায়, গত পাঁচ বছরে এমন কোনও কাজ চোখে

কামতেশ্বরী সেতু দিয়েই যেন বিভক্ত সিতাইয়ের রাজনীতি।

১, সিতাই-২ এবং ব্রহ্মোত্তরচাতরা- এই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত সিঙ্গিমারি নদীর ওপারে। বাকি বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েত নদীর এপারে দিনহাটা ঘেঁষা। সংখ্যার জোরে বরাবরই এপারের মানুষ চাইতেন, বিধানসভার প্রার্থী হোক এপার থেকেই। তবে সময় বদলালেও, অভিযোগ বদলায়নি।

পড়ে না, যাকে সত্যিই উন্নয়ন বলা যায়। ফলে দুই পারের মানুষেরই দীর্ঘশ্বাসে মিশে যায় সেই এক বাক্য, 'ওপারেই সর্বসুখ।'

কোচবিহার জেলার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি তৃণমূলের দখলে, তার অন্যতম সিতাই। এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

তৃণমূলের অন্দরমহলে আইপ্যাকের বিষ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'স্ট্রিট ফাইটার' বলেছেন শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতি যে ভুল বলেননি সেকথা সব রাজনৈতিক দলের নেতারা ভালোই জানেন। রাজপথের ধুলোবালি মেখে মমতার রাজনৈতিক লড়াইয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা এক মহীরুহ'র নাম তৃণমূল কংগ্রেস।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম থেকে রাইটার্স- মাটি কামড়ে পড়ে থাকার যে জেদ মমতা দেখিয়েছিলেন, যে রাজনৈতিক আবেগ তৈরি করেছিলেন, তার ওপর যান্ত্রিক কর্পোরেট সংস্কৃতির ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট জমানার শেষ লগ্নে সবপক্ষ এক হয়ে রাজ্যকে লাল পতাকার শাসনমুক্ত করতে রাস্তায় নেমেছিল। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প হিসাবে উঠে এসেছিল মমতার লড়াকু ক্যারিশমার জেরেই। বর্তমানে সেই তৃণমূলের নীতি নির্ধারণ করছে ল্যাপটপে-বন্দি কিছু তরুণ-তরুণীর 'অ্যালগরিদম'। এখন বকলমে মমতার স্নেহে ও শ্রমে পুষ্ট তৃণমূলের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আইপ্যাক' নামক একটি পেশাদার সংস্থা। একদা যে দলের চালিকাশক্তি ছিলেন একদম নীচু স্তরের পোড়খাওয়া নেতা-কর্মীরা, আজ সেই দলেই তাঁদের মতামত, ভাবনা ব্রাত্য। পেশাদার পরামর্শদাতা আর জনবিচ্ছিন্ন ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েটদের দাপটে পুরোনো কর্মীরা আজ অভিমানী পথচারী।

আইপ্যাক যখন থেকে তৃণমূলের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই গণ্ডগোলের শুরু। ঝাঁ চকচকে প্রচার, ছবি, ড্রোন, ক্যামেরার আড়ালে চাপা পড়েছে লক্ষ সমর্থকের অনুভূতি। রাজনীতির আঙিনায় কর্পোরেট ছোঁয়া নতুন কিছু নয়, কিন্তু যখন রণকৌশল নির্ধারণের ভার জননেতাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কোট-প্যান্ট পরা আধুনিক কর্মীদের দেওয়া হয়, তখন সংঘাত অনিবার্য। আইপ্যাক যখন তৃণমূলের দায়িত্ব নিল, তারা স্লোগান দিল 'দিদিকে বলো'। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর এই চটকদার উপায়টি আপাতভাবে সফল হলেও, এটি আসলে স্থানীয় নেতৃত্বের গুরুত্বকে খর্ব করার এক পরিকল্পিত নীল নকশা ছিল। এরপর দশের পাতায়

রাজনীতির সুতোয় ঝুলে রবির কেরিয়ার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : সবরকম চেষ্টা করেও পুরসভার চেয়ারম্যানের চেয়ার ধরে রাখতে পারলেন না রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে প্রথম দিন থেকে যে কয়েকজন নেতা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভিত শক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। দীর্ঘ সময় জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলানো, মন্ত্রিত্ব, রাজ্য কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া এবং পরবর্তীকালে পুরসভার চেয়ারম্যান- পদপ্রাপ্তির ঝুলিতে খামতি ছিল না কোনওদিন। রবীন্দ্রনাথ যেমন দলের জন্য অনেক করেছেন, তেমনি দলও তাঁকে কখনও নিরাশ করেনি। কিন্তু ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের মাথার ওপর থেকে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের ছাতাটি সরিয়ে নেওয়া এক অন্য রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরপর দলে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কী হবে তা-ই এখন রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ- সকলের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- নাটাবাড়ির হারানো জমি পুনরুদ্ধারে দল রবিকে প্রার্থী করতে পারে
- করলে তা তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য লড়াই হয়ে উঠবে
- যদি তিনি ফের পরাজিত হন, তবে তাঁর কেরিয়ারে কার্যত যবনিকা পড়ে যাবে

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। তাঁর স্পষ্টকথা, 'আমি দলের অনুগত সৈনিক। দল যখন যা নির্দেশ দিয়েছে সেই নির্দেশ মেনে কাজ করেছি। আপাতত কোচবিহার জেলার ন'টি বিধানসভা আসনের ন'টিতেই জয়লাভ করাই আমার মূল লক্ষ্য।' জেলা তৃণমূল নেতাদের অনেকেই বলছেন, ক'দিন আগেই দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় আপাতত এর বাইরে কিছু বলার উপায় নেই প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর। এরপর দশের পাতায়

বুজেছে প্লাস্টিকে, রুদ্ধ নিকাশি ব্যবস্থা

ইসলামপুর শহরের রাজ্য সড়কের পাশের নর্দমা বা ওয়ার্ডগুলিতে নিকাশিনালা ভরেছে প্লাস্টিকে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এই ইস্যুতে সরব বিরোধী দলগুলি। ভোটবাদ্যি শুনে এমন উদাসীনতা, সেই অভিযোগ মানতে নারাজ পুরসভা।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ জানুয়ারি : ইসলামপুরের শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের দু'পাশে নর্দমাগুলির দিকে তাকালে আজকাল রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ জমতে জমতে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে, নর্দমায় জলকাদা দেখাই যায় না। যাবেই বা কী করে! প্লাস্টিকের দাপটে গোটা শহরের নিকাশি ব্যবস্থাটিই যে থমকে গিয়েছে। এমন নয় যে সবকিছু আড়ালে-আবডালে চলছে। তবুও কী কারণে প্রশাসন অদ্ভুতভাবে নীরব? ভোটবাদ্যির দিকে অভিযোগের তির। এই ইস্যুতে বিজেপি ও সিপিএম সরব হয়েছে। পুরসভা সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তবে তারা উদাসীনতার অভিযোগ মানতে রাজি নয়।

ইসলামপুর শহরে ক্যারিব্যাগের কারণে নিকাশি ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখে।

নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধে এর আগে পুরসভা বহু গর্জন করেছে। মাঝেমধ্যে অভিযানও চালিয়েছে। কিন্তু আখেরে সমস্যা যে-কে-সেই থেকে গিয়েছে। রাজ্য সড়কের পাশে থাকা নর্দমাগুলির যে কী হাল তা প্রতিবেদনের গোড়াতেই স্পষ্ট। বিভিন্ন ওয়ার্ডের নিকাশিনালাগুলিরও হাল বেহাল। ক্যারিব্যাগ-জঞ্জাল সাফাই করতে করতে পুরকর্মীদের রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। একবার তা সাফাই করলেও রেহাই নয়। খানিক বাদেই নর্দমায় সেই 'মহার্ঘ' বস্তু এসে হাজির। কোথা থেকে শহরে এত ক্যারিব্যাগ আসছে, কারাই বা সেগুলি যেখানে-সেখানে ফেলে এভাবে জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে তা জানাটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। সমস্যা মেটানোও নও। কিন্তু প্রশ্নটা হল বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা কে বাঁধবে? ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা শতদল দাসের বক্তব্য, 'প্রশাসন সবই জানে। কিন্তু অজানা কোন কারণে তারা কোনও পদক্ষেপ করে না তা জানা নেই।'

এমন নয় যে, পুর প্রশাসন বরাবরই উদাসীন। বছর কয়েক আগে পুরসভার প্রশাসক পদে থাকাকালীন নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে তৎকালীন মহকুমা শাসক বিভু গোয়েলের জুড়ি মেলা ভার বলে বাসিন্দারাই জানাচ্ছেন। এরপর দশের পাতায়

প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব উত্তরে

দ্রুতগতির ট্র্যাক নিয়ে সংশয়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ছুটতে পারে ঘণ্টায় অন্তত ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ট্রেনগুলিকে দ্রুতগামী বা সেমি হাইস্পিড করে তুলেছে। তবে উত্তরবঙ্গে যে ট্র্যাক রয়েছে, তাতে ১১০-১৩০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রেন চালানো অসম্ভব। ফলে বন্দে ভারত স্লিপারের মতো আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাযুক্ত সেমি হাইস্পিড ট্রেনের পরিষেবা চালু হলেও, গতিতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে এখানকার রেল ট্র্যাক। তবে এখন বড় বাধা অতিরিক্ত স্টপ। এধরনের ট্রেনের ক্ষেত্রে যাত্রাপথে দু-তিনটির বেশি স্টপ থাকার কথা নয়। কিন্তু কামাখ্যা এবং হাওড়ার মাঝে বন্দে ভারত স্লিপারের ১৩টি স্টপ রয়েছে। যে কারণে অনেকেই 'বন্দে ভারত লোকাল' বলে কটাক্ষ করছেন। রেল সূত্রে খবর, ৯৬৬ কিলোমিটার যাত্রাপথে (কামাখ্যা-হাওড়া) বন্দে ভারত স্লিপারের গড় গতি থাকবে ঘণ্টায় ৬৬.৬২ কিলোমিটার।

উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে একের পর এক অত্যাধুনিক ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। যে কারণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এলাকায় ট্র্যাকের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। বর্তমানে এখানে যে রেললাইন বা ট্র্যাক রয়েছে, তাতে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন ছুটতে পারে। জায়গা বিশেষে অবশ্য গতি ১৩০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সবমিলিয়ে প্রায় সাতশো কিলোমিটার রেললাইনে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলতে পারে। তবে জঙ্গল রুটে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য অবশ্য গতির বিধিনিষেধ রয়েছে।

বন্দে ভারত স্লিপার, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস সহ ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় ট্র্যাক পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছে রেল। অন্তত ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে যাতে ট্রেন ছুটতে পারে, সেই কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুতগতির ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে ট্র্যাক সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, একই ট্র্যাকে একাধিক ট্রেন না চালানো, সাধারণ মানুষের রেললাইন ধরে চলা বা পারাপার বন্ধ করা, গবাদিপশু বা যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। যদিও বর্তমানে যে ট্রেন তৈরি করা হচ্ছে, তাতে কবচ থাকছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্যই বন্দে ভারত স্লিপারের গতি ক্ষমতা ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলছেন, 'এখন থেকে দ্রুতগতির অত্যাধুনিক একাধিক ট্রেনের পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। এখন অবশ্য ট্রেনগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারবে।'

রেল সূত্রে খবর, অত্যাধুনিক দ্রুতগতির ট্রেন চলাচলের কথা মাথায় রেখে ধাপে ধাপে রেল ট্র্যাকের উন্নয়ন ও সুরক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে। কয়েকটি পর্যায়ে এই কাজ করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে ট্রেনগুলি ঘণ্টায় যাতে ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক রেলকর্তার বক্তব্য, 'দ্রুতগতির ট্রেন চালানোর জন্য উন্নত ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেল ট্র্যাক তৈরি হলে ট্রেনের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনই বৃদ্ধি পাবে গতি।'

১৭ জানুয়ারি ছয়টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন তিনি। যার মধ্যে দুটি অমৃত ভারত চলবে আলিপুরদুয়ার থেকে। বাকিগুলির মধ্যে দুটি নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, একটি রাধিকাপুর ও অন্যটি বালুরঘাট থেকে চলবে। ১৮ জানুয়ারি গুয়াহাটি থেকে আরও দুটি অমৃত ভারতকে সবুজ পতাকা দেখানোর কথা রয়েছে।

- বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ছুটতে পারে ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে
- উত্তরবঙ্গের ট্র্যাকে ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১৩০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রেন চালানো অসম্ভব
- ট্রেনগুলিকে ঘণ্টায় ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতিতে চালানোর পরিকল্পনায় পরিবর্তিত হচ্ছে ট্র্যাক

উন্নত ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেল ট্র্যাক তৈরি হলে ট্রেনের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনই বৃদ্ধি পাবে গতি।

-আশিফ আলি সিনিয়ার ডিসিএম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

সৌন্দর্যায়নে বসছে ফাইবারের চৈতন্য মূর্তি। স্টেশন সংলগ্ন পার্কে। রবিবার।

উদ্বোধনের প্রস্তুতি

মালদা স্টেশনে চৈতন্যের ছোঁয়া

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ জানুয়ারি : হাতে আর মাত্র পাঁচদিন। আগামী ১৭ জানুয়ারি মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সফরের প্রাক্কালে নতুন রূপে সেজে উঠছে মালদা টাউন স্টেশন চত্বর। রাতদিন চলছে কাজ। এই মুহূর্তে মালদা টাউন স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার কাজও চলছে জোরকদমে। স্টেশনে প্রবেশের মুখে রয়েছে একটি বিশাল পার্ক। এই পার্কেই বসছে ফাইবারের তৈরি চৈতন্যের মূর্তি। এছাড়াও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া আর নানা ধরনের মূর্তিতে পার্কটি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এদিকে রবিবার রাতে টাউন স্টেশন চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, গোটা এলাকার রাস্তায় নতুন করে পিচের প্রলেপ পড়ছে। এছাড়া পুরো এলাকা আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। পার্কের কাজ শেষ করতেও ব্যস্ত কয়েকজন শ্রমিক।

মালদা টাউন স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখা গেল, সেখানেও কাজ চলছে। দুই প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে বেশ কিছু জায়গায় টাইলস পালটানো হচ্ছে। কোথাও পড়ছে রংয়ের প্রলেপ। আর সেখানে দাঁড়িয়েই কাজকর্ম তদারকি করছেন রেলকর্তারা। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে মালদায় পৌঁছে যাবে স্লিপার বন্দে ভারতের দুটি রেক। সেগুলি ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে। তাই ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি এই দুই প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনও ট্রেন চলাচল করবে না। রবিবার পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি বলেছেন, 'ইতিমধ্যে কাটিহার থেকে স্লিপার বন্দে ভারত মালদার দিকে আসতে শুরু করেছে। এলেই আমরা জানিয়ে দেব। আগামী ১৭ জানুয়ারি স্লিপার বন্দে ভারতের উদ্বোধন। আর তার আগেরদিনই অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি মালদায় এসে পৌঁছাবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো।'

রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়াগামী কাটিহার এক্সপ্রেস ধরতে এসেছিলেন মালদা শহরের মকদুমপুরের বাসিন্দা সুজিত দাস ও তাঁর পরিবার। সুজিত পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে চৈতন্য দেবের মূর্তির ছবি তুলছিলেন। প্রশ্ন করতেই বললেন, 'চৈতন্য দেবের মূর্তি অনেক আগেই বসানো উচিত ছিল। শান্তিনিকেতন বলুন কিংবা কালীঘাট স্টেশন, সব জায়গাতেই সেই এলাকার বিশেষত্ব নিয়ে ছবি আঁকা রয়েছে বা মূর্তি রয়েছে। কিন্তু মালদায় এতদিন তা ছিল না। চৈতন্য দেবের পদার্পণে আমাদের জেলা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাই এই মূর্তি এখানে বসানো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।' অন্যদিকে স্টেশনে আসা অপর এক যাত্রী প্রসেনজিৎ কর্মকারের আবার মন্তব্য, 'শুনেছি প্রধানমন্ত্রী স্টেশনে আসবেন। তাই এত সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। চৈতন্য দেবের মূর্তি বসেছে দেখলাম। কিন্তু তার সঙ্গে টেরাকোটার মূর্তি কেন বসছে? বেশি ভালো হত, যদি দেখতাম মালদার গম্ভীরার মুখোশ দিয়ে স্টেশন সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। গম্ভীরাকে আমজনতার সামনে তুলে আনার এটাই বড় সুযোগ ছিল।'

বিকশিত ভারতে মালদার সামরিন

মালদা, ১১ জানুয়ারি : বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার ডায়ালগে সুযোগ পেয়ে নজির গড়লেন মালদা কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী সামরিন। প্রথমে কলেজ স্তর, তারপর জোন এবং পরবর্তীতে জাতীয় স্তরে ভালো ফল করার সুবাদে এই সুযোগ। মালদা কলেজ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত বিভাগে ভালো ফল করার সুবাদেই সামরিন গড়তে পেরেছেন নজির। মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, 'সামরিন এনএসএস ইউনিটের ছাত্রী। নিজের প্রতিভাকে তুলে ধরে এবার প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দিল্লিতে ১০ জানুয়ারি শুরু হওয়া বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার ডায়ালগ শেষ হচ্ছে ১২ জানুয়ারি। আগামীতে বিকশিত ভারতের অধীনে কী হতে পারে দেশের নীতি, বিকশিত ভারতে যুবসমাজ বা পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, সেই সংক্রান্ত মতামত রাখবেন এখানে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারা। সামরিন তাঁর বক্তব্য রাখবেন বিকশিত ভারতে দেশের যুব ও মেয়েদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে। টেলিফোনে সামরিন বলেন, 'এই সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেছে।'

বালুরঘাট শহরে ৩৬তম ফুলমেলার শেষ দিনে ছবি বন্দিতে ব্যস্ত খুদে। রবিবার। -মাজিদুর সরদার।

প্রতিদ্বন্দ্বীর লাশ দেখতে এল দাঁতাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : যেন মেরেও শান্তি নেই!

এক রাত আগেই প্রেমের পথ থেকে কাঁটা উপড়ে ফেলেছিল সুলকাপাড়ার 'মস্তান'। এরপর সঙ্গিনী সহ গা-ঢাকা দেয় সে। তবে 'জব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া?' লুকিয়ে থাকা যে তার স্বভাব নয়, তাই স্পষ্ট করে এলাকায় ফিরল প্রেমিক দাঁতাল। ফেরা মানে শুধু ফেরা নয়। রীতিমতো এলাকায় রেইকি করে, ঢুঁ মেরে গিয়েছে আগের রাতের অকুস্থলে। চাক্ষুষ করে গিয়েছে সাফাঝোরার জলাশয়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর লাশ। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, শুধু রাতে নয়। রবিবার সকালেও ওই দাঁতালকে দেখা গিয়েছে সুলকাপাড়া লাগোয়া খেরকাটার জঙ্গলে। এমনকি, খেরকাটা গ্রামের রাস্তাও পার হয়েছে সে।

সুলকাপাড়ার জঙ্গলে সৎকার করা হচ্ছে মৃত মাকনার দেহ। রবিবার।

এদিকে রবিবার ময়নাতদন্তের পর মৃত মাকনা হাতির দেহ সৎকারের কাজ শুরু করেছে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ। বিশাল বড় গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে দাহ করা হচ্ছে প্রয়াত প্রেমিক গজরাজের দেহ। অন্ত্যেষ্টি শেষ হতে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে বনকর্তারা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছেন বন আধিকারিকরা। খেরকাটার জঙ্গলে একপাল হাতি এখন ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে বলে খবর। তবে দাঁতালটি সেই পালের সদস্য কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় বন দপ্তর।

হস্তী বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ময়নাতদন্তে মৃত মাকনার সারা দেহে অসংখ্য দাঁত দিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের অনুমান, ঘাতক হাতিটি দাঁত দিয়েই হামলা চালিয়েছিল। তবে সম্ভবত মাকনা হাতি তার দাঁতের নাগাল পায়নি। আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য। ওই আঘাতের ফলেই মৃত্যু হয় মাকনার। এদিকে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, সঙ্গিনী দখলে হাতির লড়াই মোটেই নতুন ঘটনা নয়। এমনকি, রবিবার খুনে দাঁতালের এলাকায় ফেরাও যথেষ্ট স্বাভাবিক বলে দাবি তাঁদের। একবার জয়ী হলে এভাবেই গর্ব জাহির করে জঙ্গলের বাসিন্দারা। তবে সাধারণত, হার অবশ্যম্ভাবী বুঝলে রণে ভঙ্গ দিয়ে এলাকা ছাড়ে দুর্বল বুনো। কেন এক্ষেত্রে আহত মাকনা পালাল না? কেন শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মারা গেল সে? এইসব প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে প্রাণীবিদদের।

ধৃত ২

মালদা, ১১ জানুয়ারি : ইংরেজবাজারের পিয়াসবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৪২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ ২ লক্ষ টাকা।

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/18/2025-2026. Dt. 10.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

ENIT NO. & ID
WBMAD/DHUPGURI/61/2025-26 (3rd Call)
2026_MAD_5007557_1
WBMAD/DHUPGURI/68/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007579_1
2026_MAD_5007579_2
WBMAD/DHUPGURI/83/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007588_1
WBMAD/DHUPGURI/85/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007592_1
2026_MAD_5007592_2
WBMAD/DHUPGURI/86/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007659_1
WBMAD/DHUPGURI/89/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007667_1

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

অ্যাফিডেভিট

আমি শুক্লা লাহিড়ী, স্বামী অলোক লাহিড়ী, C/o-অমিত চক্রবর্তী, পাটাকুড়া কালীবাড়ি, ওয়ার্ড নং-১৮, থানা-কোতয়ালী, পো+জেলা-কোচবিহার-৭৩৬১০১, গত ০৯/০১/২৬-এ J.M. 1st class সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে অনিন্দিতা লাহিড়ী ওরফে শুক্লা ব্যানার্জী-এর বদলে সর্বত্র শুক্লা লাহিড়ী নামে পরিচিত হলাম। শুক্লা লাহিড়ী ও শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে অনিন্দিতা লাহিড়ী ওরফে শুক্লা ব্যানার্জী-সকলেই একই ব্যক্তি।

•

আমি SRI BABUL DAS পিতা সুধাংশু দাস বেংকান্দি, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি গত 23.6.2015 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 14860] বলে BABUL DAS ও MANA DAS একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

•

আমি MD ISLAM HOQUE, D.O.B-15/09/1972 S/o Samtul SK, Vill+P.O-Bamangram, P.S-Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732206 আমার একটি Electrick Board Paper, No-20201710402380, আমার নাম ISLAM HOQUE S/o Mr Samtul SK, D.O.B-07/03/1965 থাকায় ও আর একটি Electrick Board Paper No-20201710204261, আমার নাম MD ISLAM HOQUE, S/o Md Samtul Shaike, D.O.B-07/03/1965 থাকায় গত 10/12/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম MD ISLAM HOQUE, S/o Samtul SK ও D.O.B-15/09/1972 করা হলো। (C/119973)

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/19/2025-2026. Dt. 10.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

বিক্রয়

Hakimpara, Santi More, self owned house 2nd floor & 3rd floor for sale with roof right & garage 43 lakhs/floor (negotiable). (M) 8588808191

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের বাসন-ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন-১০০০০/-+থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা: শিলিগুড়ি। ফো.9832206061

হারানো প্রাপ্তি

অর্পিতা দেবনাথ, আমার OBC Card No-WB2001OBC 201800409 হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে 7074142212 নম্বরে যোগাযোগ করুন। (P/S)

LABOUR FOR BAKERY

Bakery manufacturing Company, NEEDS LABOUR for its Siliguri unit. Salary Rs.14,000/month. Contact: 9593739822, 9641732263.

অ্যাফিডেভিট

আমি SIMA SAHA- আমার সঠিক D.O.B. 6/3/1983 আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে ভুলবশত D.O.B. 6/3/1989 থাকায় গত ইংরেজি 09/1/2026 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st class কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার সঠিক D.O.B. 06/3/1983 বলে বিবেচিত হইল। নেতাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-14 ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি নুরুল ইসলাম মণ্ডল, পিতা মৃত সুকুর আলি মণ্ডল, গ্রাম-দামোদরপুর, পোঃ গোবিন্দপুর, থানা-কুমারগঞ্জ, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর। আধার কার্ডে নাম রয়েছে নুরুল ইসলাম মণ্ডল। কিন্তু মোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজনা (TAX) পরিশোধের রশিদে ও ২০০২ সালের কুমারগঞ্জ বিধানসভার ভোটার তালিকায় (পার্ট নং-১৬৪, ক্রমিক নং-৬১৩) আমার নাম রয়েছে নুর মোহাম্মদ মণ্ডল এবং আমার স্ত্রীর নাম রয়েছে ছবেদা বিবি (ক্রমিক নং-৬১৪)। আমার ভোটার কার্ড নং IUS2099380 এর স্থলে পুরানো এপিক কার্ডে নং-রয়েছে WB/06/037/489268। এমতাবস্থায় বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) এর অ্যাফিডেভিট বলে গত 22.12.2025 নুরুল ইসলাম মণ্ডল ও নুর মোহাম্মদ মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে আমি নুর মোহাম্মদ মণ্ডলের জায়াগয় আমার প্রকৃত নাম নুর ইসলাম মণ্ডল সর্বত্র ব্যবহার করতে চাই।

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সকাল সন্ধ্যা, দুপুর ১.০০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৭.৩০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.৩০ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ ত্যাগ, দুপুর ১.০০ ফাইটার : মারবো নয় মরবো, বিকেল ৪.০০ বাদশা : দ্য কিং, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ রাখে হরি মারে কে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কোমল গান্ধার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩০ অহংকার, দুপুর ২.১০ মেহরবাঁ, বিকেল ৫.০৪ ইজ্জত কি রোটি, সন্ধে ৭.৫০ বীরগতি, রাত ১১.১৬ জুনুন
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.২৪ লক্ষ্মী, দুপুর ১.৪৮ হাউসফুল-ফাইভ, বিকেল ৫.০০ মাওয়ালিরাজ, সন্ধে ৭.৫০ হাউসফুল-ফোর, রাত ১০.৩৬ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু
স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.১২ স্ত্রী, বিকেল ৪.০৫ লাইগার
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৩১ হেলিকপ্টার ইলা, দুপুর ১.৩৪ যুগ যুগ জিও, বিকেল ৩.৫৮ মাউলি, সন্ধে ৬.০০ ঢিসুম, ৭.৫৯ ভুজ, রাত ৯.৪৯ মস্তি

রাখী পূর্ণিমা সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

পৌষ-পার্বণ পর্ব

পাভলোভা চিকেন পিঠে এবং **পীচ সুন্দরী** তৈরি শেখাবেন রাত্রী রায়। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৯ মিস্টার জু কিপার, ২.৩০ বেবি জন, বিকেল ৪.৪৩ সূরয়া দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৯ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৪৫ দবং-থ্রি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫৬ কচ্চে ধাগে, দুপুর ১২.৫৪ সপনে সজন কে, বিকেল ৪.০১ ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি, সন্ধে ৬.৫০ বেটা, রাত ১০.০৫ জুড়ওয়া

মাউলি বিকেল ৩.৫৮ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যায় জেরবার হওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : আর্থিক উন্নতির সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনাও বাড়বে। সর্দি, কাশি ও বাতের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। মিথুন : সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। কর্কট : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে নিশ্চিন্ত হবেন। অফিসকর্মীদের পদোন্নতির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। সিংহ : আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে বাড়িতে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। চটজলদি সিদ্ধান্তের কারণে আর্থিক ক্ষতি। কন্যা : অলসতার কারণে আজ বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কথাবার্তায় সংযমের অভাবে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তুলা : স্ত্রীর উপস্থিতবুদ্ধির বলে আজ বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বৃশ্চিক : বিদেশি কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। জনকল্যাণমূলক কাজে সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তি বাড়বে। ধনু : বাড়ি সংস্কার নিয়ে আর্থিক চিন্তায় মানসিক চাপ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সমধুর ব্যবহারের কারণে পদোন্নতির সম্ভাবনা। মকর : কুচক্রী আত্মীয়ের কারণে সমসারে ঝামেলা লেগে থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা আজ দারুণ খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : বেফাঁস কথাবার্তায় বন্ধুমহলে অসম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। মীন : আজ একাধিক সূত্রে অর্থলাভের সম্ভাবনা। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ভালো চাকরিপ্রাপ্তির যোগ। প্রেমে মান-অভিমান থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ পৌষ, ১২ জানুয়ারি, ২০২৬, ২৭ পুহ, সংবৎ ৯ মাঘ বদি, ২২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। সোমবার, নবমী দিবা ২।১৭ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৩ ধৃতিযোগ রাত্রি ৮।২৩। গরকরণ দিবা ২।১৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৩।১৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, রাত্রি ১০।৫৩ গতে দ্বিপদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ২।১৭ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৫ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৬ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৬ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।১৭ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৩ গতে পুনর্যাত্রা নেই। শুভকর্ম-দিবা ২।১৭ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ ধান্যবৃদ্ধিদান বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও দশমীর সপিণ্ডন। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস। মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবস। শিক্ষাবিদ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রয়াণ দিবস। জাতীয় যুব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা, ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টোল গেট ভেঙে ফেলল লরি

নকশালবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : টোল গেট ভেঙে পালাল মোষবোঝাই লরি। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন এসএসবি'র দুই জওয়ান। দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে এসএসবি জওয়ানদের গাড়িটিও। তবে শেষপর্যন্ত লরি সহ তিন পাচারকারীকে পাকড়াও করা গিয়েছে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসা টোল প্লাজা এলাকায়।

এদিন একটি মোষবোঝাই লরি নকশালবাড়ি হয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসএসবি'র পানিট্যাঙ্কির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের একটি টিম হাতিঘিসা টোল প্লাজায় তল্লাশি চালায়। ঠিক সেই সময় মোষবোঝাই লরিটি টোল প্লাজার দিকে এগোতে থাকলে এসএসবি জওয়ানরা তা আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জওয়ানদের দেখে হাতিঘিসা টোল প্লাজার গেট ভেঙে লরি নিয়ে পালিয়ে যান চালক। সেসময়ে লরি আটকাতে গিয়ে দুই জওয়ান আহত হন। ঘটনাস্থলে এসএসবি জওয়ানদের একটি গাড়িও ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। শেষে খবর দেওয়া হয় নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে।

পুলিশের সহযোগিতায় মোষবোঝাই লরিটিকে খুঁজে বের করা হয়। সেখানে ১৯টি মোষের শাবক আটক করা হয়। তিন পাচারকারীকেও আটক করে এসএসবি। এসএসবি জানিয়েছে, কোনওরকম বৈধ নথিপত্র ছাড়াই মোষের শাবকগুলি পাচার করা হচ্ছিল। এদিন তিন পাচারকারী সহ ১৯টি মোষের শাবক এবং লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করে নকশালবাড়ি থানার হাতে তুলে দেয় এসএসবি। ধৃতরা হলেন অসমের বাদিন্দা নজরুল ইসলাম, নকশালবাড়ির বাসিন্দা মহম্মদ মোনাজ্জম এবং বিমান ঘোষ।

ধৃত মাদক পাচারকারী

খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে এক টোটোচালক। ধৃত নির্মল গোপ পানিট্যাঙ্কি ডাঙ্গিবস্তির বাসিন্দা।

রবিবার বিকেলে খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল পানিট্যাঙ্কির ধাকরু মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি যাত্রীবাহী টোটো আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে টোটোচালকের কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে টোটোর পেছনের সিটের নীচ থেকে প্লাস্টিকে মোড়া ২০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগারের প্যাকেট উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত টোটোচালক উদ্ধার হওয়া মাদক পানিট্যাঙ্কির এক মাদক ব্যবসায়ীকে সরবরাহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পাচারের কাজে ব্যবহৃত টোটোটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা করা হয়েছে। সোমবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে মাদকচক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজ করা হবে।'

সংবর্ধিত দুই

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ৪১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চোপড়া ব্লকের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দুই পড়ুয়াকে রবিবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়। চোপড়া সার্কেলের দলুয়া সরস্বতী প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সালমা বেগম দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম হয়েছে। অন্যদিকে চোপড়া নর্থ সার্কেলের পশ্চিম খুনিয়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী রিহা পারভিন পৃথকভাবে ৭৫ মিটার দৌড় ও আলু দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এদিন দুই সার্কেলের উদ্যোগে যৌথভাবে দুজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

রোগী পরিষেবায় নজর নেই, অভিযোগ মানতে নারাজ সুপার

মেডিকেলে নির্মাণের ভাঙাগড়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : চারিদিকে শুধু ভাঙাগড়ার পর্ব চলছে। কোথাও এক বছর আগে তৈরি পার্কিং জোন ভেঙে কালভার্ট তৈরি হচ্ছে, কোথাও আবার কয়েক বছর আগে তৈরি রোগী সহায়তাকেন্দ্র ভেঙে উলটো দিকে নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে। আবার বহির্বিভাগের করিডরের পাশে বিশাল বিশাল গর্ত করে সেখানে কংক্রিটের পিলার তোলার কাজ শুরু হয়েছে। অভিযোগ, এসবের মাঝে অবশ্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী পরিষেবা সেই তলানিতেই রয়ে গিয়েছে। এই ভাঙাগড়ার কাজের পিছনে কাটমানি আছে বলেও অভিযোগ উঠছে। যদিও কাটমানি প্রসঙ্গে মেডিকেলের সুপারের বক্তব্য, 'সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

শুধু কোটি কোটি টাকা খরচ করে নতুন নতুন নির্মাণকাজ চলছে। অভিযোগ, রোগী পরিষেবার মানোন্নয়নে ভ্রূক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের। গরিব মানুষ মেডিকেলে এসে পরিষেবা পেলেন কি পেলেন না, তা নিয়ে মেডিকেলের কর্তাদের কিছু যায় আসে না বলেও অভিযোগ। যদিও মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক রোগী পরিষেবার বেহাল অবস্থার অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'রোগী পরিষেবা সঠিকভাবেই দেওয়া হচ্ছে। মেডিকেলের প্রয়োজনমতো কালভার্ট তৈরি, মহিলা হস্টেল তৈরি সহ অন্য নির্মাণকাজ চলছে।'

গত বছর মেডিকেলের জরুরি বিভাগ এবং নার্সিং কলেজে যাওয়ার রাস্তার মাঝে একটি বিরাট পার্কিং জোন তৈরি হয়েছিল। এই পার্কিং জোন তৈরি করতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচও হয়। এখানে রোগী এবং পরিজনদের ছোট, বড় বিভিন্ন গাড়ি রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু বছর ফিরতে না ফিরতেই সেই পার্কিং জোন ভেঙে সেখান দিয়ে চওড়া কালভার্ট তৈরি হচ্ছে। এই কাজের জন্য আবার প্রায় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

তিন বছর আগে কার্ডিওলজি অন্তর্বিভাগের সামনে গোর্খাল্যান্ড

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চলছে নির্মাণকাজ। রবিবার। -সংবাদচিত্র

টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হয়েছিল। এই খাতেও অন্তত ২২ লক্ষ টাকা খরচ হয় বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ওই হেল্প ডেস্ক এবং মেডিকেলের মূল রাস্তার মাঝে ফাঁকা জায়গায় নতুন একটি ভবন তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জিটিএ-র হেল্প ডেস্ককে নতুন ভবনে স্থানান্তর করে পুরোনো ভবনটি ভেঙে ফেলা হবে। সেখান দিয়ে কার্ডিওলজি অন্তর্বিভাগে যাতায়াতের সিঁড়ি তৈরি করা হবে। মেডিকেলেরই এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে যেখানে-সেখানে নতুন নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। আমাদের অলক্ষেই কোটি কোটি টাকার টেন্ডার পাশ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজটি করার প্রয়োজন নেই, সেটাও করা হচ্ছে। অথচ মানুষ হাসপাতালে এসে এক্স-রে করাতে পারছেন না, রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের এসব দিকে নজর নেই।'

রবিবার মেডিকেলে গিয়ে দেখা গেল, জরুরি বিভাগের উলটো দিকে কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেল তৈরি হচ্ছে। এই খাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএমএসসিএল) কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মেডিকেলের এক প্রবীণ চিকিৎসকের কথায়, 'যত কাজ হবে, তত কাটমানি। মেডিকেলে এক কোটি টাকার কাজ হলে অন্তত ২০ লক্ষ টাকার কাটমানি হাসপাতালে পৌঁছায়। মেডিকেলে প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে। তাই যথেচ্ছভাবে এক-একটি প্রকল্পের নাম দিয়ে অযথা নির্মাণকাজ করা হচ্ছে। রোগী পরিষেবা নিয়ে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

রং-পেন্সিলে সৃষ্টির সুখ। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় কচিকাঁচারা। রবিবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

রাজ্য ক্রীড়ায় শিলিগুড়ির ফলে হতাশা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রাজ্য ক্রীড়া উৎসবে শিলিগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষা জেলার ভরাডুবি। শনিবার রাজ্য স্তরের ক্রীড়া উৎসব শেষ হতেই প্রকাশ্যে এসেছে 'মেডেল ট্যালি'। সেখানে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার নাম সবচেয়ে নীচে রয়েছে। প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মোট পয়েন্ট হল মাত্র আট। রাজ্য ক্রীড়ায় পড়ুয়াদের হতাশাজনক ফল নিয়ে প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার কর্তারা। অভিযোগ, কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত গাফিলতির জেরেই পদক তালিকার একেবারে শেষে শিলিগুড়ির স্থান হয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য জেলাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হলেও কীভাবে সেই টাকা খরচ হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

জেলা স্তরে এই প্রতিযোগিতায় আয়োজকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষকদের একাংশ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে দুই পড়ুয়া আহত হয়। এবার প্রকাশ্যে ক্রীড়া উৎসবের ট্যালি আসতেই আবার প্রশ্ন উঠছে। শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, প্রতিযোগিতার জন্য একদিনেরও বিশেষ অনুশীলন দেওয়া হয়নি। অন্য জেলায় যেখানে ১০-১২ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিল, শিলিগুড়িতে এধরনের উদ্যোগ ছিল না। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'স্কুলগুলোতে ধারাবাহিকভাবে খেলাধুলোর চর্চা হয় না। তারই প্রভাব রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পড়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এই ক্রীড়া উৎসব হাবড়ার বাণীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ৪১তম এই উৎসবে মার্চপাস্টে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সুনাম হলেও বাকি খেলাগুলোতে মুখ থুবড়ে পড়ে। শিক্ষা জেলার ক্রীড়ার দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা অবর্ণা দাস দত্ত বলেন, 'মাঠের মাটি শক্ত থাকায় পড়ুয়ারা খালি পায়ে ভালো খেলতে পারেনি। অন্য জেলার পড়ুয়ারা যেখানে জুতো পরে খেলেছে। খালি পায়ে খেলতে গিয়ে আমাদের অনেক পড়ুয়া ব্যথাও পেয়েছে।' তবে, কেন খেলতে যাওয়ার জন্য জুতোর ব্যবস্থা করা

- পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ক্রীড়া উৎসব চলতি বছর হাবড়ায় অনুষ্ঠিত হয়
- রাজ্য ক্রীড়া উৎসবে মার্চপাস্টে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সুনাম হলেও বাকি খেলাগুলোতে খারাপ ফল
- শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মোট পয়েন্ট হল মাত্র আট

গেল না, এব্যাপারে জানতে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকারের সঙ্গে ৮টা ১৯ মিনিট, ৮টা ২৭ মিনিট ও ৮টা ৪৬ মিনিটে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়কে রাত ৮টা ৫৯ মিনিটে দুইবার ফোন করা হলেও সাড়া দেননি। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ রায়ও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বেঙ্গল সাফারি পার্কের পিছনে তরিবাড়িতে পিকনিক। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

'জয়রাইডে'র জয়যাত্রা

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ফের ন্যারোগেজে দৌড়ানো শুরু করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের জঙ্গল সাফারি। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পিপিপি মডেলে রবিবার থেকে যাত্রা শুরু করল জয়রাইড জঙ্গল সাফারি। এদিন শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে রওনা হয় ট্রেনটি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নারাহ ফ্ল্যাগ অফ করে ট্রেনটি গয়াবাড়ির দিকে রওনা করান। যাত্রা শুরুর প্রথম দিনে ট্রেনটিকে বেলুন দিয়ে সাজানোর পাশাপাশি ডিজেল ইঞ্জিনের সঙ্গে তিনটি কামরা জুড়ে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম দিন কয়েকজন পর্যটককেও নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়েছে জয়রাইড জঙ্গল সাফারি। এদিনের অনুষ্ঠানে বেসরকারি সংস্থার কর্তাদের পাশাপাশি ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা আশা করছি ট্রেনটি নতুন করে চালানোয় সাফল্য পাওয়া যাবে। পর্যটকরাও আবার উপভোগ করবেন।'

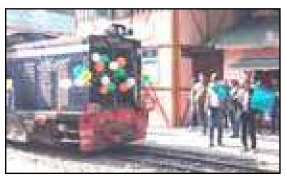

গয়াবাড়ির দিকে রওনা হচ্ছে ট্রেন।

সভার আগেই নয়া চেয়ারম্যান

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : কোচবিহারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার আগেই নতুন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসবেন। মঙ্গলবার ঘুঘুমারির কদমতলার মাঠে অভিষেকের জনসভা রয়েছে। ওই সভা বেলা ১২টায় শুরু হওয়ার কথা। তার আগে সকাল ১০টায় পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের মিটিং ডাকা হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ এই মিটিং ডেকেছেন। এই মিটিংয়েই নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ সাহার নামে সিলমোহর পড়তে চলেছে বলে খবর।

আমিনা বলেন, 'বোর্ড মিটিংয়ে দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হবে। আশা করছি সেদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা শুরুর আগেই পুরসভার নতুন চেয়ারম্যানের নামে সিলমোহর পড়বে।' সেদিনের মিটিংয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকবেন। ঠিক রয়েছে, তাঁর উপস্থিতিতেই মিটিংয়ে শুরুর দিকে নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে দিলীপ সাহার নাম প্রস্তাব করবেন আমিনা। দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী তৃণমূলের কাউন্সিলাররা যাতে সেই প্রস্তাবে সমস্যার সৃষ্টি না করে সম্মতি দেন সে কারণেই জেলা সভাপতি অল্প সময়ের জন্য হলেও বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকবেন।

মুখ থুবড়ে পড়েছে সজলধারা প্রকল্প

মনজুর আলম

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি : চোপড়া ব্লকে সোনাপুর গ্রাম পাঞ্চায়েতের ধন্দুগছ এলাকায় ২০১২ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে সজলধারা প্রকল্প চালু হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে আজও পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন গ্রামবাসী। বর্তমানে এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে টিউবওয়েলের জলের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। গরমকালে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পিএইচই দপ্তরের ওই প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েতের তদারকিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিটি পাড়াতে জল পৌঁছাতেও শুরু করে। কিন্তু চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। ওই প্রকল্পের অপারেটর নারায়ণকুমার সন্ন্যাসী বলেন, 'টেস্টিংয়ের পরই মাসতিনেকের মধ্যে সজলধারা প্রকল্পের পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। জমিদাতা হিসাবে আমাকে দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সাম্মানিক দেওয়ার ব্যাপারে জেলা প্রশাসন থেকে নির্দেশ দেওয়া হলেও তা এখনও পাইনি।'

স্থানীয় বাসিন্দা গীতারানি সন্ন্যাসী

- ২০১২ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে সজলধারা প্রকল্প চালু হয়
- গ্রাম পঞ্চায়েতের তদারকিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিটি পাড়াতে জল পৌঁছাতেও শুরু করে
- কিন্তু চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়

বলছেন, 'গরম পড়লেই এই এলাকায় জলস্তর নেমে যায়। তখন বাড়িতে মোটর বা টিউবওয়েলে স্বাভাবিক জল মেলে না।' এলাকাবাসীর অভিযোগ, এখানে কয়েক বছর আগে ঘটা করে সজলধারা প্রকল্প চালু হয়। স্থানীয় ভোঁতামারি ও ভাগলপুর মৌজার বিভিন্ন পাড়ায় পানীয় জলের ট্যাংক বানানো হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর এটি চালুর ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। এব্যাপারে বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। বাসিন্দারা পুনরায় পানীয় জল পরিষেবা চালুর দাবি তুলেছেন। ভোঁতামারি মৌজার বাসিন্দা অধীর বিশ্বাস বলেন, 'বাড়ির সামনে ট্যাংক বসানো হলেও জল পৌঁছায়নি।' এদিকে ধন্দুগছে প্রকল্পের ঘর, মেশিনপত্র, পাইপলাইন সবই পড়ে রয়েছে।

এদিকে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় এধরনের প্রকল্প এখন আর জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অধীনে নেই। তবুও খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্য মণিকা সিংহ বলছেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখব।'

স্থানীয় বাসিন্দা নিত্যগোপাল সন্ন্যাসী বলছেন, 'আমাদের এলাকায় আদৌ সুবিধা মিলবে কি না সন্দেহ আছে। বন্ধ সজলধারা প্রকল্প পুনরায় চালু করা দরকার।'

সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দ্রশেখর সিংহ বলছেন, 'মনে হয় না, এতদিন পর ধন্দুগছে সজলধারা প্রকল্প চালু করা যাবে। তবে পূর্ব ভাগলপুর মৌজায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই ওই এলাকার পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে।'

সহায়তা শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ১১ জানুয়ারি : রবিবার এবিটিএ'র উদ্যোগে ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার্থী সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কমিটির দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে ও শিলিগুড়ি আঞ্চলিক শাখার ব্যবস্থাপনায় চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থী শিবিরে এসেছিল। মাধ্যমিকের আগে এই শিবির নিয়ে অভিভাবকরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, নেতৃত্ব কাজল দাস, দেবজিৎ কুণ্ডু সহ বিশিষ্ট শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ বলেন, 'জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার ভয় কাটাতেই পড়ুয়াদের নিয়ে শিবির করা হয়েছে।'

লাটাগুড়িতে পর্যটক টানতে নজর বিহারে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : এলাকায় বাড়ছে বিহারের পর্যটক। তাই এবার সেই প্রবণতাকে কাজে লাগাতে চাইছে লাটাগুড়ি। পর্যটক টানতে এবার বিহারকে ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দশম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায়। রবিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের তরফে সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরদার প্রচার শুরু করার পাশাপাশি ডুয়ার্সের সঙ্গে বিহারের সরাসরি রেল যোগাযোগের দাবিও বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা হবে বলে জানানো হয়েছে।

করোনা পরবর্তী সময়ে ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়িতে

গরুমারায় পর্যটকদের ভিড়। -সংবাদচিত্র

সামগ্রিকভাবে পর্যটকের সংখ্যা কিছুটা কমলেও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে লাটাগুড়িতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে পর্যটকরা আসছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন ব্যবসা চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিন সংগঠনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বর্তমানে বিহারের বহু পর্যটক ডুয়ার্স ভ্রমণের ক্ষেত্রে লাটাগুড়িকে তাঁদের পছন্দের তালিকায় রাখছেন। চলতি মরশুমে বেশিরভাগ রিসর্টেই বিহারের প্রচুর মানুষ বুকিং করেছেন। তাই আগামীদিনে বিহারকে টার্গেট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার আরও বাড়ানো হবে।' পাশাপাশি সে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানকার পর্যটন মানচিত্রে ডুয়ার্স ও লাটাগুড়িকে আরও বেশি করে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপ জানান, লাটাগুড়ি মূলত জঙ্গলকেন্দ্রিক পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। তবে গত কয়েক বছরে বন দপ্তরের উদাসীনতার কারণে গরুমারার একাধিক নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। একইভাবে চুকচুকি ঝিলে নৌকাবিহারের সুবিধাও বন্ধ থাকায় পর্যটকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সমস্ত পর্যটনের সুবিধা দ্রুত চালু করার দাবিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে আবেদন জানানো হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মলয় ভৌমিক। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ সহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা। সম্মেলন থেকে ১৯ জনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে মনোনীত হয়েছেন অরিন্দম চৌধুরী, দিব্যেন্দু দেব ও মিঠু মুখোপাধ্যায়। মহুয়া গোপ বলেন, 'লাটাগুড়িকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে জেলা পরিষদের তরফে একটি স্কাইওয়াক নির্মাণ ও সোনাঝুরি হাটের আদলে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

শুনানির গুঁতোয় পরিষেবা লাটে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : এখন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের মুখে শুধুই হয়রানির কথা। সম্প্রতি রূপশ্রী প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর সংগ্রহে সারাদিন কেটে গিয়েছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অনীতা বর্মনের। অনীতা বলছিলেন, 'প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে প্রধানের স্বাক্ষর নিতে হয়েছে। এরপর সেক্রেটারির স্বাক্ষরের জন্য যেতে হয়েছে পলিটেকনিকের এসআইআর-এর শুনানিকেন্দ্রে। সেখানে গিয়ে দেখি, সেক্রেটারি কাজের চাপে ব্যস্ত রয়েছেন। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে স্বাক্ষর নিতে হয়েছে।'

অনীতার ভোগান্তির কথা মানছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার। তাঁর বক্তব্য, 'আসলে সেক্রেটারি এখন এসআইআর-এর শুনানির জন্য পলিটেকনিকে বসছেন। তাই আমার স্বাক্ষর নিয়ে সেক্রেটারির স্বাক্ষরের জন্য সেখানেই সাধারণ মানুকে যেতে হচ্ছে।'

আশিঘরের বাসিন্দা অয়ন দাসের গলাতেও একরাশ ক্ষোভ। বলছিলেন, 'চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি ভেরিফিকেশনের জন্য আমার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সেক্রেটারি, দুজনেরই স্বাক্ষর লাগত। সেটা সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার সারাদিন লেগে গেল। এভাবে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে দৌড়ানো তো সত্যি সমস্যাজনক।' বর্তমানে এসআইআর-এর শুনানির গেরোয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা কার্যত লাটে উঠেছে। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে শুনানির কাজে পঞ্চায়েত অফিসের স্থায়ী কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ায় পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে। পরিস্থিতি এমনই, রূপশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বা বিডিও অফিসের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কাগজপত্রের জন্য একবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে প্রধানের স্বাক্ষর নিতে হচ্ছে। তারপর সেক্রেটারির স্বাক্ষর নিতে সাধারণ মানুষকে ছুটতে হচ্ছে শুনানিকেন্দ্রে। আর স্থায়ী কর্মীরা শুনানির কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বিভাগ খালি পড়ে থাকায় জব কার্ড এন্ট্রি থেকে শুরু করে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রক্রিয়া কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

■ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে শুনানির কাজে পঞ্চায়েত অফিসের স্থায়ী কর্মীরা ব্যস্ত

■ রূপশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে

■ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বিভাগ খালি পড়ে থাকায় একাধিক পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ

এই পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য, শুনানির শেষ দিন ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা দেখছেন না গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা। কথা হচ্ছিল চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহার সঙ্গে। বর্তমানে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী কর্মীর প্রত্যেকেই এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। কার্যত সমস্ত বিভাগই ফাঁকা রয়েছে। জনক বলছিলেন, 'ওয়ারিশ সার্টিফিকেট, জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রভাব পড়েছে। ওই দায়িত্বে থাকা কর্মী এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত রয়েছে। শুধু ওই বিভাগই নয়, জব কার্ড এন্ট্রির দায়িত্বে থাকা কর্মীও এখন এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত। তাও আমরা অস্থায়ী কর্মীকে দিয়ে কিছু কিছু এন্ট্রির চেষ্টা চালাচ্ছি।'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থাও একই। পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলছিলেন, 'আগে এগজিকিউটিভ প্রতি সপ্তাহে একবার করে আসতেন। এখন মাসে একবার করে আসছেন।'

তবে বাকিদের তুলনায় স্বস্তিতে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ। কারণ তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুনানির কাজে কাউকে নেওয়া হয়নি। নেরেশ মোড়ের বাসিন্দা অনন্যা রায় এসসি-এসটি ফর্ম নিয়ে একইরকম ভোগান্তির শিকার। বলছিলেন, 'শুনলাম, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই সবটা স্বাভাবিক হবে।' সবাই এখন সেই অপেক্ষাতেই।

পিকনিকে রান্নাবাটি খেলা। রবিবার দুধিয়ায় রাজু দাসের তোলা ছবি।

ট্রেন থেকে পড়েও প্রাণে বাঁচলেন পর্যটক

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি : ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েও বরাতজোরে বাঁচলেন এক পর্যটক। কলকাতার ৯০ সদস্যের একটি পর্যটকদলে ছিলেন ৫৪ বছরের শচীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুক্রবার আসার পথে তিনি তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। যদিও সতীর্থদের দাবি, রাত ৩টা নাগাদ এনজেপিতে নামার পর তাঁরা দেখেন কোচে শচীন্দ্রনাথের মোবাইল ফোন, ব্যাগ থাকলেও তিনি নেই। তার আগে তাঁরা কিছুই টের পাননি। এরপরেই তাঁরা ঘটনাটি জানান রেল পুলিশকে। রেল পুলিশকে ঘটনাটি জানিয়ে অবশ্য প্রত্যেকেই যোগীঘাটে চলে যান। এদিকে, ওই পর্যটকের খোঁজ শুরু করে রেল পুলিশ। শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ রেল পুলিশের একটি দল চোপড়ার তিনমাইল হাট ও ধুমডাঙ্গি স্টেশনের মাঝে রেললাইনের পাশে ঝোপের মধ্যে শচীন্দ্রনাথকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় চোপড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ভর্তি করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সুস্থ হলে তিনি রবিবার কলকাতায় চলে যান দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে। বাগডোগরা বিমানবন্দরে ট্যাক্সি মালিক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'একটি ট্রাভেল এজেন্সির তরফে আমার কাছে ১৫টি গাড়ি চাওয়া হয়। এনজেপি থেকে ৯০ জনের পর্যটকদলকে দার্জিলিংয়ের কাছে যোগীঘাটে নিয়ে যেতে হবে এবং পরেরদিন এনজেপিতে পৌঁছে দিতে হবে বলে এজেন্সি জানায়।

শনিবার দলটিকে যোগীঘাটে পৌঁছে দিই। রবিবার দলটি কলকাতায় ফিরে গিয়েছে।' এদিকে শচীন্দ্রনাথের উদ্ধারকারী দলে থাকা আরপিএফ কনস্টেবল প্রশান্তকুমার মণ্ডল বলেন, 'তিনমাইল হাট ও ধুমডাঙ্গি স্টেশনের মাঝে লোকটিকে উদ্ধার করা হয়। তাঁর মাথায় এবং হাত-পায়ে চোট ছিল। চোপড়ার পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রেন এনজেপিতে ঢুকছে কি না দেখতে গিয়ে সম্ভবত উনি পড়ে যান। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানাননি।'

মৌসমের লক্ষ্য পুরাতন মালদা

মালদা, ১১ জানুয়ারি : এমনিতে দেখে মনে হবে ঘরে ফেরার পর খোশমেজাজে পিকনিকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তৃণমূলে ভাঙন ধরাতে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন মৌসম ও ইশা খান চৌধুরী। তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সদ্য শনিবারেই মালদায় ফিরেছেন। রবিবার মৌসমকে দেখা গেল পরিবারের সঙ্গে পিকনিকে মেতে উঠতে। সেখানেই ইশা রাজ্যের শাসকদলে বড়সড়ো ভাঙনের ইঙ্গিত দিলেন। মুচকি হেসে ইঙ্গিত দিলেন মৌসমও। কোথায় ভাঙন ধরবে? স্পষ্ট করে মৌসম কিছু না বললেও সূত্রের খবর, পুরাতন মালদা পুরসভার তৃণমূলের একাধিক জনপ্রতিনিধি যোগ দিতে পারেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসের অন্দরমহল বলছে, তাতে এমনকি বদলে যেতে পারে সেই পুর বোর্ডের সমীকরণটাও।

রবিবার এব্যাপারে জানতে চাইলে কংগ্রেসের মালদা জেলা কমিটির সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর জবাব, 'একটু ধৈর্য ধরুন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই খবর পাবেন।' একই সঙ্গে মৌসম বেনজির নুরের মন্তব্য, 'আমাকে দেখে যাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে যোগাযোগও শুরু করেছেন। তবে এখনই নাম বলছি না কৌশলগত কারণে।'

যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর কটাক্ষ, 'আগে মালদার মাটিতে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাক। এমনিতেই তো সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। চ্যালেঞ্জ থাকল, পুরাতন মালদা পুরসভা ভেঙে দেখাক।'

সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ

খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : খড়িবাড়িতে রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ। খড়িবাড়ি হিন্দু সম্মেলন সমিতির উদ্যোগে খড়িবাড়ি হাইস্কুলের খেলার মাঠে এই আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিলিগুড়ি গৌড়ীয় মঠের গীতা প্রচার সমিতির সভাপতি সজ্জন মহারাজ। গীতা পাঠ শুনতে এদিন দূরদূরান্ত থেকে সহস্রাধিক মানুষ ভিড় করেছিলেন। গীতা পাঠ ছাড়াও সনাতন ধর্ম আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনা

খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : কুয়াশার জেরে শনিবার রাতে খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি ট্রাক। জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্যবাহী ট্রাকের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে অন্য একটি পণ্যবাহী ট্রাক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, হতাহতের কোনও খবর নেই।

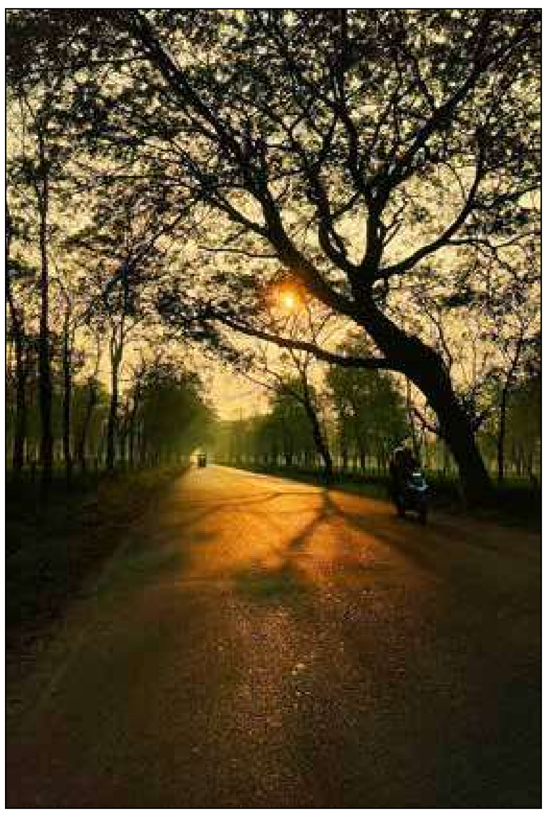

দিনশেষে।। হাসিমারায় ছবিটি তুলেছেন শুভম রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মহানন্দা ব্যারেজে ভিড় ছ'হাজার পাখির

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি : জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। প্রতি বছর এই মরশুমে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি পাখি ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজে ভিড় করে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কত প্রজাতির পাখি এবং কত সংখ্যায় পাখি এবছর এসেছে তা পর্যবেক্ষণ করতে রবিবার 'বার্ষিক জলজ পাখি গণনা'র আয়োজন করে কার্সিয়াং বন বিভাগ।

বন বিভাগের বাগডোগরা, ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীদের সঙ্গে কয়েকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিনিধিরা এদিনের গণনায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল ৭টা থেকে দুপুর পর্যন্ত গণনার কাজ চলে।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'গণনায় আমাদের সঙ্গে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী এবং পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ছিল। গণনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। ৫০ প্রজাতির বেশি পাখি এবছর এখানে এসেছে। মোট পাখির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬ হাজার হবে।'

বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে যে ৫০ প্রজাতির পাখির রয়েছে, তার মধ্যে রেড ক্রেসটেড পোচার্ড, নদর্দার্ন সভেলার, রাডিশেলডাক, অস্প্রে, রেড ওয়াটেল্ড ল্যাপউইং, লিটল রিঙ্ডল্যাপ উইন, কমন পোচার্ড, স্ট্রেইটেড গ্রেসবার, লিটল কর্মরেন্ট, গ্রোঞ্জ উইন্ড জাকানা, গ্রিন স্যান্ড পাইপারের মতো প্রজাতির পাখি এদিন দেখা গিয়েছে।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'প্রতিবছর যেসব প্রজাতির পাখি ফুলবাড়ির জলাভূমিতে আসে এবছরও সেইসব প্রজাতির পাখি এসেছে। নতুন কোনও প্রজাতির পাখি এখনও পর্যন্ত আসেনি। তবে সংখ্যাটা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি।'

বন বিভাগের ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধুর কথায়, 'পাখির সংখ্যা বেড়েছে এটা খুব ভালো খবর। আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যদি কোনও নির্দিষ্ট পাখি এখানে আসা বন্ধ করে দেয় এবং কেন আসা বন্ধ করেছে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা জানান, ফুলবাড়ি ব্যারেজে কচুরিপানা থাকে। এবছর কচুরিপানার পরিমাণ বেশি দেখা গিয়েছে। তাছাড়া এবারের প্লাবনে বালাসনের জলের তোড়ে পাখিদের খাবার ভেসে গিয়েছে। তবুও পাখির সংখ্যা বেড়েছে এটা নিঃসন্দেহে ভালো দিক।

মান-অভিমানে আড়ালে সহরাব

উত্তর দিনাজপুর জেলার বিরোধী রাজনীতির পরিচিত মুখ। একসময় কংগ্রেস করতেন। পরে বিজেপিতে যোগ দেন। ফের ফিরে আসেন কংগ্রেসে। পরে আবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান।

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১১ জানুয়ারি : বাম আমলে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর এলাকায় বিরোধী রাজনীতির পরিচিত মুখ ছিলেন। অনেক চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন কেটেছে। তিনবার দলবদল করেছেন বটে, কিন্তু সহরাব আলির গায়ে কোনও কলঙ্ক বা দুর্নীতির 'দাগ' নেই। কখনও বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। তাঁর সততার কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। যদিও দলের অভ্যন্তরে মান-অভিমানের কারণে সহরাব এখন রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন। পেশায় শিক্ষক ছিলেন। অবসরের পর একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করেই সহরাবের দিন কাটে।

জীবনের গোড়ার দিকে সহরাব কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯২ সালে যোগ দেন বিজেপিতে। টানা ৯ বছর পদ্ম শিবিরে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। ১৯৯৬ সালে গোয়ালপোখর বিধানসভা থেকে তিনি বিজেপির প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জয়ী হতে না পারলেও, পেয়েছিলেন প্রায় ৮ হাজার ভোট। কিন্তু বিজেপিতে তাঁর মন দীর্ঘদিন টেকেনি। ২০০১ সালে সহরাব কংগ্রেসে 'ঘরওয়াপসি' করেন। তিনি কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু সেবারও 'গাঁটছড়া' স্থায়ী হয়নি। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা অমল আচার্যর হাত ধরে সহরাব শাসকদলে যোগ দেন। তড়িঘড়ি তাঁকে ব্লক সভাপতি করে তৃণমূল। সংগঠনকে মজবুত করার নেপথ্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু পরবর্তীকালে ফের মোহভঙ্গ হয় সহরাবের। দলের কিছু নেতার সঙ্গে তাঁর মান অভিমান হয়েছিল বলে তিনি ক্রমশ রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন।

সহরাব বলেন, 'ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কোনও রাজনীতি করিনি। উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা। লোভ-লালসা থাকলে তৎকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন দল বামফ্রন্ট করতাম। আমি সবসময় বিরোধী দলে থাকার চেষ্টা করেছি। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেইনি। সেজন্যই বোধহয় দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।' তবে তিনি এ-ও মনে করেন, কোনও রাজনৈতিক দলই খারাপ নয়। তাঁর কথায়, 'প্রত্যেকটা দলের ভালোমন্দ দুই দিক রয়েছে। ভালো দিক নিয়েই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

সহরাব আলি।

চাকুলিয়া তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সারাফাত হোসেন সহরাবকে নিয়ে বলেন, 'এক সময় বিরোধী দলের পরিচিত মুখ ছিলেন। এখনও চাইলে তিনি তৃণমূলে আসতে পারেন। তাঁর জন্য দলের দরজা সব সময় খোলা।' গোয়ালপোখরের বাসিন্দা কৃষ্ণেন্দু দাস বলেন, 'শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম রয়েছে। রাজনীতিবিদ হিসেবে বারবার দল পরিবর্তন করেছেন। কেন করেছেন জানা নেই। তবে লোকমুখে শুনেছি, যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান দেওয়া হয় না।'

গুন্ডাট্যাক্স আদায়, ধৃত ৫

ওদলাবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : ওদলাবাড়ি-গজলডোবা পূর্ত সড়কে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গুন্ডাট্যাক্স আদায়, চালকদের মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে পাঁচজন তরুণকে মাল থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। শনিবার রাতে গজলডোবা ১০ নম্বর এলাকার ঘটনা। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'ধৃতদের এদিন জেলা আদালতে তোলার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে রিমান্ডে আনা হয়েছে।' ধৃতদের কেউ কেউ আবার চালকদের মারধরের পাশাপাশি গাড়ির কাচ ভাঙতে শুরু করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রেপ্তার করে।

দশদিন আটকে রাখার অভিযোগ

ইটভাটায় শ্রমিককে নির্মম নির্যাতন

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : যতজন শ্রমিক আনার কথা ছিল ততজনকে আনা হয়নি। সেই 'অপরাধে' মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ইটভাটার এক শ্রমিককে ১০ দিন আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠল। ঘটনার জেরে ওই শ্রমিক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। বেন্দি করে রাখাকালীন তাঁকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। তবে কোনওভাবে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে অসমের ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর এলাকার বাসিন্দা জিয়ারুল রহমান নামে ওই শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। শামুকতলা থানার অন্তর্গত ঢালকর গ্রামের একটি ইটভাটার ঘটনা।

পুলিশ এই ঘটনায় ওই ইটভাটার ম্যানেজার বাবন পাল ও সহকারী ম্যানেজার চন্দন বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক দুজনকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান। ইটভাটার মালিক পলাতক। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'এক শ্রমিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করে এক ইটভাটার ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' ওই ইটভাটার মালিকের ভাই সুমন পাল বলেন, 'বাবা অসুস্থ থাকায় তাঁর চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। শনিবার আমরা খবর পেয়েই ইটভাটায় আসি। কীভাবে কী হল কিছু বুঝতে পারছি না।'

শ্রমিক সরবরাহের বিষয়ে কোচবিহার জেলার জোড়াই এলাকার বাসিন্দা ফরিদুল হক নামে এক ঠিকাদারের সঙ্গে ইটভাটার মালিকের চুক্তি হয়। এজন্য ফরিদুলকে দুই লক্ষ টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়। ১৫ জন শ্রমিক পাঠানোর কথা থাকলেও আটজনকে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ। জিয়ারুল ওই দলের সর্দার। তাঁর কথায়, 'ফরিদুল বাকি সাতজন শ্রমিক দিতে পারেননি। ওই ইটভাটায় কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর আমি বাড়ি যাই। সেই সময় মালিকপক্ষ আমাকে আরও সাতজন শ্রমিককে আনতে বলে। কিন্তু আমি সেই সংখ্যক শ্রমিককে না আনতে পেরেই কাজে যোগ দিই।' মালিকপক্ষ তাঁর কাছে ফরিদুলকে দেওয়া অগ্রিম টাকা ফেরত চায়। কিন্তু তিনি টাকা দিতে অপারগ বলে জানানোর পরই জিয়ারুলের ওপর অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ।

তাঁর কথায়, '১ জানুয়ারি থেকে আমাকে ওই ইটভাটার অফিসের পেছনের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। শৌচকর্ম করতে হলে অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করতে হত। তারপর শৌচকর্মের অনুমতি মিলত। তবে সেই সময়টায় আমাকে কড়া পাহারা দেওয়া হত।' এই পরিস্থিতিতে জিয়ারুল কোনওমতে এক শ্রমিকের কাছ থেকে তাঁর মোবাইল ফোন চেয়ে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদককে জানান। পুলিশ গিয়ে জিয়ারুলকে উদ্ধার করে। শনিবার রাতেই জিয়ারুল ইটভাটার মালিক সহ তিনজনের বিরুদ্ধে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন।

বেঙ্গল ট্রাভেল মার্টের স্টলে সাধারণ মানুষের ভিড়।

বেঙ্গল ট্রাভেল মার্টে ভালো সাড়া

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটনশিল্প এবং আন্তঃসীমান্ত পর্যটনের প্রচারে ৯ জানুয়ারি থেকে আয়োজিত হয় বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট (বিটিএম)। রবিবার তিনদিনের এই মার্ট শেষ হয়। ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ট্রাভেল মার্টে ভারতের পাশাপাশি নেপাল, ভুটানের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকেও তুলে ধরা হয়েছে। ইস্টার্ন হিমালয় ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই মার্টের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

আন্তঃসীমান্ত পর্যটনের প্রচারে এবছর ভুটানের পর্যটন বোর্ডের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়েছে। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, আগেই বাংলাদেশ ও নেপাল পর্যটন বোর্ডের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়েছিল। এর ফলে আন্তঃসীমান্ত পর্যটনের প্রসার আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। সেবক রোডের একটি হোটেলে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী এই মার্টে মোট ১৭০টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্টল ছিল। তবে এই মার্টে বাংলাদেশের কোনও স্টল ছিল না।

জানা গিয়েছে, এই অঞ্চলের বৃহত্তম এই মার্টে ঘুরতে এসে অনেকেই স্পট বুকিং করেছেন। আন্তঃসীমান্ত পর্যটন প্রচারের জন্য এই মার্টে নেপাল পর্যটন বোর্ডের সিনিয়ার ডিরেক্টর মণি আর লামিছানে উপস্থিত ছিলেন। এই মার্টে ভারতের পাশাপাশি নেপাল পর্যটন বোর্ড, ভুটান পর্যটন বোর্ড, নেপাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্টস, হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ভুটান সহ ত্রিপুরা, সিকিম, গুজরাটের রাজ্য পর্যটন দপ্তরগুলিও অংশগ্রহণ করে।

চলতি বছরের বিটিএম-এর চেয়ারম্যান সন্দীপন ঘোষ বলেন, 'বিটুবি (বিজনেস টু বিজনেস), বিটুসি (বিজনেস টু কনজিউমার) দুটিতেই ভালো সাড়া পেয়েছি। আশা রাখছি পরের বছরের বিটিএম আরও বড় আকারে আয়োজন করতে পারব।'

গ্রামীণ হাসপাতালে বেহাল পরিকাঠামো

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ জানুয়ারি : নামের পাশে 'ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র' থেকে বদলে এখন জুড়েছে 'গ্রামীণ হাসপাতাল'। তবে, কার্যত কোনও বদল হয়নি পরিকাঠামোয়। নেই হাসপাতাল ভবন। পুরোনো ঘরেই চলছে জরুরি বিভাগ সহ অন্তর্বিভাগ। অথচ, তিনতলা হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে। যদিও তার অগ্রগতির খবর নেই কারও কাছে।

শিলিগুড়ি মহকুমার সবচেয়ে বড় ব্লক ফাঁসিদেওয়া। ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী ২ লক্ষের বেশি মানুষ বসবাস করেন এই ব্লকে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবায় ভরসা এই হাসপাতাল। অথচ অন্তর্বিভাগে মহিলাদের ১৮টি এবং পুরুষদের জন্য ১২টি শয্যা রয়েছে। বিএমওএইচ সহ চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র ৫ জন। এই অবস্থায় ধুঁকছে মহকুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই হাসপাতাল। অথচ, ক্যাম্পাসের প্রায় ৩ একর জমি এখনও হাসপাতালের নামে রেকর্ড হয়নি। এই নিয়ে গত ডিসেম্বরে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনা হয়।

অন্যদিকে, হাসপাতালের চৌহদ্দির ভেতর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে একাধিক ঘর। জঙ্গল হয়ে রয়েছে। দেওয়ালে গজিয়েছে গাছ। ভেঙে পড়ছে ঘরের ইট, খসে পড়ছে পলেস্তারাও। এই অংশটি পুরোপুরি ভেঙে হাসপাতাল ভবন তৈরির পরিকল্পনা ছিল। সেইমতো তৈরি করা হয় অতিরিক্ত গেট। হাসপাতালে আসা এক রোগী আলি মহম্মদ বলেন, 'হাসপাতালটি বড় হলে, চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নত হলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।' হেটমুড়ি থেকে আসা অসিত মিঞ্জ বলেন, 'হাসপাতালের পরিত্যক্ত ঘরগুলি এখন সাপের বাসা হয়েছে। সেখানে হাসপাতালের ঘর বানিয়ে, চিকিৎসক বাড়লে রেফার হওয়া থেকে রেহাই পেতে পারেন রোগীরা।' তবে, কবে বাস্তবে উন্নত হবে এই হাসপাতাল তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য দিতে পারছেন না কেউ।

ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের পরিত্যক্ত একটি ঘর।

রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শুভজিৎ ঝা বলেন, 'আমাদের অনেক ফাঁকা জমি রয়েছে। উন্নত পরিষেবা দিতে হাসপাতালটি বড় করে নির্মাণের জন্য বছর ২ আগে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তা মঞ্জুর হওয়ার অপেক্ষায় আছি। এর মধ্যে আমরা হাসপাতালের মধ্যে থাকা ৩ একর জমি রেকর্ড করার চেষ্টা করছি।'

ফাঁসিদেওয়ার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শাহিনুর ইসলাম বলেন, 'আগে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল বলে শুনেছি। তবে, এই বিষয়ে আমার কাছে এখন কোনও খবর নেই। হাসপাতাল বড় হলে, চিকিৎসক বাড়লে মানুষ ভালো পরিষেবা পাবেন।' এদিকে সূত্রের খবর, এই হাসপাতালটি কাগজে-কলমে এখনও উন্নত হয়নি। সেই কারণে এখানে ব্লক হাসপাতালের পরিকাঠামো রয়েছে। খড়িবাড়িতে থাকা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতাল স্তরে উন্নীত হওয়ার পর নতুন ভবন তৈরি হয়। শয্যা সংখ্যা হয় প্রায় ৩০টি। ওই ব্লকে ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৯ হাজার। সেখানে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও, এখানে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো গেল না কেন? প্রশ্ন থেকেই যায়।

চলতি কা নাম গাড়ি... রবিবার কলকাতায়। - পিটিআই।

আশ্বাস রোল অবজার্ভারের

নথি নিয়ে উদ্বেগ নয়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে যাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল, তাঁদের নথি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কারণ নেই। নির্বাচন কমিশনের রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'কোনও কোনও মহল থেকে শুনানিতে জমা পড়া নথি অসংগতিপূর্ণ বলে যে প্রচার হচ্ছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।'

প্রথম দফার শুনানিতে ২০০২-এর সঙ্গে যাঁরা সরাসরি বা বাবা-মায়ের সূত্রে কোনওরকম যোগসূত্র দেখাতে পারেননি সেই প্রায় ৩১ লক্ষ নামের শুনানি চলছে পুরোদমে। রবিবার পর্যন্ত শুনানি হয়েছে ৩০ লক্ষের কিছু বেশি। প্রতিদিন বিধানসভাওয়াড়ি এক বা একাধিক শুনানি কেন্দ্রের ১১টি টেবিলে গড়ে ৮০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত শুনানি হচ্ছে। সেই শুনানিতে কমিশনের নির্ধারিত আধার বাদে ১৩টি নথির মধ্যে অন্তত যে কোনও একটি নথি জমা দিতে হচ্ছে। কমিশন সূত্রে এদিন পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে দেখা গিয়েছে কোচবিহারে শুনানিতে উপস্থিত হয়েছেন ২২ হাজারের কিছু বেশি। সেখানে জমা পড়ার নথির সংখ্যা ২৩ হাজারের কিছু বেশি। একইভাবে আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিংয়েও শুনানিতে হাজিরার সংখ্যার তুলনায় জমা পড়া নথির সংখ্যা সামান্য হলেও কিছু বেশি। কমিশনের মতে, শুনানির হাজিরা ও কমিশনের পোর্টালে আপলোড হওয়া নথির সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট যে জমা পড়া নথিতে এখনও পর্যন্ত অবৈধ হওয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাদ যায়নি। ফলে শুনানিতে জমা পড়া নথি অবৈধ হওয়ার কারণে বাদ পড়ছে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তবে নথি সন্দেহজনক মনে হলে যে কোনও সময়ই কমিশন তা পুনর্যাচাই করতে পারে। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকার পরও যাঁরা নামের বানান বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আনম্যাপড হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের শুনানিতে আর ডাকা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট বিএলওরাই ওইসব ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের ২০০২ ও ২০২৫-এর সর্বশেষ ভোটার তালিকার নথি স্ক্যান করে বিএলও অ্যাপে তা আপলোড করে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তা ইআরও এবং এইআরওদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে। ইআরও ও এইআরওরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই নথি মিলিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনে বিএলওদের অনুমোদন দেবেন।

সম্প্রতি চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রের পরিচয় হিসেবে তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত নথিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল সিইও দপ্তর। একই দাবি জানিয়েছিল বিজেপিও। এদিন তাতে সায় দিয়েছে কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে নজর শা'র মন্ত্রকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : এসআইআরে রাজ্যবাসীর হেনস্তার প্রতিবাদ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বার বার চিঠি দিয়েও কোনও ফল পাননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কমিশন অভিযানে দিল্লি যাওয়ারও প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন তিনি। তাতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের খবর, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশন অভিযান করলে তা ঘেরাওয়ের পর্যায়ে যেতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। তাই আগাম খবর পেতে এরাজ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকে কাজে লাগানো হয়েছে।

আইপ্যাক অফিসে ইডির হানার প্রতিবাদে গত শুক্রবার যাদবপুরে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মিছিল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সতীর্থ, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'কল্যাণ আমাদের 'নেক্সট ডেস্টিনেশন' (পরবর্তী লক্ষ্য) হল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিস। চলো লড়াই হবে। কলকাতা থেকে দিল্লি।' মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনেই আগাম সতর্ক হতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মন্ত্রক আরও নিশ্চিত হয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ঘোষণায়। অভিষেক বলেছেন, 'ভ্যানিশ কুমার তৈরি থাকুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাবেন।' এই প্রচ্ছন্ন হুমকির পরই আগাম সতর্কতায় নজর ও গুরুত্ব দিচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

গত শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসের বাইরে তৃণমূলের ৮ সাংসদের ধর্নার ভাবিয়ে তুলেছে শা'র মন্ত্রককে। মন্ত্রকের আশঙ্কা, মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি অভিযান ও কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলানো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

রবিবার তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতার মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রকাশ্যেই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন অভিযানের কথা বলেছেন। কিছু পরিকল্পনা না থাকলে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেন না। নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় কিছু আছে। তা না হলে এমন কথা বলতেন না তিনি।' রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ভোটের আগে বঙ্গে পরিস্থিতি সরকারি দল ও বিরোধীদের এ ধরনের কর্মসূচির ধারায় দিনের পর দিন উত্তপ্ত হবেই।

সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন নিষ্ঠুরতার নিদর্শন

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন ও সহকর্মীদের সামনে হেনস্তা করা মানসিক নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, জনসমক্ষে চরিত্রহনন, অবমাননা, মানহানি, একজন ব্যক্তির মর্যাদা ও মানসিক শান্তির ওপর সরাসরি আক্রমণ। তাই একে ছোটখাটো দাম্পত্য কলহ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ধরনের নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে।

আদালত সূত্রে খবর, ২০০৭ সালে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে ওই দম্পতির বিয়ে হয়। আবেদনকারীর স্ত্রী কার্শিয়াং হাসপাতালে কর্মরত। তাঁর অভিযোগ, স্বামী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী দাবি করলেও বাস্তবে তিনি একজন দিনমজুর। তাঁর কার্শিয়াং হাসপাতালে গিয়ে সহকর্মীদের সামনে নির্যাতন ও সতীত্ব নিয়ে গুজব ছড়িয়েছেন এমনকি হুমকিও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টত জানিয়েছে, পেশাগত পরিবেশে অপমান করার মানসিক

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

প্রভাব গভীর। পেশাগত মর্যাদা একজন ব্যক্তির পরিচয়ের অপরিহার্য অংশ। স্ত্রী তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রমাণ না দেখাতে পারায় নিম্ন আদালত বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেয়। তাই নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে হাইকোর্টের যুক্তি, যে সম্পর্ক বাস্তবে মৃত তাকে টিকিয়ে রাখা উভয়ের পক্ষেই মানসিক যন্ত্রণা। তবে তাঁদের নাবালক সন্তানের মানসিক স্বার্থ বিবেচনা করে অভিযুক্ত স্বামীকে তাঁর সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছে আদালত।

৩৫৬ নয়, ভোটে আস্থা

মমতার সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়ে শুভেন্দুর মিছিল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পথেই মমতার সরকারকে উৎখাত করা যাবে। দুর্নীতির দায়ে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তোলা গিয়েছে। আইপ্যাক কাণ্ডের পরে এমনটাই মনে করছে বিজেপি। তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকার হবে না।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও একাধিক দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী মন্ত্রীদের নাম জড়ালেও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে দুর্নীতির কালি ছেটানো যায়নি। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনের দাবিতে তৃণমূল ও বর্তমান রাজ্য সরকারের দুর্নীতি বড় অস্ত্র বিজেপির। সেই প্রশ্নে আইপ্যাক কাণ্ডে মমতার ভূমিকা দলের কাছে সহায় হতে পারে বলে মনে করছে বিজেপি। আইপ্যাকের দপ্তরে ইডির হানার খবর পেয়েই রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের বড় কর্তাদের নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে কিছু ফাইল ও ল্যাপটপ নিয়ে আইপ্যাকের দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। ঘটনাস্থলেই ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ওরা আমার দলের ফাইল, গোপন নথি চুরি করতে এসেছিল। সেগুলি আমি নিয়ে এসেছি। সেই ঘটনা ও মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ইডি। এদিন সেই প্রসঙ্গেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর প্রতিবাদ মিছিল থেকে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো বলেছেন তিনি ইডির হাত থেকে ফাইল, ল্যাপটপ ছিনিয়ে এনেছেন। এরপর আর কী বলার আছে? তাই মানুষ বলছে, ফাইল চোর মমতা, জেনে গিয়েছে জনতা।' আইপ্যাক কাণ্ডে ইডির হানার প্রতিবাদে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কার্যত সেই একইপথে (যাদবপুর থেকে দেশপ্রিয় পার্ক) মমতার পোস্টার হাতে মিছিল করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কর্মসূচির সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মামলা আটকাতে আইনমন্ত্রী ও তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা হাইকোর্টে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শুনানি বন্ধ করায় ইডিকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক সংকটকে আরও গভীর করেছে। তবে এরপরও স্বৈরাচারী, সংবিধানবিরোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকারকে গণতান্ত্রিক উপায়েই উৎখাত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আচরণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে।' দিল্লি থেকে এদিনই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশংকর প্রসাদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'অপেক্ষা করুন না আর তো মাত্র দু-চার মাস। রাজ্যের মানুষ মমতার সরকারকে গণতান্ত্রিকভাবেই উৎখাত করবে। তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকার হবে না।'

রবিবার যাদবপুর থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত মিছিলে শুভেন্দু। - রাজীব মণ্ডল।

ময়নাগুড়িতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন, 'আসলে মুখ্যমন্ত্রীই চাইছেন তাঁর সরকারকে বরখাস্ত করুক কেন্দ্র। তাহলে সহানুভূতির হাওয়ায় উনি আবার রাজ্যের ক্ষমতায় ফিরতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা দেব না।' শনিবার রাতে পুরুলিয়া থেকে ফেরার পথে তৃণমূলি হামলার মুখে পড়ার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও আইপ্যাক কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেও রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবির বিষয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু।

জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে জোর

ভিনরাজ্যে ফের হেনস্তা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ওডিশায় পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার ঘটনা থেকে শুরু করে এসআইআর-এর চাপে ক্লাসরুমের মধ্যে শিক্ষকের আত্মহত্যার অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি। বিজেপি শাসিত ওডিশায় হেনস্তার শিকার হয়েছেন হুগলির গোঘাটের বাসিন্দা রাজা আলি। আট মাস আগে পাথরশ্রমিক হিসেবে কটকে কাজে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, চলতি সপ্তাহে বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় কথা বলায় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে বাধ্য করে ১০-১২ জন। বেধড়ক মারধর করা হয়। আতঙ্কে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ২২ জানুয়ারি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে যাবেন। তখন এই বিষয়টি তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন রাজা। তবে এই ঘটনায় কেন্দ্রকে বিঁধে রাজার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অপরদিকে এদিনই মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার পাইকমারি চর এলাকার এক শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার রাতে স্কুলের মধ্যেই আত্মঘাতী হন তিনি। পরিবারের দাবি, পূর্ব আলাইপুর গ্রামে একটি বুথে বিএলও হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। এসআইআর-এর কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার। তাঁর দাবি, 'বিজেপির চাপে কমিশন তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করতে চাইছে। প্রত্যেক বিএলওই চাপে রয়েছেন।' এই নিয়ে আটজন বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে।

এদিনই এসআইআর-এর শুনানি লাইনে দাঁড়িয়ে হাওড়ার ডোমজুড়ের ৬৫ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। যা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূলের তোপ, বাংলায় এসআইআর চক্রান্তের বলি আরও এক। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি আর কমিশন।

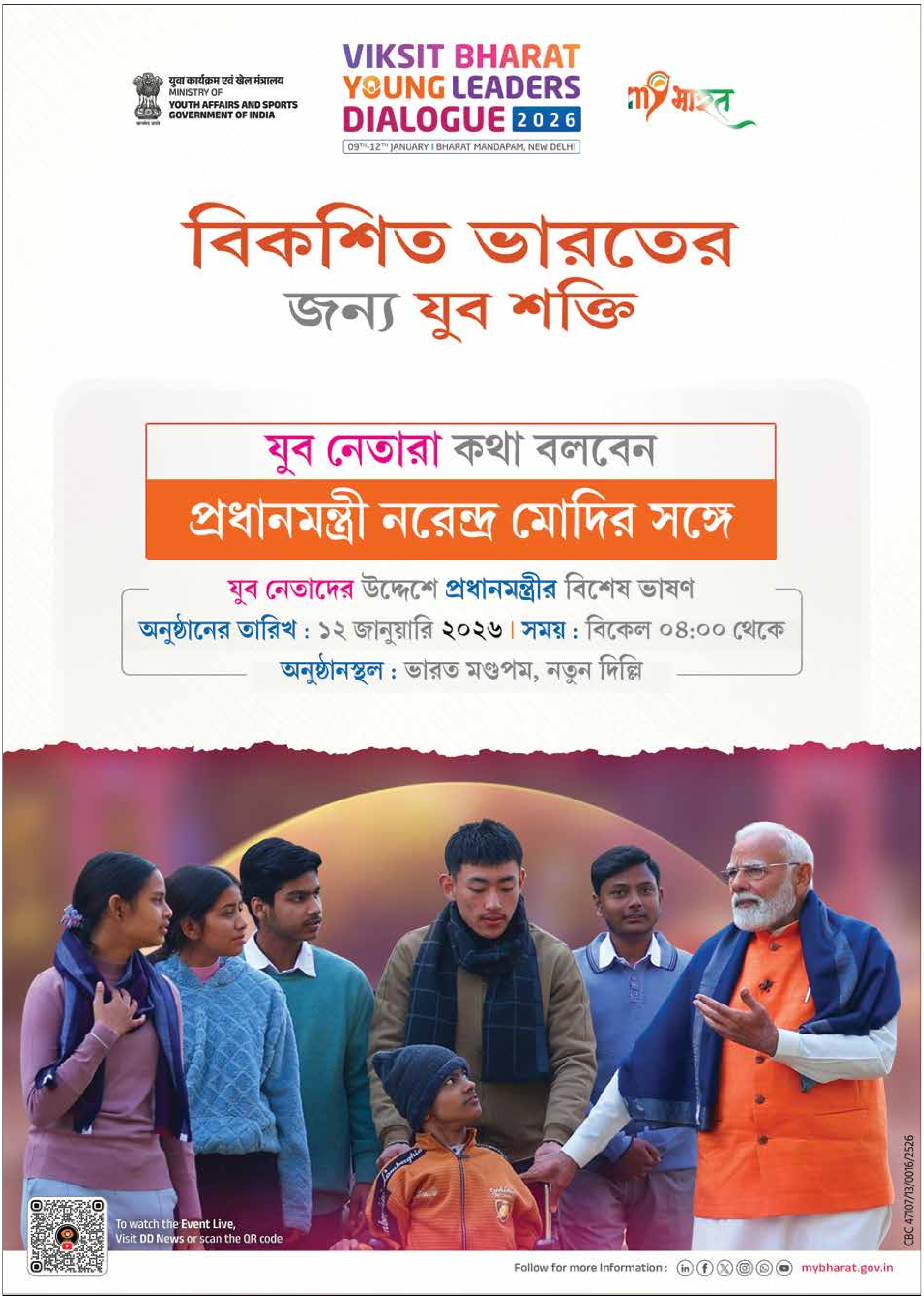

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৪ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ পৌষ ১৪৩২

খেলাতেও বিদ্বেষ বিষ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে আর মাসখানেক বাকি। অথচ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি খুন হওয়ার পর থেকে সেদেশ এমন অশান্ত যে সাধারণ নির্বাচন করানো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে। হাদির হত্যাকাণ্ডের পর এখনও পর্যন্ত হামলায় নিহত হয়েছেন ছয় থেকে সাতজন হিন্দু। হিন্দু নিপীড়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এই পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। এর মধ্যে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) নির্ভরযোগ্য বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) দল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে।

বিসিসিআইয়ের নির্দেশে কোনও কারণ দেখানো হয়নি বটে, কিন্তু বিভিন্ন মহল প্রায় নিশ্চিত যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমানে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বিসিসিআইকে। অথচ বিসিসিআই স্বশাসিত সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনে চলার কথা নয়। অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলতে না বলতে কেকেআর কর্তৃপক্ষ দ্রুত মুস্তাফিজুরকে টিম থেকে সরিয়ে দিল।

ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, হতাশ মুস্তাফিজুর ভারতে আর কখনও খেলবেন না জানিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর প্রথম আইপিএলে খেলেছিলেন ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে। তারপর খেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। কেকেআর ছেড়ে দেওয়ায় মুস্তাফিজুর এখন পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কেকেআর মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ভীষণ ক্ষুব্ধ। আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে তিনটি ম্যাচ নির্ধারিত ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বিসিবি ভারতে নিজ দেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার অভাবের যুক্তি দেখিয়ে বিসিসিআইকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা ভারতে কোনও ম্যাচই খেলবে না।

কিছুদিন আগেও দুটো দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঝামেলার প্রভাব খেলাধুলোর ওপর তেমনভাবে পড়ত না। বরং রাজনীতির তিক্ততা মুছে যেত খেলার মাঠে। দেখা যেত সৌজন্য ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ। আজ সম্পূর্ণ উলটো চিত্র। পহলগামে জঙ্গি হামলার পর গত বছর এশিয়া কাপে পাকিস্তানে কোনও ম্যাচ খেলবে না বলে ভারত সিদ্ধান্ত নেয়। তখন এশিয়া কাপ কর্তৃপক্ষ ম্যাচের স্থান ঠিক করল দুবাইয়ে।

দুবাইয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় বরাবরের হাই ভোল্টেজ ভারত-পাক ম্যাচ। বহু দশক ধরে ভারত-পাক ম্যাচকে কেন্দ্র করে উত্তেজনায় টগবগ করে ফোটে দুবাই। এবারও সেজে উঠেছিল মরুশহর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ম্যাচ শেষে দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে করমর্দনের সৌজন্যের ছবি দেখা গেল না। ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পরের মাঠে ম্যাচ খেলবে না- এটা এতদিন চলছিল। এখন সঙ্গে যোগ হল বাংলাদেশ।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ চলতে থাকলে তো ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার আশা নেই। এমনিতেই ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময় থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটেই চলেছে। হাসিনা ভারতে আশ্রিতা। অন্তর্বর্তী সরকার একাধিকবার হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে চিঠি দিলেও দিল্লি তাতে সাড়া না দেওয়ায় বাংলাদেশ আরও ক্ষুব্ধ।

সম্প্রতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে পাঠিয়েছিল ভারত। খালেদা-পুত্র ও বিএনপি নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাঠানো চিঠি তুলে দেন জয়শংকর। দুজনের মধ্যে কথাও হয় বেশ কিছুক্ষণ। বাংলাদেশের নির্বাচনি আসরে আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির দিকে ঝুঁকে ভারত কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুস্তাফিজুরকে কেকেআর থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলল।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ব্যক্তি জনপ্রিয়তা ও গণতন্ত্রের রাজনীতি

মানুষ আজ তত্ত্বের চেয়ে মুখ খোঁজে, আদর্শের চেয়ে অনুভব। এই বাস্তবতা সম্ভাবনা ও সতর্কতা, দুই-ই বহন করে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

-এআই

ইতিহাসে স্বৈরাচারী শাসকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রায় প্রত্যেক স্বৈরাচারী শাসকের উত্থান ব্যক্তি জনপ্রিয়তার হাত ধরে ঘটে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের দেশে জনপ্রিয় ব্যক্তিসত্তা কখনো-কখনো রাজনৈতিক পরিসর নিয়ন্ত্রণ করলেও ব্যক্তি কখনও সেই অর্থে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। দু-একটি ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা তৈরি হলেও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষ সেই প্রবণতা প্রতিহত করেছেন।

আজকের দিনে শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্বে রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে ব্যক্তির জনপ্রিয়তা অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। দল, সমাজতত্ত্ব কিংবা মতাদর্শের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষ একজন ব্যক্তির প্রতি বেশি আস্থাশীল হতে চাইছেন, যিনি দুঃখে-সুখে পাশে দাঁড়াবেন। যিনি শুধু তত্ত্বকথা নয়, অনুভব দিয়ে জীবনের গভীরে পৌঁছাতে পারেন। রাজনীতি আজ তাই অনেকটাই আবেগের।

এখানেই উঠে আসে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা পরিমাপের প্রশ্ন। কেবল নির্বাচনি জয় কি এর একমাত্র সূচক? নাকি এমন পরিস্থিতি ব্যক্তি জনপ্রিয়তার প্রকৃত মাপকাঠি, যেখানে দলের প্রতি ততটা আস্থাশীল না হলেও ব্যক্তি হিসেবে একজন নেতা এতটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেন যে, দীর্ঘ সময় তিনি শাসনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন! আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয়তার নিরিখে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁদের শাসনকালে দলীয় মতাদর্শ ও রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা অস্বীকার করারও উপায় নেই।

নেহরুর কথা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতি ছিল ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতা। কিন্তু এই দীর্ঘ শাসনকালকে কি আমরা আজকের অর্থে 'ব্যক্তি জনপ্রিয়তা'র উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি? নাকি তখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতায়, স্বাধীনতা পরবর্তী সর্বভারতীয় পরিসরে জাতীয় কংগ্রেসের সমান্তরালে কোনও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় নেহরুই স্বাভাবিক ও সর্বসম্মত নেতৃত্ব হিসেবে সামনে এসেছিলেন?

নেহরুর জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে ছিল, কিন্তু তা অনেকটা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের ফসল। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক উত্তরসূরি এবং সমদর্শিতার পূজারি। ফলে নেহরুর দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রিত্ব ব্যক্তি জনপ্রিয়তার চেয়ে বেশি ছিল প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাসনির্ভর।

পথ দেখালেন ইন্দিরা

বরং ইন্দিরা গান্ধির উত্থান ভারতীয় রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। জরুরি অবস্থা জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার পর ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তাঁর পরাজয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন- এই দুই বিপরীত অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জনপ্রিয়তার শক্তিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বিশেষত ১৯৭১ সালে প্রবল আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইন্দিরাকে দৃঢ়, আপসহীন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

যেখানে দল ও মতাদর্শের ঊর্ধ্বে এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও সাহস জাতীয় আবেগের কেন্দ্রে স্থান পায়। একই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াকে সংহত করা এবং জাতিসত্তার প্রশ্নকে সামনে রেখে মুলায়ম সিং যাদব, কাশীরাম, লালুপ্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমার, জর্জ ফার্নান্ডেজদের মতো নেতাদের উত্থান ব্যক্তি জনপ্রিয়তার প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনন্য দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার আরও নাটকীয় রূপ দেখা যায়। এমজি রামচন্দ্রন কিংবা এনটি রামারাও চলচ্চিত্রের পর্দা থেকে সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছোন। তাঁদের জনপ্রিয়তা জটিল রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর নয়, বরং গড়ে ওঠে নায়কোচিত ভাবমূর্তি, দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি এবং আঞ্চলিক জাতিসত্তার আবেগকে সামনে রেখে। এম করুণানিধির নেতৃত্বে দ্রাবিড় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় যুক্ত হয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণ করে।

বাজপেয়ী ও জোট রাজনীতি

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত হলেও তিনি এককভাবে নিজের ক্যারিশমায় দলকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আনতে পারেননি। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে জোট রাজনীতির ওপর। এর একটি বড় কারণ, তাঁর সময়ে কংগ্রেসের বাইরে কোনও রাজনৈতিক দল দেশ চালাতে পারে- এমন বিশ্বাস মানুষের মনে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা, ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা পরবর্তী প্রথম মোর্চা সরকার এবং ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধি পরবর্তী ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মোর্চা সরকারের অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশবাসীর মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করে দিয়েছিল।

ফলে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বাজপেয়ীর পক্ষে একা কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে ধর্মীয় আবেগনির্ভর একটি দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আস্থাশীল করা সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও জোট রাজনীতিতে ভর করে তাঁর পাঁচ বছরের দেশশাসন কম কৃতিত্বের নয়। আসলে রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার তাত্ত্বিক প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গেলে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের 'Charismatic Authority' তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

ওয়েবারের মতে, ক্যারিশমাটিক কর্তৃত্ব এমন এক শাসনরূপ যা আইন বা প্রথার ওপর নয়, বরং জনগণের বিশ্বাস ও আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতন্ত্রে গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি এই ক্যারিশমাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নেতা আজ কেবল প্রশাসক নন, তিনি প্রতীক, গল্পকার এবং অনেক সময় জাতির মানসিক অভিভাবক। তাই আজ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় নেতার সংজ্ঞা যেমন বদলেছে, তেমনই নেতৃত্বের প্রকাশ ও ধরন পালটে গিয়েছে।

ব্যক্তিনির্ভরতার নয়া যুগ

এই বাস্তবতায় উত্থান নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির। তাঁর আগে অ-কংগ্রেসি সরকার দেশ শাসন করায় জনগণের মনে বিকল্প শাসনের ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রস্তুত জমিতে মোদি নিজের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, উন্নয়নের ভাষ্য এবং শক্ত নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। যে প্রবণতার প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও স্পষ্ট।

জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়ে দল ও মতাদর্শ ছিল রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। ব্যক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কখনও দলের ঊর্ধ্বে ওঠেনি। বর্তমান বাস্তবতায় বহু সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যক্তির প্রতি ভরসাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার শাসনক্ষমতায় ফিরিয়ে আনছে। তাঁর রাজনৈতিক ভাষা তাত্ত্বিক নয়, আবেগী। প্রশাসনিক নয়, মানবিক। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলিতে অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিনিয়োগ ঘটেছে। এগুলি মানুষের মনে বিশ্বাস জাগিয়েছে যে, রাষ্ট্র তাঁদের দেখছে ও চিনছে।

বিশ্বের দরবারে

বিশ্ব রাজনীতিতেও ব্যক্তি জনপ্রিয়তার যুগ স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারাক ওবামার Yes We Can স্লোগান একসময় প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার সেই আবেগকে উলটোদিক থেকে কাজে লাগিয়ে বলেছেন, Make America Great Again. অর্থাৎ জাতীয় গর্ব, অতীতের মহিমা ও ক্ষোভ- এই ত্রিমাত্রিক আবেগের ওপর ভর করে তিনি নিজের জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছেন। দলীয় জনপ্রিয়তা কম থাকা সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বে রিপাবলিকান পার্টি আবার হোয়াইট হাউসের ক্ষমতায়।

তুরস্কের রিসেপ তায়িপ এর্দোগান প্রথাগত রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে একক ব্যক্তিত্বে দেশ চালানোর সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। ইউক্রেনের ভোলোদোমির জেলেনস্কিও জনপ্রিয়তার এই নতুন রাজনৈতিক সূত্রের অনুসারী। তবে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার এই যুগে গণতন্ত্রের ঝুঁকি কম নয়। অতিমাত্রায় জনপ্রিয় নেতা কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দেন, সমালোচনাকে শত্রুতা হিসেবে দেখেন এবং শাসন ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত ব্যক্তিনির্ভর করে তোলেন।

ইতিহাস দেখিয়েছে, যেখানে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে, সেখানে গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে। আবার যেখানে জনপ্রিয়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা গিয়েছে, সেখানে গণতন্ত্র প্রাণ পেয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা কোনও সাময়িক প্রবণতা নয়। এটা সমাজের গভীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রতিফলন।

মানুষ আজ তত্ত্বের চেয়ে মুখ খোঁজে, আদর্শের চেয়ে অনুভব। এই বাস্তবতায় ব্যক্তি জনপ্রিয়তা যেমন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়, তেমনই সতর্কতার সংকেত বহন করে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর- আমরা কি কেবল ব্যক্তির মোহে ভাসব নাকি সেই মোহের মধ্যেই প্রতিষ্ঠান ও বিবেককে দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারব?

(লেখক শিক্ষক। দিনহাটার বাসিন্দা)

আজ

১৮৬৩

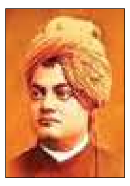

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৯৩৪

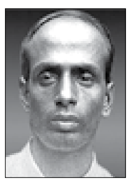

মাস্টারদা সূর্য সেন শহিদ হন আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিটা প্রায় হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু এটা ট্রাম্পের চুক্তি ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কেবল একটা ফোন করতেন মোদি। কিন্তু মোদি এতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। উনি ফোন করেননি। চুক্তির জটিলতা নিয়ে বন্ধ দরজার আড়ালে দুই দেশের কথা হবে। প্রকাশ্যে নয়।

- পীযূষ গোয়েল

ভাইরাল/১

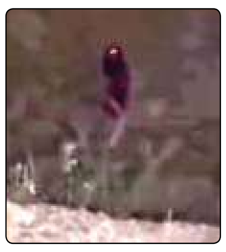

রাতের অন্ধকারে পাহাড় বেয়ে উঠছে কে? অশরীরী নাকি অন্য কিছু? মাভির ভিডিও ঘিরে তোলপাড় নেটদুনিয়া। ঘুটঘুটে অন্ধকারে এক কালো ছায়ামূর্তি খাড়া পাহাড় বেয়ে তরতরিয়ে উঠছে। তার চোখ দুটি গাড়ির হেডলাইটের মতো জ্বলছে।

ভাইরাল/২

খামেনেই সরকারের বিরুদ্ধে লন্ডনের কেনসিংটনে ইরানি দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ চলছিল। সেই সময় এক বিক্ষোভকারী দূতাবাসের দিকে ছুটে যান। তারপর দেওয়াল বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে পড়েন। ইরানের জাতীয় পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলেন। শ্রীঘরে প্রতিবাদী।

জনমন জনমত

বিবেকানন্দ এক আলোকবর্তিকা

চতুর্দিকে এখন সামাজিক অবক্ষয়ের চালচিত্র। প্রতিহিংসার দাবানলে জ্বলছে পৃথিবী। 'বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' - এই মনোভাব দ্বারা পুষ্ট সকলে। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার নোঙর বাঁধা একই ঘাটে। হিংস্র পশুর থেকেও অধম। মানবিকতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, শৌর্য পরাস্ত মানবকুলের কাছে। এখনও জাতপাতের ছত্রছায়ায় সুখনিদ্রায় মগ্ন। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সমীকরণ চলতেই থাকবে।

আমরা ভুলে গিয়েছি যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার কথা। একটি কৌপীন সম্বল করে নিদারুণ শীতে, অনাহারে মাত্র পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় বিশ্ব জয়ের কথা সে এক ইতিহাস! বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজির বাণী খুবই প্রাসঙ্গিক। বিবেকানন্দ পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন প্রতিটি ঘরের আঙিনায়।

সেই আঙিনায় ফুল, মালায় সাজাই তাঁকে। তাঁর কর্ম ও ধর্ম উদ্বেলিত করে। দিশেহারা তরুণসমাজ আজ মেরুদণ্ডহীন। তোমার গৈরিক রংয়ের প্রেমের বাণীতে রাঙানো বাকি বাস্তবের মাটি। তাঁর আশা ও স্বপ্ন এখনও আলো দেখায়।

হে মহামানব! তুমি পথভ্রষ্ট পথিকের একমাত্র দিশা। চিরন্তন সত্য তুমি রয়েছ স্মরণে মননে। জীবনের পাথেয় হোক তোমার আশীর্বাদ।

সন্ধ্যা দত্ত, শিলিগুড়ি।

ট্রেনের বর্ধিত ভাড়ায় আপত্তি

ভারতের রেল ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মাধ্যম হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে ট্রেনই একমাত্র ভরসা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রেলের ভাড়া ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ পড়েছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় সীমিত। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই তাদের জীবনযাপন করতে হয়। এর ওপর যদি যাতায়াতের খরচও বেড়ে যায়, তাহলে ট্রেনে ভ্রমণ করাও অনেকের কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে কাজ করতে আসা মানুষজনের জন্য এই ভাড়া বৃদ্ধি বিশেষভাবে সমস্যা তৈরি করে। রেলপথ শুধু যাতায়াতের মাধ্যম নয়, এটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত থাকে। রেলের ভাড়া কমানো হলে মানুষ আরও বেশি ট্রেনে যাতায়াত করতে উৎসাহিত হবেন। আমাদের দাবি, রেল কর্তৃপক্ষ যেন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে টিকিটের ভাড়া যুক্তিসংগতভাবে কমায়।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিবেকের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে স্মরণ

মানুষ কি এগোচ্ছে? তার আত্মবিশ্বাস কি বেড়েছে? আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর এই প্রশ্নগুলিই আমাদের পাথেয়।

শমিত বিশ্বাস

-এআই

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন এলেই আমরা অভ্যাসমতো আলো জ্বালাই, মঞ্চ সাজাই, স্মরণসভা করি। বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যেন নিজেদের দায় শেষ করি। পরদিন আবার স্বস্তির জীবনে ফিরে যাই—যেখানে প্রশ্ন নেই, অস্বস্তি নেই, কেবল চলমান অভ্যাস। কিন্তু এই স্মরণ কি সত্যিই স্মরণ? নাকি এটি আত্মতুষ্টির এক নীরব আয়োজন, যেখানে আমরা মানুষটিকে স্মরণ করি, কিন্তু তাঁর প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যাই?

যাঁর নামের মধ্যেই আছে 'বিবেক', তাঁকে স্মরণ করতে হলে আগে নিজের বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আর এই মুখোমুখি হওয়াটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে কঠিন। কারণ বিবেক প্রশ্ন করে, আর প্রশ্ন মানুষের আরামের শত্রু। বিবেকানন্দ কোনও উৎসবের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অস্বস্তির মানুষ। যেখানে সমাজ নিশ্চিন্তে নিজেকে সঠিক বলে ধরে নেয়, সেখানে তিনি আয়নার মতো দাঁড়িয়ে বলতেন—নিজের মুখটা একবার ভালো করে দেখো। তিনি ঈশ্বরকে আকাশে বসাননি। রেখেছিলেন মানুষের ভেতরে। তাই তাঁর দর্শন এত কঠিন, এত নির্দয়ভাবে সত্য। আকাশের ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যায়, ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরকে নিয়ে তর্ক করা যায়, কিন্তু মানুষের ভেতরের ঈশ্বরকে অস্বীকার করলে নিজের কাছেই অপরাধী হতে হয়। আর মানুষ নিজের কাছে অপরাধী হতে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। এই ভয় থেকেই জন্ম নেয় নীরবতা, আপস আর ভণ্ড শ্রদ্ধা।

আজ আমরা কোন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি? রাষ্ট্র শক্তিশালী—এই দাবি জোরালো। উন্নয়নের গল্প চারদিকে ছড়িয়ে আছে। অর্থনীতি সংখ্যায় বড় হচ্ছে, পরিসংখ্যান বলছে আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হল—মানুষ কি এগোচ্ছে? তার আত্মবিশ্বাস কি বেড়েছে? তার মর্যাদা কি সুরক্ষিত হয়েছে? নাকি সে কেবল আরও নিখুঁতভাবে টিকে থাকার কৌশল শিখে নিয়েছে? এই প্রশ্নগুলো বিবেকানন্দের প্রশ্ন। কিন্তু আজকের সমাজ সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার বদলে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়াকেই নিরাপদ পথ বলে মেনে নিয়েছে। আমরা উন্নয়নের কথা বলতে ভালোবাসি, কিন্তু সেই উন্নয়নের ভেতরে মানুষের চোখের দিকে তাকাতে ভয় পাই। কারণ সেই চোখে আছে ক্ষুধা, আছে অপমান, আছে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'আগে মানুষ হও, তারপর সবকিছু।' কিন্তু আমরা উলটো পথ বেছে নিয়েছি। আমরা আগে ব্যবস্থা বানিয়েছি, তারপর মানুষকে সেই ব্যবস্থার ভেতরে ঢুকিয়ে তাকে যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত করেছি। ফলে উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু উন্নয়ন মানুষের ভেতরে ঢোকেনি। শিক্ষা বেড়েছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা কমেছে। প্রযুক্তি এসেছে, কিন্তু সংবেদনশীলতা কমে গিয়েছে। সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গাটি এখানেই—আমরা আর লজ্জা পাই না। ক্ষুধার্ত মানুষ দেখে আমাদের অস্বস্তি হয় না। বেকার তরুণ আমাদের কাছে একটি পরিসংখ্যান মাত্র। অসুস্থ মানুষকে আমরা বোঝা বলে ভাবতে শিখেছি। এই অনুভূতিহীনতাই বিবেকানন্দের দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিনি শক্তির কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই শক্তি ছিল আত্মিক—আত্মসম্মান থেকে জন্ম নেওয়া শক্তি। আজ আমরা শক্তি বুঝি দখল হিসেবে, ক্ষমতা হিসেবে, নিয়ন্ত্রণ হিসেবে। কিন্তু যে শক্তি অন্যকে ছোট করে, যে শক্তি ভয় দেখিয়ে টিকে থাকে—সে শক্তি নয়, সে দুর্বলতার নগ্ন প্রকাশ। বিবেকানন্দ যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে ভারত ভিক্ষা করে বাঁচবে না। সে ভারত মাথা তুলে দাঁড়াবে—মর্যাদায়, আত্মবিশ্বাসে, মানবিকতায়।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ছোলা, বুট ৪। ভয়প্রদ, মমতা, ব্যথা ৫। খোনা, নাকি ৭। বড় কচ্ছপ, কচ্ছপ ৮। স্বপক্ষীয় লোকজন ৯। ইংরেজি বছরের মাস ১১। দেবরাজ ইন্দ্র ১৩। ইতিহাসোক্ত মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৪। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৫। দেবমন্দিরাদির পরিচালক সন্ন্যাসী, নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত।

উপর-নীচ : ১। মালাইচাকির আরেক নাম ২। পা, পদক্ষেপ, ঘোড়ার গতিভঙ্গি ৩। আবেগে বিহ্বল, আতিশয্যজনিত অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি ৬। ওস্তাদ, কর্মকুশল পণ্ডিত, স্বর্ণকার ৯। প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি ১০। সরু ও কোমলতার ভাবপ্রকাশ ১১। বরিশালে উৎপন্ন সরু ধান ও তার চাল ১২। বাংলার একটি ঋতু।

সমাধান ■ ৪৩৪১

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। খটকা ৫। খবরদার ৭। শপতি ৯। কলমি ১১। কলমবাজ ১৪। কয়েদ ১৫। কক্ষান্তর।

উপর-নীচ : ১। মিশমিশ ২। ময়ূখ ৩। খদির ৪। কাবার ৬। দামাল ৮। পঞ্চাল ১০। মিতাক্ষর ১১। কয়েক ১২। মরদ ১৩। জম্বুক।

বিন্দুবিসর্গ

সোমনাথের শৌর্যে হিন্দুত্বে শান নমোর

আহমেদাবাদ, ১১ জানুয়ারি : রবিবার গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে 'শৌর্য যাত্রা'য় নেতৃত্ব দিয়ে এক গভীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের হাজার বছরের লড়াই এবং পুনর্জাগরণের কথা বলতে গিয়ে তিনি কার্যত আসন্ন নির্বাচনের আগে 'হিন্দুত্ব' এবং 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর পালে নতুন হাওয়া দিয়েছেন। ১০৮টি ঘোড়া এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় উৎসবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক বড় মঞ্চ।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে যোগ দিয়ে এদিন তাঁর ভাষণে বারবার 'দাসত্বের মানসিকতা'র কথা উল্লেখ করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি নাম না করে নিশানা করেন মূলত নেহরু-গান্ধি পরিবার এবং কংগ্রেসকে। ইতিহাসকে টেনে এনে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সোমনাথ মন্দিরের সংস্কারে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। মোদি বলেন, 'যাঁরা ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে তোষণের রাজনীতি করেছিলেন, তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন, কিন্তু সোমনাথের বিজয়পতাকা আজও অমলিন।'

তিনি বলেন, 'ঘৃণা, অত্যাচার আর সন্ত্রাসের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের শেখানো হয় মন্দির লুট করতেই হামলা চালানো হয়েছিল। স্বাধীনতার পর যখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের শপথ নিলেন, তখন তাঁর পথেও বাধা দেওয়া হয়েছিল।' প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, 'স্বাধীনতার পর যে শক্তি গুজরাটে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা করেছিল, তারা এখনও সক্রিয় রয়েছে। ভারতকে তাই সতর্ক, ঐক্যবদ্ধ ও ওই শক্তিকে হারানোর মতো ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।'

> যাঁরা ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে তোষণের রাজনীতি করেছিলেন, তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন, কিন্তু সোমনাথের বিজয়পতাকা আজও অমলিন
>
> নরেন্দ্র মোদি

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোদি সোমনাথের ধ্বংস এবং পুনর্গঠনের ইতিহাসকে অত্যন্ত সুকৌশলে সমসাময়িক রাজনীতির মেরুকরণে ব্যবহার করছেন। গজনি থেকে ঔরঙ্গজেব—আক্রমণকারীদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বারবার হিন্দু বীরত্বের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, বিজেপিই একমাত্র শক্তি যারা 'আক্রমণকারীদের' ইতিহাস মুছে ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার করছে। একই সঙ্গে নিজেকে 'হিন্দুহৃদয় সম্রাট' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি আসলে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মের এক অচ্ছেদ্য মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন।

১২ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম অর্থাৎ সোমনাথ মন্দিরের ট্রাস্টি হিসেবে মোদি নিজেকে ঐতিহ্যের অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'সোমনাথের কাহিনী হল ভারতের গল্প। বৈদেশিক শক্তি এই মন্দিরের মতো বারবার ভারতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। হানাদাররা ভেবেছিল এই মন্দিরটি ধ্বংস করে তারা জিতে যাবে। কিন্তু ১ হাজার বছর পরও সোমনাথের ধ্বজা মাথার ওপরে উড়ছে। ১০০০ বছরের এই সংগ্রামের সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাসের সমতুল্য কোনও কিছুই নেই।'

শৌর্য যাত্রায় অন্য মেজাজে প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সোমনাথে।

রুবিও 'প্রেসিডেন্ট' হলে আপত্তি নেই

এবার কিউবাকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও কারাকাস, ১১ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা দখলের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার প্রতিবেশী দেশ কিউবার দিকে নজর ঘোরালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ সরাসরি কিউবাকে হুমকি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সময় থাকতে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি না করলে চরম মূল্য চোকাতে হবে। ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা, ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবায় যাওয়া তেল ও অর্থের জোগান এবার পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে।

নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বড় হরফে ট্রাম্প লিখেছেন, 'কিউবায় আর এক ফোঁটা তেল বা এক পয়সাও যাবে না-শূন্য! আমি পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই ওরা যেন আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে।' ট্রাম্পের দাবি, কয়েকদশক ধরে ভেনেজুয়েলার 'একনায়ক'দের নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময়ে কিউবা বিপুল পরিমাণ তেল ও অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের পর সেই সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, 'বেশিরভাগ কিউবান নিরাপত্তারক্ষী গত সপ্তাহে মার্কিন হামলায় মারা পড়েছে। ভেনেজুয়েলাকে ওই গুন্ডা আর তোলাবাজদের হাত থেকে বাঁচানোর দরকার নেই।'

এদিন আরও একধাপ এগিয়ে

> কিউবায় আর এক ফোঁটা তেল বা এক পয়সাও যাবে না-শূন্য! আমি পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই ওরা যেন আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করার জন্য এখন আমেরিকার শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে। পাশাপাশি মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও কিউবার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, এমন একটি পোস্ট শেয়ার করে ট্রাম্প লেখেন, 'শুনতে খারাপ লাগছে না!' পর্যবেক্ষকদের মতে, ভেনেজুয়েলার পর কিউবার ওপর এই অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ লাতিন আমেরিকায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের এক বৃহত্তর কৌশলের অংশ।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী রক্ষীর দাবি, মার্কিন সেনার অত্যাধুনিক 'সনিক ওয়েপন' বা শব্দ-অস্ত্রের দাপটে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী। তিনি বলেন, 'হঠাৎ ওরা এমন কিছু একটা ছুড়ল যাতে মনে হচ্ছিল তীব্র এক শব্দতরঙ্গ আমার মাথার ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। আমাদের সবার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল, কেউ কেউ রক্তবমি করছিল। আমরা নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।' ভীত-সন্ত্রস্ত ওই রক্ষীর সাবধানবাণী, 'যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবছে, তাদের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা। ওরা কী করতে পারে, সে সম্পর্কে কারও কোনও ধারণাই নেই।'

কদম কদম বাড়ায়ে যা... রবিবার নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে।

ইনস্টাগ্রামে সিঁধ কাটছে হ্যাকাররা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : সমাজমাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কি শুধুই একটা শব্দবন্ধ? সাইবার দুনিয়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে ইনস্টাগ্রামের তথ্য ফাঁসের খবর। সাইবার সুরক্ষা সংস্থা 'ম্যালওয়্যারবাইটস'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, প্রায় ১৭.৫ কোটি ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য এখন হ্যাকারদের হাতের মুঠোয়। এই বিপুল তথ্য ডার্ক ওয়েব বা ইন্টারনেটের অন্ধকার দুনিয়ায় বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে, যা ডিজিটাল সুরক্ষা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কোন কোন তথ্য বেহাত হয়েছে? জানা গিয়েছে, ব্যবহারকারীদের নাম, ই-মেল আইডি, ফোন নম্বর, এমনকি ঠিকানাও পৌঁছে গিয়েছে হ্যাকারদের কাছে। ম্যালওয়্যারবাইটসের এক আধিকারিকের কথায়, 'ডার্ক ওয়েব স্ক্যান করার সময় আমরা দেখেছি এই তথ্যগুলি বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ফিশিং বা অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলে যাওয়ার ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।' বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ২০২৪ সালের একটি 'এপিআই' ত্রুটি থেকে এই তথ্য চুরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বহু ব্যবহারকারী অভিযোগ করেছেন, তাঁরা ইনস্টাগ্রাম থেকে না চাইতেই 'পাসওয়ার্ড রিসেট' ই-মেল পাচ্ছেন। ম্যালওয়্যারবাইটসের সতর্কবার্তা, হ্যাকারেরা আপনার ফোন নম্বর বা ই-মেল ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই 'ডেটা ব্রিচ' সাধারণ ব্যবহারকারীদের অন্য সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টেও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভারতে ইনস্টাগ্রামের বিশাল বাজার রয়েছে। প্রায় ৪৮ কোটি মানুষ এই অ্যাপ ব্যবহার করেন। ফলে তথ্য ফাঁসে ভারতীয়দের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বেশি। ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন অনুসারে এই ধরনের ঘটনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও, এখন পর্যন্ত মেটা এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি জারি করেনি।

স্বামীর খুনের সাক্ষী হওয়ায় প্রাণ গেল বধূর

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ঠিক যেন কোনও টানটান ক্রাইম থ্রিলারের নৃশংস চিত্রনাট্য। তবে সিনেমা নয়, দিল্লির রাজপথে ঘটে যাওয়া এক পৈশাচিক বাস্তবতা। ২০২৩-এ চোখের সামনে স্বামীকে খুন হতে দেখেছিলেন বছর ৪৪-এর রচনা যাদব। সেই খুনের মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন তিনি। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া আর হল না। স্বামীর খুনিদের হাতেই প্রাণ দিতে হল উত্তর-পশ্চিম দিল্লির শালিমারবাগের গৃহবধূকে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, রচনার পথ আটকায় দুই দুষ্কৃতী। খুব শান্ত গলায় একজন তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে। রচনা নিজের পরিচয় দিতেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁর কপালে গুলি চালিয়ে দেয় আততায়ী। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

গুজরাটে ৭ লক্ষ কোটি লগ্নি ঘোষণা আম্বানির

রাজকোট, ১১ জানুয়ারি : গুজরাটের মাটি থেকে বড় চমক দিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। রবিবার রাজকোটে আয়োজিত 'ভাইব্রান্ট গুজরাট' সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী পাঁচ বছরে গুজরাটে ৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স। গত পাঁচ বছরের তুলনায় এই বিনিয়োগের অঙ্ক ঠিক দ্বিগুণ।

আম্বানি বলেন, 'জামনগরকে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রিন এনার্জি হাবে পরিণত করা হবে এবং সেখান থেকেই ভারত পরিবেশবান্ধব শক্তি রপ্তানি করবে।' সাধারণ মানুষের কাছে সস্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৌঁছে দিতে জামনগরেই তৈরি হচ্ছে দেশের বৃহত্তম 'এআই-রেডি' ডেটা সেন্টার। জিও-র মাধ্যমে এই পরিষেবা মিলবে স্থানীয় ভাষায়। এছাড়া ২০৩৬ সালে আহমেদাবাদে অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন পূরণে সরকারের সঙ্গী হবে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের 'অজেয় রক্ষাকবচ' আখ্যা দিয়ে আম্বানি বলেন, 'মোদি জমানাতে ভারত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে কর্মতৎপরতার পথে এগিয়েছে।'

কেন্দ্রের রোষ, পদক্ষেপ এক্সের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের সংস্থা এক্সের এআই প্ল্যাটফর্ম 'গ্রোক' ব্যবহার করে নানাবিধ অশ্লীল ছবি তৈরি ও সেইসব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কেন্দ্রের কড়া নির্দেশে এআই-এর অপব্যবহার রুখতে সম্প্রতি ৩,৫০০-এর বেশি পোস্ট ব্লক এবং ৬০০টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে এক্স। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, এক্স যদি নিয়ম মেনে কাজ না করে, তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী তারা তাদের আইনি রক্ষাকবচ হারাবে। চাপের মুখে মাস্কের সংস্থা জানিয়েছে, ভবিষ্যতে বিতর্ক ঠেকাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ভারত আমাকে ভয় পায়, দাবি সইফুল্লার

ইসলামাবাদ, ১১ জানুয়ারি : পহলগামে ২৬ জন নিরীহ মানুষের রক্তপাতের পৈশাচিক স্মৃতি আজও দেশবাসীর মনে টাটকা। সেই ক্ষতে নুন ছিটিয়ে এবার বিষোদ্গার করল হামলার মূলচক্রী তথা লস্কর-ই-তৈবার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সইফুল্লা কাসুরি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তান জঙ্গিদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার যতই নাটক করুক না কেন, খোদ পাক সেনার সঙ্গে তাদের 'গলাগলি' যে কতটা গভীর, তা এবার প্রকাশ্য জনসভায় ফাঁস করে দিল এই কুখ্যাত জঙ্গি। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পাকিস্তানের এক স্কুলের অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাদের সামনে দাঁড়িয়ে সগর্বে সে দাবি করছে, ভারত নাকি তাকে যমের মতো ভয় পায়!

ভিডিওতে কাসুরিকে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলতে শোনা যায়, 'তোমরা কি জানো, ভারত আমাকে ভয় পায়? পহলগাম হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আজ আমার নাম গোটা বিশ্বে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।' শুধু তাই নয়, জঙ্গি দমনে ভারতের সাম্প্রতিক 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্যকে খাটো করার চেষ্টা চালিয়ে জঙ্গি নেতার হুংকার, 'অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে শুধু জঙ্গিঘাঁটি বেছে নিয়ে হামলা চালিয়ে ভারত বড় ভুল করেছে।' লস্কর যে কখনও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ছেড়ে পিছু হটবে না, সেই হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে তার গলায়।

তবে কাসুরির বক্তৃতায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি হল পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যোগসাজশ। আন্তর্জাতিক চাপ এড়াতে ইসলামাবাদ বরাবর জঙ্গি-যোগ অস্বীকার করলেও কাসুরি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছে, সে পাক সেনার নিয়মিত অতিথি। তার দাবি, 'পাক সেনা আমাকে রীতিমতো আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ জানায়। কোনও পাক সেনার মৃত্যু হলে জনাজার নমাজ পাঠ করার জন্য সেনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ সম্মানের সঙ্গে আমাকেই ডেকে পাঠায়।'

কাসুরির মন্তব্যে স্পষ্ট, ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষ নামগুলি প্রতিবেশী দেশে কার্যত 'রাষ্ট্রীয় অতিথি'র মর্যাদা পাচ্ছে। এনআইএ-এর চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম থাকা কাসুরির এই 'স্বীকারোক্তি' দিল্লির সরকারি মহলে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন... রবিবার প্রয়াগরাজে।

সাইবার প্রতারণার শিকার দম্পতি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : এক অনাবাসী বয়স্ক দম্পতি দিল্লিতে জালিয়াতির শিকার হলেন। অভিযোগ, সাইবার অপরাধীরা তাঁদের ১৭দিন বাড়িতে ডিজিটাল গ্রেপ্তার করে রেখেছিল। ওইসময় তারা প্রায় ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ঘটনা ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে পুলিশ প্রশাসনে। প্রতারণা চক্রের অনুসন্ধানে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ।

প্রতারিত স্বামী-স্ত্রী ড. ওম তানেজা ও ইন্দিরা তানেজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতেন। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের কর্মী। ৪৮ বছর আমেরিকায় ছিলেন। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরের পর ২০১৫ সালে ভারতে এসে দাতব্যসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন তাঁরা। প্রতারণা সম্পর্কে তদন্তে জানা গিয়েছে, ২৪ ডিসেম্বর এক ব্যক্তি নিজেকে টেলিকম দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ফোনে বলেন, দম্পতির নামে সিম কার্ড নথিভুক্ত হয়ে অবৈধ কাজ চলছে। ওই ব্যক্তির শাগরেদরা নিজেদের সিবিআই পরিচয় দিয়ে দম্পতিকে ভয় দেখান যে, দম্পতি অর্থ পাচারের মামলায় জড়িত। অভিযুক্তরা তাঁদের নজরবন্দি করে জানায় তাঁরা ডিজিটালি গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিযোগ, দম্পতিকে ১৭ দিন ডিজিটাল গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল। ওই সময়ে ধাপে ধাপে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪.৮৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকেরা। ওই অবস্থায় আর থাকতে না পেরে দম্পতি পুলিশের দ্বারস্থ হন। বিষয়টি তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের সাইবার ইউনিট 'দ্য ইনটেলিজেন্স ফিউশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনস (আইএফএসও)'।

রোহিঙ্গা খুঁজবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি : দেশ থেকে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট সহ যতগুলি রাজ্যে এসআইআর হয়েছে, সেখানে কোথাও এখনও পর্যন্ত একজনও অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই মহানগরকে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের সাহায্য নেওয়া হবে বলে জানিয়ে চমক দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

কিন্তু এআই দিয়ে রোহিঙ্গা, অনপ্রবেশকারী খুঁজে বের করা? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলে এই অসাধ্যসাধনটিই করে দেখাতে চাইছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতি। রবিবার মুম্বইয়ে পুরভোটের ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের গলায় আধুনিক মুম্বই গড়ার অঙ্গীকারের ডাক দেন। সেখানেই ওই চমকদার ঘোষণাটি করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণে প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ফড়নবিশ বলেন, 'আমরা মুম্বইকে অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের হাত থেকে মুক্ত করব।' এই কাজের জন্য আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে একটি বিশেষ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই টুল তৈরি করা হবে, যা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। নাগরিক পরিষেবা থেকে দুর্নীতি দূর করতে এবং পুরসভার স্কুলগুলিতে এআই ল্যাব তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই কাজটি করা সম্ভব তা অবশ্য খোলসা করেননি ফড়নবিশ বা শিন্ডে।

তবে কেবল অনুপ্রবেশ দমন নয়, মুম্বইবাসীকে এক আধুনিক ও স্বচ্ছন্দ নগরী উপহার দেওয়ার একাধিক 'স্মার্ট' প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে জোট। পাশাপাশি বর্ষায় মুম্বইয়ের চিরচেনা জলমগ্ন দশা কাটাতে 'জাপানি প্রযুক্তি' এবং মাটির নীচে বিশাল ফ্লাড ওয়াটার ট্যাংক তৈরির স্বপ্নও দেখানো হয়েছে এই ইস্তাহারে।

ফোন, নেট ছাড়াই দোভালের জীবন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় প্রযুক্তির জয়জয়কার চারদিকে। হাতে স্মার্টফোন আর তাতে নেট সংযোগ না থাকলে বর্তমান প্রজন্মের নাভিশ্বাস ওঠে। অথচ এই আকাশছোঁয়া প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে ভারতের 'ধুরন্ধর' জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভাল শোনালেন এক বিস্ময়কর তথ্য। তাঁর দাবি, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ফোন বা ইন্টারনেট, কোনওটাই ব্যবহার করেন না! তার বদলে দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সামলানোর জন্য সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে থাকা ভিন্নতর কিছু যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন তিনি।

রবিবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ'-এ যোগ দিয়েছিলেন দোভাল। সেখানেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ৩ হাজার তরুণদের সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এই চাঞ্চল্যকর অভ্যাসটি শেয়ার করেন তিনি। ফোন ছাড়া কীভাবে চলে কাজ? অনুষ্ঠানে এক তরুণ দোভালকে প্রশ্ন করেন, ফোনের এই যুগে তিনি কীভাবে সবার সাথে যোগাযোগ রাখেন? মৃদু হেসে তিনি উত্তর দেন, 'আমি কীভাবে ফোন ছাড়াই কাজ চালাই, সেটা আপনারা জানলেন কী করে? হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করি না বললেই চলে। তবে হ্যাঁ, বিদেশের কারও সঙ্গে জরুরি প্রয়োজনে কথা বলতে হলে মাঝে মাঝে ফোন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সাধারণত যোগাযোগের জন্য এমন কিছু পদ্ধতি আমি ব্যবহার করি, যা সাধারণ মানুষের অজানা।' আসলে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে গোয়েন্দা প্রধানরা এমন এনক্রিপ্টেড বা অত্যন্ত গোপনীয় মাধ্যম ব্যবহার করেন, যা হ্যাকারদের নাগালের বাইরে থাকে।

পার্লামেন্টে 'আমেরিকা নিপাত যাক' স্লোগান

পালটা হামলার হুঁশিয়ারি তেহরানের

তেহরান, ১১ জানুয়ারি : রবিবার সকালে ইরানি 'মজলিস' (পার্লামেন্ট)-এর পরিবেশটা আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছিল। যখন স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ পোডিয়ামে দাঁড়ালেন, তাঁর গলায় যুদ্ধের হুংকার। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারির জবাবে কালিবাফ বলেন, 'আমেরিকা যদি ভুল করেও ইরানে আঘাত হানে, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ। শুধু মার্কিন ঘাঁটি নয়, আমাদের নিশানায় থাকবে ইজরায়েল এবং সমুদ্রে ভাসমান মার্কিন নৌবহরও।'

কালিবাফের এই বার্তার সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেন্টে শুরু হয় প্রচণ্ড শোরগোল। সাংসদরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন- 'আমেরিকা নিপাত যাক'। এই দৃশ্যই বলে দিচ্ছিল, পরিস্থিতি কতটা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক সপ্তাহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন খামেনেই প্রশাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। ইরানি মুদ্রা রিয়ালের দাম এতটাই পড়ে গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে খাবার জোটানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নজরে ইরান

- ইজরায়েল, মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু, জানাল তেহরান
- ইরানে বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়ন জারি থাকলে বড় ধরনের বিমান হামলার ছক ওয়াশিংটনের
- দেশজুড়ে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা
- রিয়ালের দামে রেকর্ড পতন, আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্প স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, 'ইরান স্বাধীনতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, আর আমেরিকা সাহায্য করতে তৈরি।' আমেরিকার সংবাদমাধ্যমগুলি দাবি করছে, পেন্টাগন ইতিমধ্যে ইরানের নির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্যবস্তু এবং পরমাণু কেন্দ্রগুলির তালিকা তৈরি করে ফেলেছে। প্রয়োজনে আকাশপথে বড় ধরনের হামলার ছকও কষা হয়েছে। মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ঘনঘন ফোনালাপ সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে।

ইরানের অন্দরে বিক্ষোভ দমন করতে প্রশাসন এখন চরম কঠোর। রাজধানী তেহরান থেকে শুরু করে মাশহাদ-সর্বত্রই জ্বলছে প্রতিবাদের আগুন। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েও মানুষের ক্ষোভকে আড়াল করা যাচ্ছে না। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, শয়ে শয়ে প্রতিবাদী প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ কারাবন্দি। হাসপাতালগুলিতে আহতদের ভিড় উপচে পড়ছে। যদিও সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৬৫ বলে দাবি করা হচ্ছে। সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোহাহিদি আজাদ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, প্রতিবাদীদের 'আল্লার শত্রু' হিসেবে গণ্য করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, ইরান সরকারের পিঠ ঠেকে গিয়েছে। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে চরম বিদ্রোহ, অন্যদিকে আমেরিকার সামরিক হুমকি। এর ওপর গত বছরের জুনে ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে ইরানের আকাশপথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই দুর্বল অবস্থায় ইরান যদি পালটা আঘাতের পথে হাঁটে, তবে তা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করতে পারে। সব মিলিয়ে, পারস্য উপসাগরের শান্ত জল এখন উত্তাল হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। স্পিকার কালিবাফের সেই হুংকার কি শুধু কথার কথা, না কি সত্যিই তেহরান এক বড় ধ্বংসলীলার প্রস্তুতি নিচ্ছে- তা নিয়ে এখন চরম উদ্বেগে আন্তর্জাতিক মহল।

ইংরেজিতে নম্বর তোলার কৌশল

বিকাশ সাহা, *শিক্ষক*
জোড়াই উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

ছাত্রছাত্রীরা, মাধ্যমিক পরীক্ষা তোমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। হাতে রয়েছে মাত্র কয়েকটি দিন। এই সময় প্রতিটি বিষয়েই তোমাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার পালা। ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'All's well that ends well' তোমরা যদি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্বটি খুব ভালোভাবে সেরে নিতে পারো, তাহলে প্রতিটি বিষয়েই খুব ভালো পরীক্ষার আশা করতে পারো। মাধ্যমিকের বিষয়গুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনেকের কাছে ভীতির বিষয় হল ইংরেজি। যেহেতু পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিকে ইংরেজি পরীক্ষা হয়ে থাকে তাই গোটা পরীক্ষার সূচিজুড়ে আত্মবিশ্বাস ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার জন্য ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ভালো হওয়াটা খুবই দরকার। তাই আজ তোমাদের ইংরেজি বিষয়টির সার্বিক তথা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কীভাবে সেরে নেওয়া দরকার, সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

❑ Text বইয়ের Prose ও Poetry গুলি একবার করে ভালো line by line অর্থ বুঝে পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে Prose ও poetry-এর ক্ষেত্রে prose/poetry টির নাম ও author/poet-এর নাম বানান সহ শিখে নেবে। prose গুলির থেকে 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্নগুলি পড়ে নেবে। চেষ্টা করবে text থেকে হুবহু লাইন copy না করে প্রশ্নটি পড়ে প্রশ্নের ভাষা অনুসারে text থেকে information নিয়ে উত্তর লেখার। প্রতিটি poetry-এর summary, central idea পড়ে যাবে সেই সঙ্গে 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্ন লেখা অভ্যাস করে যাবে, এক্ষেত্রেও poetry থেকে হুবহু লাইন copy না করে প্রশ্নটি পড়ে প্রশ্নের ভাষা অনুসারে text থেকে তথ্য নিয়ে উত্তর লিখবে। এখানে যদিও তোমাদের পাঠ্যবইয়ের Prose এবং Poetry তুলে দিয়ে উত্তর করতে বলা হয়, তবুও বলব প্রদত্ত অংশটি মনোযোগ দিয়ে একবার পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে। জানা Prose বা Poetry হওয়ার জন্য তোমরা অনেকেই না পড়েই উত্তর লেখা শুরু করে দাও। এটা করবে না। প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদত্ত অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করেই যেহেতু লিখতে হয় তাই লক্ষ রাখবে তোমার উত্তরে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের বাইরের তথ্য যেন ঢুকে না যায়।

❑ Unseen-এর জন্য সারাবছর ধরে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে। এই মুহূর্তে তোমরা Test Paper থেকে Unseen Comprehension গুলি ধারাবাহিকভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো। এই Section টি তোমাদের কাছে ভীতির অন্যতম কারণ। প্রথমেই প্রদত্ত Passage টি কী ধরনের (Newspaper report/Story/Article/Essay) তা দেখে নেবে। তারপর ঠান্ডা মাথায় মনোযোগ দিয়ে পুরো Passage একবার পড়ে যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করো। প্রথমেই সম্পূর্ণ বুঝবে না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে একটি কথা বলে রাখি Passage টি পড়ার আগে কখনোই passage-এর নীচে দেওয়া Question গুলি দেখবে না। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই এই ভুলটি করে থাকে। যদি প্রথমেই Question গুলি দেখে নাও, তাহলে Passage টি পড়ে বুঝতে সমস্যা হবে। কারণ তুমি যখন Passage টি পড়তে থাকবে, নিজের অজান্তেই তুমি Question-এ দেওয়া লাইনগুলো Passage-এ খুঁজতে থাকবে। তাই Passage-এর বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে তুমি মনোনিবেশ করতে পারবে না। প্রয়োজনে Passage-এর নীচের Question গুলো ঢেকে নিয়ে Passage টি পড়ো। প্রথমবার পড়ে যতটুকু বুঝলে বুঝে নেওয়ার পর Passage টির বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে অজানা শব্দগুলির অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। কোনও একটি নির্দিষ্ট লাইনের একটি অজানা শব্দের অর্থ ওই লাইনের বাকি শব্দগুলির সম্মিলিত অর্থের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করবে, দেখবে খানিকটা বুঝতে পারছ। এভাবে অন্তত দু'বার ভালো করে পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে।

মাধ্যমিকের প্রস্তুতি ২০২৬

❑ Grammar section টি নম্বর তোলার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি grammar-এ ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি থাকে। তাই সারাবছর ধরে grammar-এর প্র্যাকটিসের পাশাপাশি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে তোমরা structure of various tenses, voice change, narration change, degree change, বিভিন্ন রকম transformation of sentence-এর নিয়মগুলি অবশ্যই আরও একবার ঝালিয়ে নেবে। এর পাশাপাশি vocabulary-এর অন্তর্গত phrasal verb, appropriate preposition-এর মতো topic গুলিও একবার করে চোখ বুলিয়ে নেবে।

পরীক্ষায় grammar-এর উত্তর করার সময় তোমাদের দ্বিগুণ সচেতন থাকতে হবে। প্রথমেই instruction-টি পড়ে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটু ভেবে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে। Do as directed প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার সময় প্রতিটি word লেখার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এখানে Sentence-এ be verb/ preposition/tense/proper form of verb এই সংক্রান্ত ভুলগুলি হামেশাই হয়ে থাকে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে উত্তর লিখতে হবে। বাড়িতে প্র্যাকটিস করার সময় থেকেই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবে। Phrasal verb-এর ক্ষেত্রে শুধু underlined শব্দটি না পড়ে পুরো sentence টি পড়ে নিয়ে সঠিক phrasal verb টি নির্বাচন করতে হবে। অনেক সময় underlined word-এর পূর্বে was/were, has/have/had ইত্যাদি auxiliary হিসেবে থাকে, সেক্ষেত্রে underlined verb টি অবশ্যই past participle form-এ রয়েছে। যে verb গুলির past আর past participle form একই, সেই verb গুলির ক্ষেত্রে শুধু underlined word টি দেখে সেটিকে তোমরা

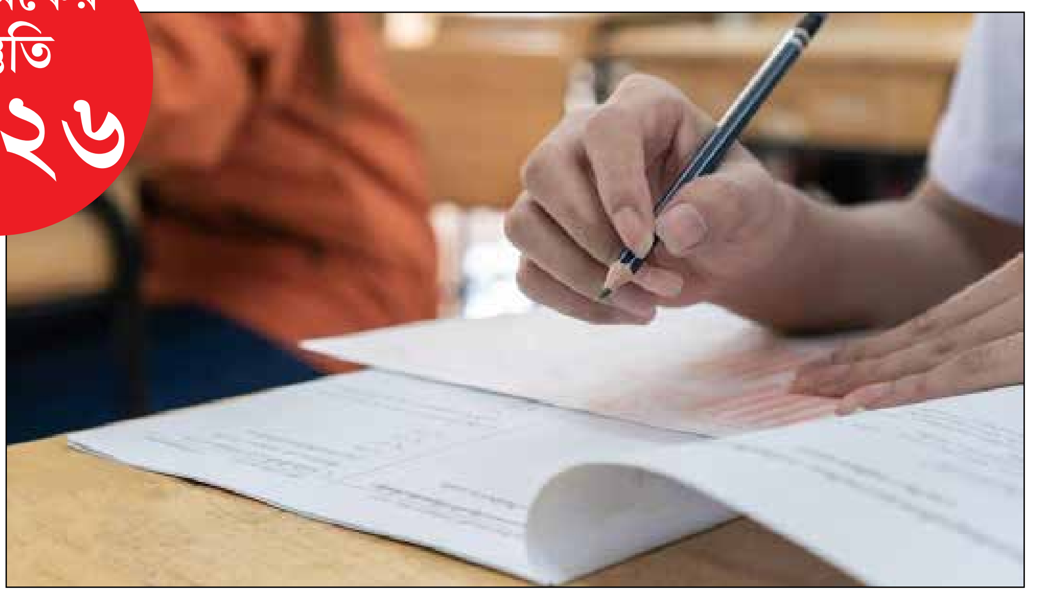

past form বলে ভুল করতে পারো, তাই অবশ্যই পুরো sentence পড়ে নিয়ে সঠিক form টি বুঝে সেই অনুসারে phrasal verb টির সঠিক form লেখা বাঞ্ছনীয়। form ভুল হলে নম্বর কাটা যেতে পারে।

Grammar and vocabulary section-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Finding words from the passage (Unseen)। এখানে 4টি Word-এর জন্য 8 নম্বর থাকে। তাই ভালো নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি নির্ভর করে তোমার নিজস্ব Word Stock-এর ওপর। যার শব্দভাণ্ডারের ওপর দখল যত বেশি সঠিক শব্দ নির্বাচন করা তার পক্ষে তত সুবিধাজনক। চারটি Word-এর মধ্যে যদি দু'-একটির উত্তর তোমার জানা থাকে তবে খুব ভালো। বাকিগুলোর উত্তর নির্বাচনের জন্য guess work-কে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে একটি কৌশল অবলম্বন করবে। প্রথমেই দেখে নেবে প্রদত্ত word-টি কোন Parts of Speech। এবার Passage থেকে word খোঁজার ক্ষেত্রে unknown word থেকে তুমি ওই Parts of Speech-এর Word-ই খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যেমন প্রদত্ত Word-টি যদি Adjective হয় তাহলে ওই word এর Similar meaning-টিও অবশ্যই Adjective হবে। এই কৌশল অবলম্বন করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমানো যাবে।

❑ Writing Skill section টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেহেতু এখানে 3টি writing-এর জন্য 30 নম্বর বরাদ্দ থাকে তাই সারাবছর ধরে ধারাবাহিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। এই শেষ মুহূর্তে Test Paper-এর Question Set গুলি থেকে নতুন নতুন writing গুলি একটু নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে লেখার মতো প্রস্তুতি নিতে থাকো। তবে এই মুহূর্তে নতুন করে খুব বেশি writing মুখস্থ না করাই ভালো। এক্ষেত্রে আগের মুখস্থ করা writing গুলি বারবার করে revise করবে। মনে রাখবে 3টি writing-ই তুমি পরীক্ষায় common পাবে এবং তিনটিই মুখস্থ করে হুবহু পরীক্ষায় লিখবে, এরকম আশা না করাই ভালো। একটি বা দুটি যদি তোমার মুখস্থ করা থেকে common পেয়ে যাও, তাহলে খুবই ভালো, বাকি writing গুলি কোনও মতেই ছেড়ে না এসে সেই writing-এর Rules বা structure মেনে, points দেওয়া থাকলে points গুলি ধরে ধরে গুছিয়ে নির্ভুলভাবে লিখে আসার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে, লেখা অল্প হোক, কিন্তু তা নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিটি writing লেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বা pattern বা structure মেনে লিখতে হয়। এই নিয়ম বা pattern বা structure গুলি ভালো করে রপ্ত করে যাবে। সব ধরনের writing-এর জন্য নিয়ম বা pattern বা structure গুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভুল হওয়া একদম বাঞ্ছনীয় নয়। ভুল হলে নম্বর কাটা যাবে। যেমন বিভিন্ন ধরনের formal letter কিংবা informal letter গুলি লেখার জন্য আলাদা আলাদা structure অবলম্বন করতে হয়। এখানে structure-এ গণ্ডগোল করে, main body of the letter খুব ভালো লিখলেও নম্বর কাটা যাবে। তাই এই বিষয়ে খুব সচেতন থাকবে। Notice লেখার সময় Notice-এর date-এর সঙ্গে যেন programme-এর date এর অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পরীক্ষায় Celebration of World Environment Day বিষয়ে Notice লিখতে বলা হয় সেক্ষেত্রে Notice লেখার date টি পরীক্ষার দিনের date (03/02/2026) লিখে programme-এর date notice লেখার date থেকে 7-8 দিন পরের date বসিয়ে দিলে কিন্তু বড়সড়ো ভুল হয়ে যাবে। কারণ World Environment Day 5th June পালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে notice date 5th June-এর 7-8 দিন আগের date দেবে। এরকম বিশেষ বিশেষ দিনের Celebration সংক্রান্ত notice লিখতে বলা হলে Date লেখার বিষয়ে খুবই যত্নবান থাকবে। writing-এর প্রদত্ত প্রশ্নটি আগে ভালো করে পড়ে বুঝে নেবে, যদি প্রশ্নের সঙ্গে points/hints উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেই প্রতিটি points/hints যেন অবশ্যই তোমার writing-এর লেখা হয়। কোনও point/hint বাদ গেলে তার জন্য নম্বর কাটা যাবে।

2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যে writing খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হল: 1. Notice Writing, 2. Personal বা Informal Letter, 3. Story writing, 4. Paragraph Writing/process writing/biography writing এছাড়াও অন্যান্য writing গুলিও লিখে আসার মতো প্রস্তুতি নিয়ে যাবে।

ছিটমহলের ইতিহাস

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, *সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার*

দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছিটমহল। এই বিষয়টির উপর তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে। তাই বর্তমান সময়ের এই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা করা হল- ভারত বিভাজনের পর, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ছাড়াও একটি বড় সমস্যা ছিল ছিটমহল সমস্যা। প্রশ্ন হল ছিটমহল কী? পার্থপ্রতিম বাসিল বলেন, 'ছিটমহল হল রাষ্ট্রের এক বা একাধিক ক্ষুদ্র অংশ, যা অন্য রাষ্ট্র দ্বারা আবদ্ধ বা পরিবেষ্টিত। ওখানে যেতে হলে অন্য রাষ্ট্রের জমির ওপর দিয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ অন্য একটি দেশের মূল ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে বিরাজমান জনপদ।' অর্থাৎ ছিটমহল হল এমন একটি ভূখণ্ড যা একটি দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য একটি দেশের মধ্যে অবস্থিত।

২০১৫ সালের চুক্তি অনুসারে ভারত বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে ১১১টি ছিটমহল যার আয়তন ছিল ৩৫০০ একর জমি এবং প্রায় এক লাখ লোক। বাংলাদেশ ভারতকে হস্তান্তর করে ৫১টি ছিটমহল যার আয়তন ছিল ৩০০০ একর জমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ৭০,০০০। ফলে দেখা যায় দুই দেশের ১৬২টি ছিটমহল ২০১৫ সালের চুক্তির শর্ত অনুসারে বিনিময় করে এবং দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটায়।

● **প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :** ছিটমহল ও তিনবিঘা করিডর নিয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই এই প্রবন্ধে আমি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মানদণ্ডে দেখানোর চেষ্টা করেছি- ১) ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যার উৎস ও অভিমুখ। ২) ছিটমহলের মানুষের আর্থসামাজিক বর্তমান অবস্থা। ৩) কোন কোন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তি এই সমস্যার সমাধানে অন্তরায়। ৪) বাংলাদেশের দহগ্রাম ও অঙ্গারপোঁতার ছিটমহলের মানুষের সংকট ও ভারতের ছিটমহল শালবাড়ি, দেওতি, নটকটকা, বেওলাডাঙ্গা, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, দইখাতা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের সংকটের প্রকৃত সমাধান কীভাবে সম্ভব। ৫) এই তিনবিঘা করিডর সমস্যার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা।

● **গবেষণালব্ধ প্রশ্ন :** স্বভাবতই কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসে তা হল ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের উৎসভূমি ও অভিমুখ কী ছিল? ছিটমহলের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা দেশভাগের পূর্বে কেমন ছিল অথবা এখন কেমন আছে? কোন কোন অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী শক্তি সমস্যার সমাধানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের ধরন কি সমগোত্রীয়?

● **ছিটমহলের উদ্ভবের কারণ :** ছিটমহল নানা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে-যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য অনেক জায়গায় ছিটমহল সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকগণ মনে করে যে, ছিটমহল সমস্যা ব্রিটিশ যুগের নয়। মধ্যযুগে রংপুর ও কোচবিহার রাজার আমল থেকে এই সমস্যার বীজ লুকিয়েছিল। কারণ তিস্তার পাড়ে কোচবিহারের রাজা এবং রংপুরের মহারাজার মধ্যে দাবা, তাস ও পাশা খেলায় বাজির পুরস্কার হিসেবে এই এলাকাগুলো আদানপ্রদান হত। ফলে কোচবিহার এবং রংপুরের কিছু অংশ একে অপরের ভিতর ঢুকে যায়। এরপর ব্রিটিশ যুগে সমস্যাটি সমাধান না করে বাংলা বিভাজনের জন্য চারজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ। এছাড়া ছিলেন সিসি বিশ্বাস (কংগ্রেস), বিকে মুখার্জি (কংগ্রেস), সালেহ মোহাম্মাদ আক্রাম (মুসলিম লিগ)। বাংলা বিভাজনের জন্য তাঁরা দিল্লিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মোহাম্মাদ আলি জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে বাংলা সম্পর্কে যাঁর একেবারেই ধারণা নেই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল মূল দায়িত্ব। তাই র‍্যাডক্লিফ সাহেব যখন সীমানা নির্ধারণ করেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি এই জটগুলো। কিন্তু এই জট যে বটের শিকড়ের মতো এতদূর বিস্তৃত হবে তা ভাবেননি।

এছাড়া আরও নানা কারণে ছিটমহলের উৎপত্তি হতে পারে। যেমন যুদ্ধের পর স্থান বিনিময় চুক্তির মাধ্যমেও ছিটমহলের উদ্ভব হয় এই বিষয়টি সমর্থন করেন অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ ও দেবব্রত চাকি। অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর বলেন যে, 'মোগলদের সময়ে কোচবিহার সীমান্তের কিছু অংশ তারা দখল করে নেয়। এই খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলিই পরবর্তীকালে ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়।' উল্লেখযোগ্য, কয়েকটি ছিটমহল হল-বত্রিশগাছ কিসমত, শিব প্রসাদ মোস্তাফি, করলা, মশালডাঙ্গা, কছুয়া, কানতুনুগগর, বাঁশজানি পোয়াতুরকুঠি প্রভৃতি। নীচের মানচিত্রের মাধ্যমে ছিটমহলের ধারণা পাওয়া যেতে পারে-

উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস

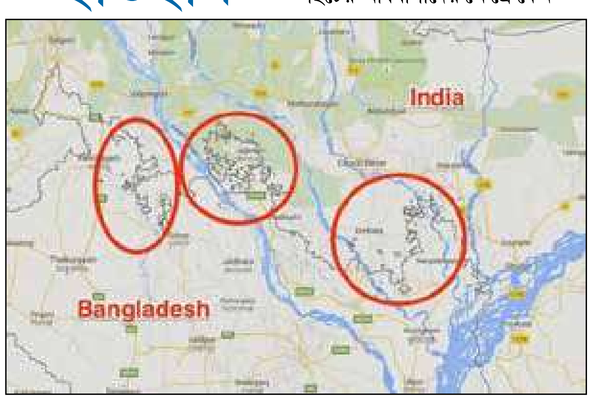

● **মূল্যায়ন :** স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হল, তবুও আমরা উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সমস্যার নিরসনে কতটুকু সফল হলাম? কেন আমরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না? এখন প্রশ্ন হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা আর কতদিন চলবে? যাঁরা এখনও বাংলাদেশের অধীন ভারতীয় ছিটে বসবাস করছেন তাঁরা প্রত্যাশা করেন তাঁদের যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। আবার যাঁরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দ্বারা উৎখাত হয়ে পালিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে এসেছেন তাঁরা আশা করেন ভারত সরকার তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদানের পাশাপাশি সমস্তরকম নাগরিক সুযোগসুবিধা প্রদান করবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের ছিটমহলের আর্থসামাজিক উন্নতি হলে ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে কেন উন্নয়ন হবে না? শুভাশিস সেন, তাই মন্তব্য করেন যে, 'এই ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের বাসিন্দারা যেমন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তেমনি সে দেশের নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। যা কিছু অন্তর্নিহিত কারণ ছাড়া অসম্ভব।' ১৯৯৫ সালে ২০ মার্চ অমর রায় প্রধান যখন সরকারের কাছে জানতে চান যে সরকার ছিটমহলের বাসিন্দাদের ভোটাধিকারের কথা কী ভাবছে, সে সময় সরকারের স্পষ্ট উত্তর ছিল ছিটমহলগুলিতে সরকারের কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে আইন বলে কিছু নেই। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কারণ এখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা কোনও কিছুরই ভালো বন্দোবস্ত নেই। ভারতের ছিটমহল যেমন শালবাড়ি, দেওতি, নটকটকা, বেওলাডাঙ্গা, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, দইখাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে চিত্রগুলো আরও কঠিন ও নিদারুণ।

মাধ্যমিক ভূগোলের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালা পুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় প্রতিটা বিষয়ের নিবিড় অনুশীলন ও অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোলের ক্ষেত্রেও বহু বিকল্প ভিত্তিক (MCQ) প্রশ্নের পাশাপাশি বড় প্রশ্ন, ব্যাখ্যামূলক, ধারণাগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর ভালো নম্বর তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্নমান ৫

১) শুষ্ক অঞ্চলে বায়ু এবং জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের সচিত্র বিবরণ দাও?
২) নদীর নিম্নগতি ও উচ্চগতিতে ক্ষয়কার্য এবং সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের বিবরণ দাও?
৩) বায়ুর ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের সচিত্র বিবরণ দাও?
৪) হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের বিবরণ দাও?
৫) বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের পাঁচটি প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করো?
৬) পৃথিবীর নিয়ত বায়ুগুলির উৎপত্তি ও গতিপথ ব্যাখ্যা করো?
৭) পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়গুলির সঙ্গে নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক লেখো?
৮) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ও পরিচলন বৃষ্টিপাত কীভাবে সংঘটিত হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো?
৯) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু, ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু, তুন্দ্রা জলবায়ুর অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো?
১০) সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণ এবং এর নিয়ন্ত্রকগুলি আলোচনা করো?
১১) ভারতের জনসংখ্যার অসম বণ্টনের পাঁচটি কারণ আলোচনা করো?
১২) ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থায় পাঁচটি গুরুত্ব আলোচনা করো?
১৩) ভারতে নগর গড়ে ওঠার পাঁচটি কারণ আলোচনা করো?
১৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাঁচটি কারণ লেখো?
১৫) পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির কারণ আলোচনা করো?
১৬) ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পেট্রো রসায়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের পাঁচটি কারণ উল্লেখ করো?
১৭) ইক্ষু, চা, কার্পাস, কফি, ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা করো?
১৮) ভারতের পশ্চিম হিমালয়ের ভূপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও?
১৯) বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব লেখো?
২০) ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব লেখো?
২১) পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমির তুলনা করো?
২২) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর হিমালয় পর্বতের ভূপ্রকৃতি আলোচনা করো?
২৩) ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও?
২৪) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর তুলনা করো?
২৫) ভারতের অর্থনীতিতে পরিবহণ ও জলপথের গুরুত্ব আলোচনা করো?

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

প্রশ্নমান ৩

১) দূর সংবেদন ব্যবস্থার গুরুত্ব অথবা সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করো?
২) ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের তিনটি ব্যবহার উল্লেখ করো?
৩) জিও স্টেশনারি এবং সান-সিনক্রোনাস উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখো?
৪) পরিবেশের ওপর বর্জ্যের তিনটি প্রভাব আলোচনা করো?
৫) প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের উদাহরণ সহ শ্রেণিবিভাগ করো?
৬) গ্যাসীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের তিনটি উপায় লেখো?
৭) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার 4R পদ্ধতি বলতে কী বোঝো?
৮) জলপথকে উন্নয়নের জীবনরেখা বলা হয় কেন?
৯) অ্যাক্টিভ সেন্সর ও প্যাসিভ সেন্সর-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো?
১০) ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদী মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি কেন?
১১) ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাতের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো?
১২) স্বচ্ছ ভারত এবং নমামি গঙ্গে প্রকল্প কী?
১৩) মোটরগাড়ি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সমস্যা ও সমাধান লেখো?
১৪) সিফ বালিয়াড়ি ও তীর্যক বালিয়াড়ির তিনটি পার্থক্য লেখো?
১৫) সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে লেখো?
১৬) BOD ও COD কী?
১৭) FCC ও TCC কী?
১৮) ওজোন গ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখো?
১৯) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখো?
২০) বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পদ্ধতি গুলো কী কী? সেগুলো সম্পর্কে লেখো?
২১) দক্ষিণ ভারত কফি চাষে উন্নত কেন?
২২) বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

মনে রাখবে, খুঁটিয়ে পুরো বই পড়ার কোনও বিকল্প নেই। সুস্পষ্ট বিষয়গত ধারণার প্রকাশ পরীক্ষার্থীদের ফুল মার্কস পেতে সাহায্য করে। ২০২৬ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সামগ্রিকভাবে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া হল।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্নমান ২

১) বেস লেভেল অফ ইরোসন কী?
২) মাস মুভমেন্ট কী?
৩) পর্যায়ন কী?
৪) এরোসল কী?
৫) অধঃক্ষেপণ কী?
৬) স্বাভাবিক বাঁধ কীভাবে গড়ে ওঠে?
৭) পলল শঙ্কু ও পলল ব্যজনীর মধ্যে দুটো পার্থক্য লেখো?
৮) নুনাটকস কী?
৯) হিমশৈল কী?
১০) জেরোফাইট উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখো?
১১) জেট বায়ু কী?
১২) রেগুর মৃত্তিকা কী?
১৩) লোয়েস সমভূমি কী?
১৪) রেটুন কী?
১৫) খরিফ শস্য কী?
১৬) নগরায়ণ কী?
১৭) ধারণযোগ্য উন্নয়ন কী?
১৮) পণ্যসূচক কী?
১৯) শিকড় আলগা শিল্প কী?
২০) উদীয়মান শিল্প কী?
২১) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কাকে বলে?
২২) হিমপ্রাচীর কী?
২৩) এল নিনো ও লা নিনা কী?
২৪) রিমোট সেন্সিং কী?
২৫) পুনঃরপ্তানি বন্দর কী?
২৬) অবরোহণ ও আরোহণের দুটি পার্থক্য লেখ?
২৭) সামাজিক বনসৃজনের দুটি উদ্দেশ্য লেখো?
২৮) নদীগ্রাস কী?
২৯) কিউসেক ও কিউমেক কী?
৩০) ঝুলন্ত উপত্যকা কী?
৩১) বৈপরীত্য উত্তাপ কী?
৩২) ইনসুলেশান কী?
৩৩) গর্জনশীল চল্লিশা কী?
৩৪) মৌসুমি বিস্ফোরণ কী?
৩৫) মোনেক্স কী?
৩৬) শৈবাল সাগর কাকে বলে?
৩৭) অ্যাপোজি কী?
৩৮) স্ক্রাবার কী?
৩৯) ফ্লাই অ্যাশ কী?
৪০) জনবিস্ফোরণ কী?
৪১) জনাকীর্ণতা কী?
৪২) শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী?
৪৩) হীরক চতুর্ভুজ কী?
৪৪) শস্যাবর্তন কী?
৪৫) সমচাপ রেখা কাকে বলে?

একশো শতাংশ অসম্ভব নয় জীবনবিজ্ঞানে

১০০/১০০

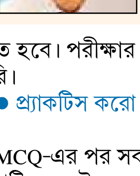

২০২৫ মাধ্যমিকে অর্চিষ্মান রায় চৌধুরী আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল থেকে জীবনবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করতে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল **অর্চিষ্মান রায় চৌধুরী**।

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জানাই আন্তরিক শুভকামনা। মাধ্যমিক জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, তাই এই সময় মনের মধ্যে ভয়, উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। তাই সকলকে শেষপর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

মাধ্যমিকের 'জীবনবিজ্ঞান' পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য তোমাদের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরলাম :

● **গুরুত্ব দাও বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নকে :** মাধ্যমিকের প্রায় সকল পরীক্ষাতেই MCQ-কে একটি কঠিন বিভাগ বলে গণ্য করা হয়। জীবনবিজ্ঞানও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলস্বরূপ পরীক্ষায় সকল MCQ-এর উত্তর করতে হলে কমপক্ষে দুই-তিনটি পাঠ্যবই পড়তে হবে। পরীক্ষার আগে রিভাইস করা জরুরি।

● **প্র্যাকটিস করো সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :** MCQ-এর পর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হল দুই নম্বরের 'সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন'। এই বিভাগটির ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশ্নগুলিকে অনেকটাই ঘুরিয়ে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ – 'মানবদেহে ইনসুলিন হরমোনের ভূমিকা' এই প্রশ্নের পরিবর্তে 'মিষ্টি খাওয়ার পর মানবদেহে হরমোনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করো' করা হয়ে থাকে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর করতে হলে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার সঙ্গে প্রয়োজন উপস্থিত বুদ্ধি, তৎপরতা ও লেখার নৈপুণ্যতা অর্থাৎ উত্তর যেন শব্দসীমার মধ্যে সঠিক পয়েন্ট ধরে আলোচিত হয়।

● **গুরুত্ব দেবে চিত্র অঙ্কনে :** 'মানসচিত্র, শব্দচিত্র' ভালো করে দেখে যেও। আর চিত্রভিত্তিক প্রশ্নগুলির উত্তরে চিত্র অঙ্কন ও চিহ্নিতকরণের সময় পেন্সিল ব্যবহার কোরো।

● **পরীক্ষার আগে বারবার রিভাইস করো :** উপরোক্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে এখন কেবল টেস্ট পেপার, বিভিন্ন মডেল সেট সলভের ওপরে জোর দিতে হবে। আর বিগত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ধরে ধরে সলভ করতে হবে। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিভিশন দিয়ে পরীক্ষার সেটগুলোকে শেষ করার প্র্যাকটিস করতে হবে। এই সময় বাড়তি চাপ নেওয়া যাবে না ও আত্মবিশ্বাস হারালে হবে না। পাঠ্যবইয়ের সমস্ত অধ্যায়ের কঠিন এককগুলি তোমরা তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে ভালো করে বুঝে নেবে। সবশেষে বলব, পরীক্ষায় যেন তোমরা তোমাদের সেরাটা দিতে পারো সেটার চেষ্টা করবে। আশা করি, তোমাদের সবার পরীক্ষা ভালো হবে।

আন্তর্জাতিক ধন্যবাদ দিবসে আলোকপাত

ভুলিনি তোমায়, আমরা কৃতজ্ঞ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা নাকি এক মহান আশীর্বাদ। এই মত বুদ্ধের। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার লোক সমাজে খুবই দুর্লভ। দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত, অপরিচিত অনেক মানুষ আমাদের সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু এর পরিবর্তে তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথা মনে রেখে ধন্যবাদ জানাতে আমরা অনেকেই ভুলে যাই। ১১ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক ধন্যবাদ দিবসে যাঁরা এ কথাটি মনে রেখেছেন তাঁদের নিয়ে কলম ধরলেন তমালিকা দে।

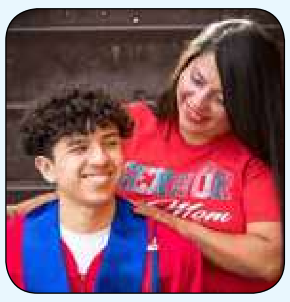

মায়ের জন্য

প্রাচী দে
(লাভলি প্রোফেশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রথম বর্ষ)

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু আমার মা। স্কুল শেষ করে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র মায়ের জন্য। তাই আমার পাশে থেকে এভাবে সাপোর্ট করার জন্য মাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি। এদিন নয়, প্রতিদিন আমি মায়ের ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞ।

বন্ধুকে ধন্যবাদ

পিয়ালি পণ্ডিত
(শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, তৃতীয় সিমেস্টার)

আমি আমার প্রিয় বন্ধু অঙ্কিতা, অয়ন, প্রিয়া সহ আরও দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমার জীবনে বন্ধুদের সাপোর্ট অনেক বেশি। প্রিয় বন্ধুরা যেভাবে আমার পাশে থেকে সাহায্য করে, এখন আমার তাদেরকে পরিবার মনে হয়। বিশেষ এই দিনে আমার ধন্যবাদ জানানোর প্রথম তালিকাতেই কয়েকজন প্রিয় বন্ধু রয়েছে।

বাবাকে চকোলেট

তৃপ্তি গোস্বামী
(শিলিগুড়ি কলেজ, চতুর্থ সিমেস্টার)

আমি যা কিছু অ্যাচিভ করেছি তা আমার বাবার জন্য। বাবা আমার সবথেকে বড় শক্তি। আজ ধন্যবাদ দিবসে বাবাকে চকোলেট দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এভাবে সুস্থ থেকে যাতে সারাজীবন আমাকে দিশা দেখাতে পারেন ঠাকুরের কাছে এই কামনা করি।

স্বপ্ন ও সাহস

সাগ্নিক ঘোষ
(সূর্য সেন কলেজ, চতুর্থ সিমেস্টার)

আমার মা আমার জীবনে স্বপ্ন ও সাহস। আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিনে আমার বলতে ইচ্ছে করে, মা, তুমি না থাকলে আমার জীবনের মানে খুঁজে পেতাম না, তোমার ছায়াতেই জীবনের পাঠ শেখা। হারলেও মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস জোগায় তোমার নিঃশ্বাস। শুধু এই জীবনটা দেওয়ার জন্য নয়—জীবন সফল করে তোলার জন্যই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

নীরব লড়াই

মিন্টু সিং
(শিলিগুড়ি কলেজ, চতুর্থ সিমেস্টার)

আমার জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পিছনে যার নিরলস পরিশ্রম ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে সে হল আমার বাবা। পরিবারের কল্যাণে আজীবন নীরবে লড়ে যাওয়া এই মানুষটির অবদান আমার কাছে অমূল্য। তাই আজাবীন আমি এই মানুষটাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

বাবা-মায়ের হাসি

দেবস্মিতা চট্টোপাধ্যায়
(শিলিগুড়ি কলেজ, চতুর্থ সিমেস্টার)

আমি খুব ভাগ্যবান যে আমার বাবা-মায়ের মতো মানুষ পেয়েছি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই দুজন মানুষকে আমার পাশে হাসিমুখে পেয়েছি। আজকের এই দিনে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছি সবকিছুর জন্য।

একটু পাহাড়, একটু গাছপালা, একফালি চাঁদ, একরাশ হাওয়া শান্তি দিতে পারে মনকে। হয়তো বা জটটাও কেটে যেতে পারে। কখনও নতুন প্লট তৈরি হয়, আবার কখনও নতুন কোনও ভাবনাও জন্ম নেয় ছাদ থেকে। সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য আড্ডা এসবের সঙ্গে ছাদের যোগ নিবিড়।

ছাদেই ডানা মেলে ওঁদের ভাবনা

শিলিগুড়িতে বাড়ির ছাদে কবি সেবন্তী ঘোষ। -সংবাদচিত্র

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : সূর্য সেন কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা সুতপা সাহা বলছিলেন, একবার তাঁকে কেউ সূর্যাস্ত নিয়ে লিখতে বলেছিল। সময়টা ছিল বিকেল, তিনি ভাবছিলেন কীভাবে লেখাটা শুরু করবেন। চট করে চলে যান ছাদে। প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে তখন, আলোর রেশও রয়েছে। চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। 'সেই মুহূর্তটা খুব অদ্ভুত ছিল,' বললেন সুতপা। স্মৃতিতে অমলিন সেই মুহূর্তটা দিয়েই লেখাটা শুরু করেন তিনি। বলছিলেন, 'সেই সময় ছাদে না গেলে হয়তো শুরুটা অন্যরকম হত। তবে ছাদে গিয়ে যে উপলব্ধিটা আমি পেয়েছি, আর সেটাকে যে ভাষায় ধরে রাখতে পেরেছি, সেটা আমার কাছে দারুণ মধুর।'

প্রবন্ধ লেখা আর অনুবাদের কাজ করছেন সুতপা সাহা। ছাদের পাশাপাশি ব্যালকনিতে একটা দোলনাও রেখেছেন। ছাদ এবং ব্যালকনি তাঁর শান্তিতে ভাবা এবং লেখার জায়গা। ছাদে গিয়ে হাঁটলে নাকি তাঁর চিন্তার জট খুলে যায়।

এছাড়া ছাদ থেকে যখন পাহাড় দেখেন তখন একটা অন্য জগতে চলে যান। বললেন, 'লেখার টেবিল আছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেখানে বসেও লেখা হয়। তবে চিন্তার জট পাকলেই ছাদে চলে যাই। একটু পায়চারি করলেই জট খুলে যায়।'

প্লট আবিষ্কার

শহরের প্রবীণ লেখক বিপুল দাস। ৫০ বছর ধরে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ঘরে বসে লিখতে লিখতে হাত ধরে গেলে,

চার দেওয়ালে নিজেকে বন্দি মনে হলে, খোলা বাতাস পেতে, চিন্তাভাবনাকে নতুন পথ দিতে আজও ছাদে যান তিনি। প্রকৃতির মাঝে থাকলে মাথাটাও পরিষ্কার হয়, নতুন প্লট আবিষ্কার হয়ে যায় কখনো-কখনো, কোনও সমস্যার সমাধানও হয়। বললেন, 'রাস্তা দিয়ে লোকের মিছিল, গাড়ির মিছিল দেখতে দেখতে কখনও হয়তো লেখার শেষটা কেমন হবে সেটা মাথায় চলে আসে।' তবে ভাবনাচিন্তা মাথায় এলে সেটা আবার ঘরে এসে লিখতেই পছন্দ করেন তিনি। বলছিলেন, 'লেখার জন্য ঘরটাই আমার পছন্দের। সেই একাগ্রতা ঘরে একা থাকলেই বেশি আসে আমার।'

কবিতার ছাদ

১২ বছর ধরে একটি কবিতার পত্রিকা করছেন পঙ্কজ ঘোষ, সেটার সূত্রপাতই ছাদে। এখনও সম্পাদকীয় লেখা, কবিতা বাছাই সহ যাবতীয় কাজ বাড়ির ছাদেই হয়ে থাকে। একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে, সেই কাজটাও পুরোপুরি ছাদেই হয়েছে। ঘরের আবদ্ধ পরিবেশ থেকে ছাদের খোলামেলা পরিবেশ তাঁকে বরাবরই বেশি আকর্ষণ করে। লেখালেখির পাশাপাশি পঙ্কজদের সাহিত্যের আড্ডাও জমে ওঠে ছাদে। পঙ্কজ বলছিলেন, 'ছাদের বিস্তৃত পরিসর আমাকে অন্যরকম আনন্দ দেয়। পুরোনো চৌকি, টেবিল-টুল, আবার কখনও মাদুর পেতে বসে লেখালেখির পাশাপাশি আড্ডাও চলে আমাদের। শীতে মাঝেমধ্যে চিলেকোঠার ঘরটাকেও লেখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করি।'

কাঁটাতারহীন দেশ

বিগত ১৫ বছর বাংলার বিভিন্ন প্রথম সারির দৈনিক ও পত্রপত্রিকায় লিখছেন সুভান। একটি পত্রিকার সম্পাদকও তিনি। তাঁর কাছে ছাদ মানেই একটা কাঁটাতারহীন দেশ। একটা নো ম্যানস ল্যান্ড। ছাদে গেলে নিজেকে মুক্ত মনে হয় সুভানের। অকারণে হালকা হয়ে যায় তাঁর বুকটা। সুভান বলছিলেন, 'জীবনে ছাদের গুরুত্ব অপরিসীম। খুব উঁচু থেকে দেখলে জীবনটাকেও একটু বার্ড ভিউ অ্যাঙ্গেলে দেখা যায়। ছোট ছোট সমস্যা তখন আরও ছোট লাগে। মানুষগুলো পিঁপড়ের মতো নড়ে। কোলাহল দূরে সরে যায়। নিজেকে একটু বাইরে থেকে দেখার সুযোগ দেয় ছাদ। নির্জনতা, নিস্তব্ধতা দেয় ছাদ।' তাঁর কথায়, 'এই শীতে

গায়ে রোদ মেখে ছাদে লেখার মতো একটা পরিবেশ পাই আমি। ছাদে গেলে বাড়তি অক্সিজেন পাওয়া যায়।' চারদিকে গাড়ির আওয়াজ, নির্মাণের শব্দ কখনও বিরক্তি দেয় না? জিজ্ঞেস করতেই সুভান বলে উঠলেন, 'আমার তেমন মনে হয় না। শব্দকে তো উপেক্ষা করা যায় না ঠিকই, তবে একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেলে আর আশপাশে কী হচ্ছে তা গুরুত্ব পায় না।' বহু বছর কাগজে-কলমে লেখেন না সুভান। টেবিল-চেয়ার অথবা মাদুর পেতেই মোবাইল, ট্যাব অথবা ল্যাপটপেই চলে লেখালেখি।

প্রকৃতির কাছে

শহরের অত্যন্ত পরিচিত এবং খ্যাতনামা লেখিকা সেবন্তী ঘোষ বলছিলেন, 'বারান্দায় প্রচুর মানুষের সমাগম, তাই নিজেকে এবং প্রকৃতির কাছে পৌঁছোতে ছাদে যাওয়াটাই একটা বিরাট ঘটনা। যে যেমন লিখছে তার কাছে তেমন উপাদানও আসে সেই পরিবেশ থেকে। আমার নিজের জীবনেও এমন প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখন ছাদে নানা কবিতা উৎসব, সাহিত্যচর্চা, কবিতাচর্চায় যোগ দিই। সেখানে সবাই একসঙ্গে যখন গল্প করি, আড্ডা দিই নানা লেখালেখি নিয়ে চর্চা করি সেখান থেকে যেন আরও এক-একটি গল্প তৈরি হয়ে যায়। অনেকটা আনন্দ অনেকটা মুক্তি দেয় ছাদ।'

বৃহত্তর অঙ্কন প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রবিবার বাঘা যতীন পার্কে নর্থবেঙ্গল আর্ট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে বৃহত্তর অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর প্রতিযোগিতার ২৫তম বর্ষ। এদিন সকালে বাঘা যতীন পার্কে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং বিএসএফ-এর আইজি। এদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ৩৬০০-এরও বেশি পড়ুয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অঙ্কন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল। বহু পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকরা এদিনের শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। নর্থবেঙ্গল আর্ট অ্যাকাডেমির সম্পাদক সোমেশ ঘোষ বলেন, 'পাহাড় এবং সমতল মিলিয়ে মোট ১৯০টি স্কুলের পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি বিভাগ থেকে তিনজনকে ২৮ জানুয়ারি দীনবন্ধু মঞ্চে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে।'

বস্ত্র বিতরণ

ইসলামপুর, ১১ জানুয়ারি : রবিবার ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন (ফিটো) এবং পাশে আছি সংস্থার সহযোগিতায় আয়োজিত হয় শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠান। দুঃস্থ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শীতের প্রয়োজনীয় বস্ত্র। উপস্থিত ছিলেন ফিটোর সভাপতি কানাইয়ালাল বোথরা, সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী, পাশে আছি সংস্থার কর্ণধার স্বরূপানন্দ বৈদ্য।

শিলিগুড়ি কুণ্ডুপুকুর মাঠে গোপালকে নিয়ে বনভোজনে ভক্তরা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

মেনুতে খিচুড়ি, সবজি, পায়েস, মিষ্টি

পিকনিকে ৩০০ গোপাল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : শীত মানেই নানা অনুষ্ঠান, সেইসঙ্গে অবশ্যই হতে হবে বনভোজন। শীতের এই মরশুমে গত পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়ি শহরের বাড়িতে বাড়িতে পূজিত গোপালদের নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করে আসছে গোস্বামী পরিবার। অনেকেই তাঁদের বাড়ির গোপালদের নিয়ে এই বনভোজনে আসেন। আনন্দ-খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি দিনভর চলে ভগবদ্গীতা পাঠ ও নামকীর্তন। রবিবার শিলিগুড়ির সুকান্তনগরে কুণ্ডুপুকুর মাঠে গোপালের বনভোজন আয়োজিত হয়। প্রদীপকৃষ্ণ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে সনাতনীদের নিয়ে রবিবার এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এই বনভোজন ঘিরে প্রবল উৎসাহ দেখা যায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।

বনভোজনের আয়োজক প্রদীপকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, 'এবছর আমাদের বনভোজনের পঞ্চম বর্ষ। ধর্মীয় প্রচার যাতে করা যায়, যাতে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, আন্তরিকতার শ্রীবৃদ্ধি যাতে হয়, সেকারণেই এমন উদ্যোগ। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৩০০ গোপাল নিয়ে আজকের বনভোজনে আসেন বাসিন্দারা।'

সকাল থেকেই বনভোজনে আসা গোপালদের জন্য কাপড় টাঙিয়ে প্যান্ডেল করে তাঁদের বসানোর জায়গা করা হয়। কোলে গোপাল নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও শিবমন্দির, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ঘোষপুকুর থেকে বহু মানুষ আসেন। সারাবছরের কাজের ফাঁকে এই বনভোজনের দিন সবাই একত্রিত হন। তাই এই দিনটা সকলের কাছেই একটা আনন্দের দিন। শীত পড়তেই পরিকল্পনা চলতে থাকে এমন একটি দিন ঠিক করার, যেদিন সকলে একত্রিত হতে পারবেন।

গোপালের জন্য নানা ভোগের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বনভোজনে আসা সকলের জন্য দুপুরের খাবারে ছিল খিচুড়ি, নানা সবজি, ভাজা, ফুলকপির রসা, পায়েস ও মিষ্টি। বাড়ি থেকে গোপালকে নিয়ে আসেন প্রিয়াংকা রায়। তিনি বলছিলেন, 'সমস্ত গোপালকে একসঙ্গে রেখে যখন পুজো-আরতি করা হয়, তখন মনটাও প্রসন্ন হয়ে যায়। গোপালকে আসনে বসিয়ে আমরাও একটা দিন সকলে মিলে আনন্দ করি। ভীষণ ভালো লাগে। এটা একটা অন্য ধরনের বনভোজন।'

দুটি রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এবং রত্না ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে রবিবার সুভাষপল্লিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন শিবিরের উদ্বোধন করেন চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক সুবল দত্ত, চিকিৎসক উমা মাঝি, অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার প্রমুখ।

রত্না ভট্টাচার্যের স্বামী তথা শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'রত্না নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন বলে মনে করেন অনেকেই। সে কারণেই তাঁর স্মৃতিতে চার বছর ধরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। আজকের শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।'

রবিবার উইনার্স ক্লাবেও একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সম্পাদক কার্তিক মজুমদার বলেন, 'ইউনিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় শিবির করা হয়। শিবির থেকে সংগৃহীত ৭৫ ইউনিট রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।'

বিক্ষোভ মিছিল

ইসলামপুর, ১১ জানুয়ারি : বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামপুরে বিক্ষোভ মিছিল করল বিজেপি। রবিবার বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডলের এই মিছিলটি বিহার মোড় থেকে শুরু হয়ে পালপাড়া মোড় পর্যন্ত গিয়ে কলেজ মোড়ে এসে শেষ হয়। সেখানে পথসভায় ভাষণ দেয় বিজেপির নেতৃত্ব।

গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : কিশোরীকে অন্তঃসত্ত্বা করার অভিযোগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ঝন্টু বর্মন নামে ওই তরুণ মাটিগাড়ারই বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ওই তরুণ ৭ জানুয়ারি এক নাবালিকাকে প্রেগন্যান্সি টেস্ট করাতে মাটিগাড়া ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তিনি নিজেকে ওই নাবালিকার স্বামী বলে পরিচয় দেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওই তরুণ পালান। পুলিশ শেষমেশ শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : দুষ্কৃতীমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। শনিবার রাতে বাগরাকোট সবজি বাজার এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে। এই খবর পেয়ে এখানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের রবিবার আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজত হয়।

সাফাই

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রবিবার 'দ্য ব্লেন্ড অফ হোপ' নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শালুগাড়ার পাইপলাইন ব্রিজ এলাকায় সাফাই অভিযান হয়। সংগঠনের সদস্য সুমন রায় বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় সেরকম কোনও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নেই। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এটাই অনুরোধ করব, খুব তাড়াতাড়ি যেন এই প্রক্রিয়া চালু করা যায়।'

ফিল্মি কায়দায় হাতসাফাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : হৃত্বিক রোশনের অভিনীত 'ধুম-২'-এর দৃশ্যপট অনেকেরই জানা। কখনও রানি, কখনও আবার বয়স্ক সাফাইকর্মীর বেশে একের পর এক লুটের ঘটনা ঘটিয়ে আরিয়ান সিং এসিপি জয় দীক্ষিত-এর চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতেন। গত তিন মাস ধরে এভাবেই নানা ছদ্মবেশে শহরে একের পর এক 'অপারেশন'-এর ঘটনা ঘটাচ্ছে কেউ বা কারা।

কখনও দুজন, কখনও আবার তিনজন মিলে এসে হাতসাফাইয়ের পর দিনের আলোতেই উধাও হয়ে যাচ্ছে। এখনও এমন সাতটি ঘটনার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও পুলিশ একটি কেসেরও কোনও ক্লু হাতে পায়নি। নিজেদের পুলিশকর্তা, জ্যোতিষী, সাহায্যকারী সহ নানা পরিচয় দিয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটাচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে আসছে এরা? হাতসাফাইয়ের পর যাচ্ছেই বা কোথায়?

টার্গেট ফিক্স করার আগে এই গ্যাংয়ের সদস্যরা নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারিত করে রেইকি চালাচ্ছে। তাহলে কেন সে খবর পুলিশের কাছে আসছে না? এদিকে, পুরো বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন শহরের বাসিন্দারা। প্রধাননগরের বাসিন্দা উজ্জ্বল দাস বলছেন, 'যা পরিস্থিতি তাতে তো সোনার গয়না পরে বেরোনোই যাবে না। কখন এই গ্যাংয়ের খপ্পরে পড়তে হবে।' এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'এরা বাইরের নাকি শহরের, কিছুই এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে দ্রুতই এই গ্যাংয়ের সদস্যরা পাকড়াও হবে।'

গত শনিবার খালপাড়া ফাঁড়িতে গৌরব আগরওয়াল নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, তাঁর মা মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি দেখা করে। গৌরবের কথায়, 'মাকে ওই তরুণ বোঝায়, কাছেই ছিনতাইকারীরা এক মহিলাকে খুন করে সোনার সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। তাই আমার মাকে সোনার সামগ্রীগুলো খুলে ফেলতে হবে। মা-ও ওই ব্যক্তির দেওয়া একটি কাপড়ে সোনার গয়না খুলে দেয়।

কোনও ক্লু নেই পুলিশের কাছে

এরপর ওই ব্যক্তি সেটা মুড়ে মায়ের হাতে দেয়। পরে মা ওই কাপড় খুলে দেখে, ভেতরে নকল সোনা।'

মাসদুয়েক আগে জলপাই মোড়েও একই পদ্ধতিতে এক দম্পতির সোনার সামগ্রী হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। একতিয়াশালেও এক প্রবীণ দম্পতি এই গ্যাংয়ের খপ্পরে পড়েছিলেন। শুধু পুলিশ অফিসার নয়, সোনা চেকিং করার নামেও গত অক্টোবর মাসে মহাবীরস্থান এলাকায় হাতসাফাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গত মাসে গুরুংবস্তিতে জ্যোতিষীর পরিচয় দিয়ে হাতসাফাইয়ের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। একের পর এক ঘটনা ঘটলেও পুলিশে আস্থা রাখছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি বলছেন, 'আশা রাখছি, খুব দ্রুত পুলিশ অভিযুক্তদের পাকড়াও করবে।'

আবর্জনা জমায় ধমক ব্যবসায়ীকে

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : যান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রাস্তার ধারের আবর্জনা সাফাইয়েও এবারে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ। রবিবার শালবাড়ি সাব-ট্রাফিক আউটপোস্টের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় স্থানীয় এলাকায় রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা সাফাই করে পুলিশ। অভিযানের সময় দোকানের আবর্জনা দেখে এক ব্যবসায়ীকে ধমক দিতে দেখা গেল ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদকে। ওই ব্যবসায়ীর উদ্দেশে ডিসিপি বললেন, 'এবারের মতন দোকানের আবর্জনা সাফাই করে যাচ্ছি। ফের যদি আবর্জনা জমে থাকতে দেখি, তাহলে দোকান বন্ধ করে দেব।' জানা গিয়েছে, প্রতিটি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে রাস্তার ধারের আবর্জনা সাফাই করা হবে।

এদিন মূলত এই সাফাই অভিযান চালানো হয় শালবাড়ি সাব-ট্রাফিক আউটপোস্ট এলাকায়। ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর নজরে আসে, বেশ কিছু দোকানের সামনেই আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। আবর্জনা যে ওই দোকান মালিকরাই ফেলে রেখেছেন, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না তাঁর। পুলিশকর্তাদের বক্তব্য, এই রাস্তা দিয়ে বহু পর্যটক চলাচল করেন। আবর্জনা পড়ে থাকলে তাঁদের মধ্যে এলাকা সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সে কারণেই এমন অভিযান। এদিন পুলিশের তরফে ব্যবসায়ীদের সচেতনও করা হয়। প্রসঙ্গত, এই রাস্তার ধারে আবর্জনা পড়ে থাকার সমস্যা দীর্ঘদিনের। ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। আবর্জনার স্তূপে শালবাড়ি বাজার সংলগ্ন রাজপ্রহরী ঝোরারও দমবন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিনের অভিযান নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পরিষ্কারের দায়িত্ব তো আমাদেরই।' এরপর বলেন, 'প্রোগ্রামে রয়েছি, পরে কথা বলব।' পরবর্তীতে অবশ্য ফোন করলে তিনি কেটে দেন।'

পৃথিবীর পাঠশালা

চেরনোবিলের ‘মিউট্যান্ট’ নেকড়ে

১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার পর এলাকাটি মানুষের জন্য মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে। কিন্তু বন্যপ্রাণীরা সেখানে দিব্যি রাজত্ব করছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সেখানকার নেকড়েদের রক্ত পরীক্ষা করে এক চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছেন। তেজস্ক্রিয় বা রেডিয়েশন ভরা ওই এলাকায় থাকার ফলে নেকড়েগুলোর শরীরে জিনগত পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটেছে। বিস্ময়করভাবে, এই পরিবর্তনের ফলে তাদের শরীরে ক্যানসার প্রতিরোধের এক অদ্ভুত ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। যেখানে রেডিয়েশনে ক্যানসার হওয়ার কথা, সেখানে তারা দিব্যি সুস্থ আছে। বিজ্ঞানীরা এখন এই নেকড়েদের জিন গবেষণা করে মানুষের ক্যানসার নিরাময়ের নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করছেন। মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের ছাই থেকেই যেন প্রকৃতি নতুন সমাধানের পথ দেখাচ্ছে।

ডলফিন যখন নেশা করে

মাদকাসক্তি কি শুধু মানুষেরই সমস্যা? মোটেও না। বিবিসি-র এক তথ্যচিত্রে দেখা গেছে, সমুদ্রের বুদ্ধিমান প্রাণী ডলফিনরাও নেশা করতে ওস্তাদ! আর তাদের নেশার বস্তু হল ‘পাফারফিশ’। পাফারফিশের শরীরে এক মারাত্মক বিষ থাকে। কিন্তু খুব অল্প মাত্রায় এই বিষ শরীরে গেলে এক ধরনের ঝিমঝিম বা ‘ট্রান্স’ অনুভূতি হয়। ডলফিনরা খুব সাবধানে পাফারফিশকে কামড়ায়, যাতে মাছটি মারা না যায় কিন্তু সামান্য বিষ ছাড়ে। এরপর তারা সেই মাছটি বলের মতো একে অপরের দিকে ছুড়ে দেয়, অনেকটা বন্ধুদের মধ্যে নেশার দ্রব্য ভাগ করে নেওয়ার মতো! এরপর তারা জলের ঠিক নীচে অদ্ভুতভাবে ভেসে থাকে, যেন তারা অন্য জগতে আছে। প্রকৃতির এই ‘পার্টি মুড’ বিজ্ঞানীদেরও অবাক করেছে।

কিছুই না করার চাকরি!

চাকরি মানেই তো কাজ। কিন্তু জাপানের শোজি মরিমোতো নামের এক তরুণ এমন এক পেশা বেছে নিয়েছেন, যেখানে তাঁর কাজ হল—‘কিছুই না করা’। আর এতেই তিনি লাখ টাকা আয় করেন! তিনি নিজেকে ‘ভাড়ায়’ খাটান। ক্লায়েন্টরা তাঁকে ভাড়া করেন কেবল সঙ্গ দেওয়ার জন্য। তাঁকে হয়তো পার্কের বেঞ্চে পাশে বসে থাকতে হবে, কিংবা রেস্তোরাঁয় উলটোদিকে বসে খেতে হবে— ব্যাস, এটুকুই। তিনি কথা বলেন না, কোনও পরামর্শ দেন না, কোনও কাজও করেন না। শুধু পাশে থাকেন। আধুনিক জাপানে একাকিত্ব এতটাই গ্রাস করেছে যে, মানুষ কেবল একজন ‘মানুষ’ পাশে থাকার জন্য টাকা খরচ করতে রাজি। মরিমোতোর এই ‘ডু নাথিং’ সার্ভিস এখন বিশ্বজুড়ে ভাইরাল।

গরমে বাড়ে আইফেল টাওয়ার

লোহা গরমে প্রসারিত হয়— এই বিজ্ঞান আমরা স্কুলেই পড়েছি। কিন্তু প্যারিসের আইফেল টাওয়ার যে এই কারণে উচ্চতায় বাড়ে-কমে, তা কি জানতেন? আইফেল টাওয়ার তৈরি হয়েছে হাজার হাজার লোহার পাত দিয়ে। প্যারিসে যখন গ্রীষ্মকাল আসে এবং তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন তাপের প্রভাবে লোহা প্রসারিত হয়। এর ফলে টাওয়ারের উচ্চতা প্রায় ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত বেড়ে যায়! আবার শীতকালে লোহা সংকুচিত হলে এটি আগের উচ্চতায় ফিরে আসে। শুধু লম্বায় বাড়াই নয়, সূর্যের তাপ যেদিকে বেশি লাগে, তার উলটোদিকে টাওয়ারটি সামান্য বেঁকেও যায়। অর্থাৎ, লোহার এই বিশাল স্থাপত্যটি আসলে জীবন্ত গাছের মতোই ঋতু অনুযায়ী রূপ বদলায়।

বাসে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ যাত্রীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) বিভিন্ন রুটের বাসকে ফ্র্যাঞ্চাইজি দিচ্ছে। আর এই ফ্র্যাঞ্চাইজি পাওয়া কিছু বাসে যাত্রীদের দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এনবিএসটিসি’র ফ্র্যাঞ্চাইজি পাওয়া কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটের একটি বাসের কনডাক্টরের দুর্ব্যবহারের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)।

অভিযোগকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেন। ভাইরাল হওয়া ওই পোস্টে অভিযোগকারী নিজেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন (কেভিএস)-এর পরীক্ষার্থী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দাবি, রবিবার তিনি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বাসে চড়েন। তাঁর অভিযোগ, যাত্রাপথে তিনজন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ ওই বাসে উঠতে চাইলে বাসের কনডাক্টর তাঁদের বাসে তুলেও মাঝরাস্তায় নামিয়ে দেন। এছাড়াও ফালাকাটা বাসস্ট্যান্ডে বাসটা মাত্র এক মিনিট দাঁড়ায় বলে তাঁর অভিযোগ। ওই সময় এক ব্যক্তি ব্যাগে বাস রেখে শৌচালয়ে গেলে কনডাক্টর তাঁকে ছাড়াই বাস ছেড়ে দেন বলে অভিযোগ।

এমনকি বিষয়টা নিয়ে বাসে থাকা অন্য যাত্রীরা প্রতিবাদ করলে ওই কনডাক্টর তাঁদের হুমকি দেন বলেও ওই পোস্টে অভিযোগ করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া পোস্টে অভিযোগকারী পরীক্ষার্থী লেখেন, ‘একদম হুমকির সুরে কনডাক্টর আমাদের সরাসরি বলেন, অভিযোগ করলে করুন।

- যাত্রাপথে তিনজন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ ওই বাসে উঠতে চাইলে বাসের কনডাক্টর তাঁদের বাসে তুলেও মাঝরাস্তায় নামিয়ে দেন
- ফালাকাটায় এক ব্যক্তি বাসে ব্যাগ রেখে শৌচালয়ে গেলে কনডাক্টর তাঁকে ছাড়াই বাস ছেড়ে দেন
- প্রতিবাদ করলে যাত্রীদের কার্যত হুমকি দেন ওই কনডাক্টর

অভিযোগ করে কোনও লাভ হবে না।’

এই বিষয়ে জানতে চেয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়কে ফোন করা হলেও তাঁর ফোন সুইচড অফ থাকায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব হয়নি।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের প্রতি উত্তরবঙ্গের মানুষের আত্মিক এক টান রয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির গেরোয় সেই সংস্থার একটি বাসে যাত্রীদের এইরকম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হওয়ায় অনেকেই মর্মাহত। সাধারণ মানুষের একাংশের ক্ষোভ, অর্থের লোভে এত বছরের সুনাম খুইয়ে ফেলছে এনবিএসটিসি।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাম শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, ‘আসলে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে যারা বাস চালাচ্ছে, তাদের মধ্যে আন্তরিকতার বালাই নেই। যেটা নিগমের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে রয়েছে।’

ভাইরাল এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কমেন্টের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের মান যে কমছে, সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। সন্দীপ রাহা নামের একজন ব্যক্তি কমেন্ট করেছেন, ‘এই ফ্র্যাঞ্চাইজি নেওয়া বাসগুলো খুবই খারাপ। পাবলিক বাসের চেয়েও এইসব বাসের অবস্থা খারাপ।’ রৌশিক মুখোপাধ্যায় লেখেন, ‘এই ধরনের ঘটনা আমার সঙ্গেও হয়েছিল। তাই এখন এই বাসগুলো এড়িয়ে চলি।’

মানুষের ক্ষোভ স্বাভাবিক। কমেন্ট সেকশন সেটারই পরিচায়ক। কিন্তু এই বিষয়ে নিগমের কর্তাদের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। এই হস্তক্ষেপ কবে হয় এখন সেটাই দেখার।

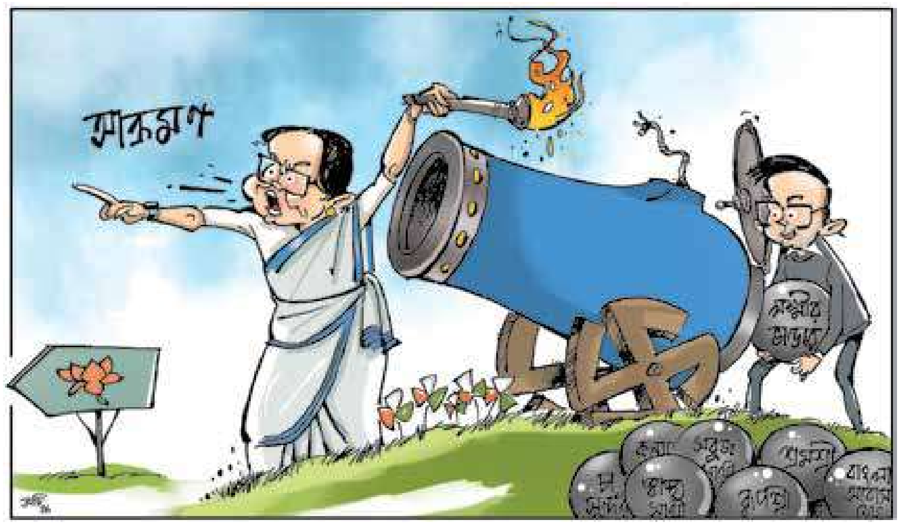

ঝুলে রবির কেরিয়ার

প্রথম পাতার পর

পুর চেয়ারম্যান হিসাবে পদত্যাগের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ পড়ে রয়েছেন নাটাবাড়িতে। রাজ্য তৃণমূল সূত্রের খবর, নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দল এবারেও তাঁকে প্রার্থী করবে। রবীন্দ্রনাথও সেই সিগন্যাল পেয়েছেন। তাই চেনা মাঠে এখন থেকেই ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে বিজেপির উত্থান এবং মেরুকরণের রাজনীতির ঝড়ে রবীন্দ্রনাথের মতো পোড়খাওয়া নেতাও ২০২১-এর নির্বাচনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিলেন। নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তাঁর পরাজয় তৃণমূলের আস্থায় চিড় ধরিয়েছিল। হারানো জমি পুনরুদ্ধারে দল এখন যে চালটি চালতে চলেছে, তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য মরণবাঁচন লড়াই হয়ে উঠতে পারে।

উন্নয়ন দূরের কথা, বর্তমান বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে পাঁচ বছর এলাকায় দেখাই যায়নি। দলীয় বিধায়ককে নিয়ে এই বিড়ম্বনা বাদ দিলে নাটাবাড়ি এখন বিজেপির শক্ত দুর্গ। সেই দুর্গে ফের রবীন্দ্রনাথকে প্রার্থী করা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দল তাঁকে পুনরায় সুযোগ দিচ্ছে। তবে এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক কঠোর বাস্তব। যদি নাটাবাড়িতে তিনি ফের পরাজিত হন, তবে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে কার্যত যবনিকা পড়ে যাবে। পদ না থাকলে অনুগামীরা যে একসময় নিঃশব্দে সরে যান, জেলায় তার বহু উদাহরণ আছে। তৃণমূলের মতো ডানপন্থী দলে ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা নেতাদের অবস্থা অনেকটা প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতোই। পদহীন রবীন্দ্রনাথ তখন কেবলই এক ‘প্রাক্তন’ হয়ে থেকে যাবেন, যাঁর প্রাসঙ্গিকতা ধূসর হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রার্থী হলে নাটাবাড়িতে যে অনেক হিসেব পালটে যেতে পারে সেকথা মানছেন বিজেপির অনেক নেতাই। তাই তাঁদের টার্গেট যে কোনওভাবে রবীন্দ্রনাথের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং তৃণমূলের ঐক্যে ভাঙন ধরানো। ইতিমধ্যেই সেকাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। কোচবিহারের বিজেপি নেতা নিখিলরঞ্জন দে’র কথা, ‘তৃণমূলের যখন কিছুই ছিল না তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি দলের হয়ে মাটি কামড়ে লড়াই করতে। আমরা জোট করেও বামেদের বিরুদ্ধে লড়েছি। রবীন্দ্রনাথ কোচবিহার থেকে দল চালানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অর্থসাহায্য পাঠাতেন। এরকম পুরোনো নেতার এই হাল হলে দলেরই ক্ষতি।’ তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার এমন হালের জন্য অনেকেই দুষছেন তাঁর ছেলেকে। রবীন্দ্রনাথের ছেলে পঙ্কজ হাল ধরতে গিয়ে বাবার সাজানো-গোছানো রাজনৈতিক বাগান তছনছ করে দিয়েছেন বলে অনুযোগ করছেন রবীন্দ্রনাথের অনেক অনুগামী। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে ততদিনে জেলার রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল উদয়ন গুহ আর অভিজিৎ দে ভৌমিক জুটি। উদয়নের সঙ্গে একসময় আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তৃণমূলের অন্দরেই অভিযোগ, ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে জগদীশ প্রার্থী হওয়ায় তলায় তলায় সুতো কাটার চেষ্টা করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। একসময় পার্থ-রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। জেলার রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ পার্থর হাত ধরায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ জগদীশ উদয়নের সঙ্গে সমঝোতা করে রবি-বিরোধী শিবিরে চলে যান। ফলে জেলার রাজনীতিতে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। চেয়ারম্যানের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে তৃণমূল যে বার্তা দিল, তা অত্যন্ত পরিষ্কার- দল এখন নতুন মুখ এবং জয়ের নিশ্চয়তা খুঁজছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ এখন এক সরু সুতোর ওপর ঝুলছে। যদি তিনি নাটাবাড়িতে মিরাকল ঘটাতে পারেন, তবেই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটবে। অন্যথায়, কোচবিহারের রাজনীতিতে এক সময়ের অবিসংবাদিত এই নেতার বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে নিঃশব্দে।

রেল সেবা পুরস্কারে সম্মানিত ৪৯

মালিগাঁও, ১১ জানুয়ারি : ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ৭০তম জোনাল রেলওয়ে উইক অ্যাওয়ার্ডস সেরেমনি। মালিগাঁওয়ের রঙ ভবনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়।

অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রিন্সিপাল হেড এবং মুখ্য কার্যালয়ের অন্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন এবং মুখ্য কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীদের তাঁদের অবদানের জন্য রেল সেবা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মোট ৪৯ জনকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় জেনারেল ম্যানেজার এবং সম্মাননীয় আধিকারিকরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সুরক্ষা, সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতিতে সাহায্যের জন্য পুরস্কারপ্রাপকদের প্রশংসা করেন বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

বুজেছে প্লাস্টিকে

প্রথম পাতার পর

তাঁর চালানো নিয়মিত অভিযানের জেরে শহরে সেই সময় কাগজের ঠোঙার ব্যবহার চোখে পড়ার মতোই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি পরে আবার আগের অবস্থানেই ফিরে যায়। শহরের ১৭টি ওয়ার্ডেই আজকাল দুর্ভোগ প্রচণ্ড। দুর্গানগরের বাসিন্দা গৃহবধূ সঞ্চিতা রায় বললেন, ‘পুরসভা যে উদাসীন তা অস্বীকার করার নেই। কিন্তু মানুষ কী কারণে এতটা উদাসীন তা বোঝা দায়। যা চলছে তাতে আগামী প্রজন্ম খুবই সমস্যায় পড়বে।’ ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র দামোদর আগরওয়ালের দাবি, ‘ক্যারিব্যাগের পাইকারি বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না নিলে সমস্যা মিটবে না।’ ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের (ফিটো) সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তীরও একই দাবি।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিরোধী দলগুলিও শাসক শিবিরের ভূমিকায় সরব হয়েছে। বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল সভাপতি চিত্রজিৎ রায় বললেন, ‘পুরসভা আসলে অভিযানের নামে কাউকে অখুশি করতে রাজি নয়। আর এটাই সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। পাশাপাশি, এ বিষয়ে বাসিন্দাদেরও সচেতনতা প্রয়োজন।’ সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ দাস মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ‘ভোটব্যাংকের কথা ভেবে পুরসভার চালানো নিয়মরক্ষার অভিযানে আখেরে কোনও লাভই হবে না।’

ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল উদাসীনতার অভিযোগ মানতে চাননি, ‘পুরসভা টানা অভিযান চালিয়ে ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে। এর ভূরিভূরি নজির রয়েছে।’ তাঁর দাবি, নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। তবুও সমস্যা মেটেনি। কানাইয়া বলেন, ‘কী করব। যাঁরা আইন ভাঙছেন তাঁদের তো আমরা হেপাজতে নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারি না!’ ক্যারিব্যাগের কারণে নিকাশি ব্যবস্থা প্রভাবিত হচ্ছে বলে তিনি অবশ্য মেনেও নিয়েছেন। চেয়ারম্যানের আশ্বাস, ‘আগামীতে এই অভিযান আরও জোরদার করা হবে।’

প্লাস্টিক-দৈত্যকে শীঘ্রই রোখা যাবে কি? সেদিকেই সবার নজর।

বাহুবলে বন্দি সিতাই

প্রথম পাতার পর

এই কেন্দ্রই সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার রাজনৈতিক ঘাঁটি। ফলে প্রত্যাশা ছিল, পরিষেবা আর উন্নয়নে সিতাই আলাদা জায়গা নেবে। বাস্তব ছবি অবশ্য অন্য কথা বলে। বহু বছর ধরে সিতাইয়ে কলেজের দাবিতে মানুষ সরব। বাম আমলে জমি চিহ্নিত হলেও আজও কলেজ গড়ে ওঠেনি। আজ যারা ভাবসম্প্রসারণ মুখস্থ করছে, কাল কলেজে উঠলে তাদের ছুটতে হবে দিনহাটা।

আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি আসবে দিনহাটা, শীতলকুচি বা মাথাভাঙ্গা থেকে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছবিও প্রায় একই। সাংসদের বাড়ির কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই পর্যাপ্ত বেড, নেই জরুরি চিকিৎসার পরিকাঠামো। বিরোধী বিধায়করা কাজ করতে না পারার অভিযোগ তুললেও প্রশ্ন থেকেই যায়— শাসকদলের সাংসদ ও বিধায়করা কেন এই দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলেন না? সাংসদ হওয়ার আগে জগদীশ এলাকার বিধায়ক ছিলেন। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী বিধায়ক। আবডালে লোকে মজা করে বলেন, ‘সিতাইয়ে উন্নয়ন হয়েছে শুধু জগদীশের পরিবারেই।’

সিঙ্গিমারি নদীর উপর কামতেশ্বরী সেতুর পাশে একজন জেলে বারবার জাল ফেলেও মাছ পাচ্ছিলেন না। শেষে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে বললেন, ‘না আছে ঘরে শান্তি, না আছে কাজে।’ কথায় কথায় জানান, ছেলেকে দিনমজুরি আর মাছ ধরার টাকায় এমএ পাশ করিয়েছেন, কিন্তু চাকরি জোটেনি। এখন সে নেতাদের পেছনে ঘোরে। ঘুরলে চাকরি মিলবে? জেলে এবার রেগে যান, মুখ বেঁকিয়ে বলেন ‘ঘণ্টা মিলবে। ওই ঝান্ডা ধরে ঘোরাই শেষ।’ কর্মসংস্থানের অভাব আর রাজনৈতিক মোহ— দুটোই এখানে পাশাপাশি হাঁটে।

একসময় সিতাই ছিল কংগ্রেসের গড়। ফজলে হক, কেশব রায়ের মতো নেতৃত্বের নাম আজও প্রবীণদের স্মৃতিতে। পরে বামফ্রন্ট, আর তারপর তৃণমূল— রাজনীতির রং বদলেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন বদলায়নি। বর্তমানে তৃণমূলের সংগঠন শক্ত, বিজেপি তুলনায় অনেক পিছিয়ে। উপনির্বাচনের পর বিজেপির সংগঠন আরও দুর্বল হয়েছে। যদিও ২০২৬-এর দিকে তাকিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি বৈঠক শুরু করেছে, তবু নেতৃত্বের অভাব স্পষ্ট। বাহুবলী জগদীশের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার নেতা নেই কোনও দলেই। একসময়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের গড়ে এখন কার্যত বাতি জ্বালাবার লোক নেই। কংগ্রেসের অবস্থাও অনেকটা একইরকম।

তবে সিতাইতে ভালো সংগঠন রয়েছে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নগেন ও বংশীবদন দুইপন্থীরই। সিতাই থেকে বংশীবদনকে প্রার্থী করার দাবিও উঠেছে অনেকবার। ফলে নগেন এবং বংশীর ভোট কোন দিকে যায় তা নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তায় আছে তৃণমূল। গোষ্ঠীকোন্দলের চোরাস্রোত যে সিতাইয়ের তৃণমূলে নেই তা বলা যাবে না। তবে জগদীশ গোষ্ঠী এতটাই শক্তিশালী যে অন্যরা টুঁ শব্দটিও করতে পারে না। সিতাইজুড়ে অনুন্নয়ন থাকলেও তা নিয়ে কথা বলার মতো বিজেপি নেতাদের দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই সিতাইজুড়ে জগদীশদের একনায়কতন্ত্র স্পষ্ট। সিতাইয়ের মানুষের কাছে বিজেপি গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে চাইলে ভোটের আগে তাদের প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে।

শীতের আগুন নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ার গলাও থেমে যায়। কিন্তু সিতাইয়ের মানুষের মনে সেই ভাবসম্প্রসারণ থামে না। এপার-ওপার পেরিয়ে তাঁরা এখনও খুঁজে ফেরে সত্যিকারের ‘সর্বসুখ’।

রাতে সীমান্তে ড্রোন

শ্রীনগর, ১১ জানুয়ারি : পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে বেশকিছু ড্রোন ঢুকে পড়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে কাশ্মীরে। রবিবার সন্ধ্যার পর মূলত রাজৌরি, সাম্বা ও পুঞ্চ সেক্টরে ড্রোনগুলিকে উড়তে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়েছে ভারতীয় সেনা। কাশ্মীর পুলিশ ও সেনাবাহিনী ড্রোনগুলির খোঁজে গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশি করে। কয়েকটি ড্রোন লক্ষ্য করে সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

বিএসএফ দাবি করেছে, ড্রোনগুলি ঘুরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে পাকিস্তানি সীমান্ত চৌকির দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু একটি ড্রোনকেও নামানো বা হদিস করা যায়নি।

গত শুক্রবারও সাম্বা সেক্টরে একটি ড্রোন ঢুকে পড়েছিল। ওই ড্রোনটি অবশ্য আটক করে সেনাবাহিনী। তাতে দুটি পিস্তল, বেশকিছু কার্তুজ ও গ্রেনেড পাওয়া গিয়েছিল। ওই ড্রোনটিও পাকিস্তান থেকে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দায়িত্ব নিলেন পুলিশ সুপার

কিশনগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের নতুন পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার রবিবার বিদায়ি পুলিশ সুপার সাগর কুমারের থেকে জেলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সাগর কুমারকে পাটনার ট্রাফিক পুলিশ সুপার পদে বদলি করা হয়েছে। এদিন দায়িত্বভার গ্রহণের পর নতুন পুলিশ সুপার বলেন, ‘শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও দুষ্কৃতীদের নির্মূল করাই আমার প্রথম কাজ হবে।’

ভ্যানের অভাব

প্রথম পাতার পর

এতে যতটা সময় লাগে, দুষ্কৃতীদের হেসেখেলে এলাকা ছাড়তে কোনও সমস্যাই হয় না। টহলদারি ভ্যানের সংখ্যা পর্যাপ্ত হলে সমস্যা হত না বলে পুলিশেরই একাংশের দাবি। শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের অবশ্য বক্তব্য, ‘যে ক’টা টহলদারি ভ্যান রয়েছে, সেগুলি দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে।’

শহরে সিসি ক্যামেরারও অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরায় শহরকে মুড়ে ফেলা হোক বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। তাতে নজর রেখে পুলিশকর্মীরা যাতে টহলদারি ভ্যানগুলিকে খবর দিতে পারেন সেই দাবিও উঠেছে। ডিসিপি’র (ইস্ট) অবশ্য বক্তব্য, ‘কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে রাতে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে টহলদারি ভ্যানকে জানানো হয়।’ আরও সিসি ক্যামেরা বসানোর বিষয়ে কথাবার্তা চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বিদায় ‘আইডল’ প্রশান্তের

প্রথম পাতার পর

উত্থান, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠন এবং সুবাস ঘিসিংয়ের পাহাড় থেকে নির্বাসনের ইতিহাস লেখাই যাবে না প্রশান্তের উল্লেখ ছাড়া। ২০০৭-এ সোনি টিভি আয়োজিত ইন্ডিয়ান আইডল-থ্রি প্রতিযোগিতায় তাঁকে জেতাতে দলে দলে এসএমএস পাঠানোর জন্য জনমত সংগঠিত করেছিলেন বিমল।

ওই প্রতিযোগিতা ছিল মূলত মোবাইল মেসেজের ভোটনির্ভর। যে প্রতিযোগী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তিনিই জয়ী হবেন। ঘিসিং-ঘনিষ্ঠ গুরুং তখন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের সদস্য। গোর্খা সন্তান প্রশান্তকে দেশের সেরা করার লক্ষ্যে তিনি দার্জিলিং, কালিম্পং তো বটেই, সিকিম, নেপাল সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী গোর্খাদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। পাহাড়জুড়ে পোস্টার, জনসভা করে প্রশান্তর জন্য প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিমল।

এতেই প্রচারের আলোয় চলে আসেন বিমল। মূলত তাঁর ডাকেই প্রশান্তকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন তখন। ফলে ইন্ডিয়ান আইডল হন প্রশান্ত। গোর্খাদের এই ঐক্যকে হাতিয়ার করেই রাতারাতি গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে প্রচার ঘুরিয়ে দেন বিমলরা। ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত চ্যাম্পিয়ন হন আর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ৭ অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠিত হয়। সূচনা হয় ঘিসিং জমানা অবসানের।

সেই প্রশান্তের দিল্লিতে দ্বারকার এক হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরে স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন বিমল। তাঁর বক্তব্য, ‘প্রশান্ত গোর্খা জাতিকে অনেক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওঁর সপক্ষে ঐক্যের বার্তা থেকেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জন্ম হয়েছিল। যা পাহাড়ের রাজনীতিকে নয়া দিকনির্দেশ দেয়।’ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের কথায়, ‘নেপালি সংগীতকে লাইমলাইটে এনে বিশ্বব্যাপী গোর্খাদের গর্বিত করেছিলেন প্রশান্ত।’

প্রশান্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত শিল্পীর বন্ধু ও গায়ক অমিত পাল বলেন, ‘বন্ধু সবসময় হাসতে থেকো। তুমি ছাড়া পৃথিবী আগের মতো থাকবে না।’ তরুণ গোর্খা গায়ক অ্যালবার্ট কাবোর বক্তব্য, ‘প্রশান্তদাকে দেখেই গানের জগতে এসেছিলাম। দাদা খুব অল্প বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হল।’

১৯৮৩ সালের ৪ জানুয়ারি দার্জিলিংয়ের তুংসুংয়ে জন্ম প্রশান্তের। ছোট থেকেই গান, বাজনার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেন্ট রবার্টস স্কুলে পড়াশোনা। বাবা কলকাতা পুলিশে চাকরি করতেন। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হলে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলের চাকরি পান তিনি। গানবাজনায় ঝোঁক দেখে তাঁকে পুলিশ ব্যান্ডে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি ড্রাম বাজাতেন। পাশাপাশি গানের চর্চা চলছিল। সেই সুবাদে ইন্ডিয়ান আইডল সিজন থ্রি-তে সুযোগ পান।

প্রশান্তের জ্যাঠতুতো দাদা আদিত্য তামাং দার্জিলিং থেকে টেলিফোনে রবিবার বলেন, ‘৩ জানুয়ারি শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল। ২০১৯ সালে শেষবার এখানে এসেছিল।’

তৃণমূলের অন্দরমহলে আইপ্যাকের বিষ

প্রথম পাতার পর

পাড়ার নেতার কাছে যে নালিশ জানানোর কথা, তা যখন একটা টোল ফ্রি নম্বরে গিয়ে পৌঁছাতে লাগল, তখন থেকেই দলের সাংগঠনিক ভিতে চিড় ধরল।

নেতারা হয়ে গেলেন নিছকই ইভেন্ট ম্যানেজার। মাঠের কর্মীরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের ঘাম ঝরানো রিপোর্টের চেয়ে আইপ্যাকের কর্মীদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বানানো সার্ভে রিপোর্ট ওপরতলার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। মমতা যে দরদ দিয়ে দলকে আগলে রেখেছিলেন, সেখানে ঢুকে পড়েছে এক রুগ্ন যান্ত্রিকতা। রাজনীতির ব্যাকরণ বদলে দিয়ে আইপ্যাক প্রমাণ করতে চাইল যে, নির্বাচন জেতা মানে কেবল ডেটা অ্যানালিসিস, জনগণের আবেগ বা স্পন্দন নয়। এই ধারণাটিই তৃণমূলের আদি ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

আইপ্যাক ভালো না খারাপ- সে বিতর্ক নয়। প্রশ্নটা হল সীমা। ভোটাররা কোনও কাস্টমার নন, যাঁকে আচরণগত প্যাটার্নে বেঁধে ফেলা যাবে। রাজনীতিতে আবেগ আছে, ক্ষোভ আছে, বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতি আছে। সেসবকে এক্সেল শিটে ধরতে গেলে সংখ্যা বাড়ে, আস্থা কমে। আইপ্যাক-নির্ভর সিদ্ধান্তে দায়বদ্ধতার বড়ই অভাব। নির্বাচনে হারলে দায় নেতার, আর জিতলে কৃতিত্ব আইপ্যাকের- এই অসম দায়বণ্টন দলীয় শৃঙ্খলাকে ভেঙেছে। মাঠের নেতা দায় নিচ্ছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে তাঁর ভূমিকা থাকছে না- এর ফলে বিদ্রোহ জন্মাচ্ছে— কখনও প্রকাশ্যে, কখনও নীরবে।

আইপ্যাকের কর্মীরা যবে থেকে জেলা স্তরে নাক গলাতে শুরু করলেন, তবে থেকেই শুরু হল নেতাদের সঙ্গে তাঁদের শীতল যুদ্ধ। যে নেতা বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দলটাকে ধরে রেখেছেন, তাঁকে যখন পঁচিশ বছরের এক তরুণ এসে শেখাতে চাইল কীভাবে কথা বলতে হবে বা কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, তখন সেই নেতার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগাটাই স্বাভাবিক। টিকিট বণ্টন থেকে শুরু করে সাংগঠনিক রদবদল- সবক্ষেত্রেই বেশ কয়েক বছর ধরে আইপ্যাকের ‘ইনপুট’ তৃণমূলে মোটামুটি শেষকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে দলের অভ্যন্তরে অসন্তোষের ফল্গুধারা বইতে শুরু করেছে।

বর্তমানে তৃণমূলে ‘টিকে থাকা’র জন্য বিভিন্ন স্তরের নেতারা আইপ্যাকের কর্মীদের খাতির-যত্ন, আপ্যায়নে ব্যস্ত। আইপ্যাকের কর্মীরা যখন নিজেদের দলের সমান্তরাল এক ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন থেকেই দলের প্রকৃত লড়াইয়ের কর্মীরা কোণঠাসা হতে শুরু করলেন। এর ফলে তৈরি হল এক অদ্ভুত শূন্যতা, যেখানে পদ আছে কিন্তু সম্মান নেই, ক্ষমতা আছে কিন্তু কর্তৃত্ব নেই।

অন্যভাবে বললে, এখন তৃণমূলের অন্দরে ‘দাদা’ বা ‘দিদি’র চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় ‘ডেটা’। ভোটের হাওয়া কোনদিকে বইছে তা বোঝার জন্য নেতারা আগে চায়ের দোকানে কান পাততেন। মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করতেন। এখন সেসবের বালাই নেই। এখন ট্যাব হাতে ঘুরে বেড়ানো আইপ্যাকের প্রতিনিধিদের কথাই তৃণমূলের বেদবাক্য। বকলমে দল চালানোর এই পদ্ধতি দলের ওপরের স্তরে এক ধরনের মিথ্যা আত্মতুষ্টি তৈরি করেছে। ওপরতলার নেতারা ভাবছেন সব ঠিক আছে, কারণ গ্রাফ বলছে উন্নতির কথা। কিন্তু মাটির গভীরে যে ক্ষোভের লাভা জন্মেছে, তা সেই যান্ত্রিক হিসেবে ধরা পড়ছে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদম্য জেদ এবং মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাকে আইপ্যাক একটি সুশৃঙ্খল প্যাকেজে পরিণত করার চেষ্টা করছে। অথচ বাংলার মানুষ মমতাকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর অগোছাল বিদ্রোহী সত্তার জন্য। আইপ্যাকের অতিপরিকল্পিত ইমেজের আড়ালে সেই আদি মমতা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছেন। দলের সর্বনাশ শুরু হয়েছে ঠিক সেখানেই, যেখানে আবেগ অপসারিত হয়ে জায়গা করে নিয়েছে গাণিতিক লাভক্ষতির হিসেব।

সবচেয়ে বড় বিপত্তি দেখা দিয়েছে স্বচ্ছতার নামে ছাঁটাইয়ের সংস্কৃতিতে। আইপ্যাক যখন ‘ক্লিন ইমেজ’ তৈরির ধুয়া তুলল, তখন বহু পুরোনো কর্মীকে এক লহমায় বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হল। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতার যে দাম আছে, তা এই কর্পোরেট মগজ অনুধাবন করতে ব্যর্থ। এক একজন ডাকসাইটে নেতাকে সরিয়ে যখন নবাগতদের দায়িত্বে বসানো হল, তখন দলের ভেতরের চেন অফ কমান্ড ভেঙে পড়ল। এর ফলে তৃণমূল আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেখানে পুরোনোরা থাকতে পারছেন না, আর নতুনেরা জায়গা করতে পারছেন না।

আইপ্যাকের কর্মীরা যবে থেকে নিজেদের নীতি নির্ধারক ভাবতে শুরু করেছেন, তবে থেকেই দলের শৃঙ্খলাবোধ একটি কোম্পানির এইচআর পলিসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংহতির বদলে সেখানে এখন কাজ করছে পারফরমেন্স রিভিউ। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, রাজনীতিতে একের সঙ্গে এক যোগ করলে সবসময় দুই হয় না। এই সহজ সত্যটি যখন আইপ্যাকের জটিল ক্যালকুলেশনে হারিয়ে গেল, তখনই দলের চারিত্রিক অবক্ষয় শুরু হল। কর্পোরেটের ডেটা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, মানুষ এবং তাঁদের আবেগকে বাদ দিলে রাজনীতিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তৃণমূল মানেই মমতা-আইপ্যাক সেই সহজ সত্য সমীকরণ ভাঙার চেষ্টা করছে এবং বিকল্প হিসাবে ঝাঁ চকচকে আধুনিক নেতা হিসাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরতে চাইছে। নিশ্চিতভাবেই মমতার উত্তরাধিকার দরকার। হয়তো দলের ভেতর মমতার ভাইপো হিসাবে অভিষেকই সেক্ষেত্রে সবথেকে এগিয়ে। কিন্তু তারজন্য যে পদ্ধতিতে আবেগ ভুলে শুধুমাত্র আধুনিকতা ও যন্ত্রসর্বস্ব রাজনীতিকে মূলধন করছে আইপ্যাক, সেই সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কারণ, ল্যাপটপের আলোর চেয়ে মাটির গন্ধ অনেক বেশি শক্তিশালী।

লিটনদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত

সিদ্ধান্ত এসজি-র

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : কেউ ঘোলা জলে মাছ ধরার তালে। আবার কেউ বিতর্ক জিইয়ে রাখার মধ্যে অদ্ভুত এক সন্তুষ্টি খুঁজছেন।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আসরে বাংলাদেশ কি খেলবে? লিটন দাসরা কি শেষ পর্যন্ত ভারতে খেলতে আসবেন? নাকি নিজেদের অনড় মনোভাব বজায় রাখবে বাংলাদেশ?

কিছুই স্পষ্ট নয় এখনও। তার মধ্যেই আজ একসঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটেছে। এক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পাশে দাঁড়িয়ে কুড়ির বিশ্বকাপের ম্যাচ পাকিস্তানে খেলার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বাস্তবে সেটা কীভাবে সম্ভব, কারও জানা নেই। কারণ, বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। দুই, বাংলাদেশ ক্রিকেটের সংকট আরও গভীর হয়েছে। পদ্মাপারের বহু ক্রিকেটারের সঙ্গেই ভারতীয় সংস্থা এসজি-র চুক্তি রয়েছে। রবিবার ভারতীয় সংস্থা বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। নিশ্চিতভাবেই এমন সিদ্ধান্তের পর লিটনরা আর্থিক দিক থেকে আরও সংকটে পড়তে চলেছেন।

ভারতের অন্যতম সেরা ও নামী ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা হল এসজি। দুনিয়ার নানা প্রান্তে বহু ক্রিকেটার, ক্রীড়াবিদের সঙ্গেই এই সংস্থার চুক্তি রয়েছে। তার মধ্যে টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটনের নামও রয়েছে। লিটন ছাড়া আরও চারজন বাংলাদেশ ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই সংস্থার। জানা গিয়েছে, সব চুক্তিই স্থগিত করা হয়েছে। চলতি জানুয়ারি মাসেই এই চুক্তির নবীকরণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতেই চুক্তির নবীকরণ আপাতত হচ্ছে না। সূত্রের খবর, দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের উন্নতি না হলে ছবিটা বদলানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই। শুধু লিটনদের সঙ্গে চুক্তি করাই নয়, ওপার বাংলায় ক্রিকেট সরঞ্জাম পাঠানোও বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় সংস্থাটি। ফলে বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। যার জন্য দায়ী তারাই।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ আচমকাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পাশে দাঁড়িয়েছে বিসিবি-র। অপ্রত্যাশিতভাবে টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ পাকিস্তানের মাটিতে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে পিসিবি। মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডের পর দুই প্রতিবেশীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকা সম্পর্কের মধ্যে পাকিস্তান ঢুকে পড়তে চেয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করতে চাইছে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপের মূল আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তাই পাকিস্তানে বিশ্বকাপের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পাকিস্তান বিসিসিআই ও আইসিসি-কে পালটা চাপ দিতে চেয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে টি২০ বিশ্বকাপে লিটন দাসদের ম্যাচ পাকিস্তানে আয়োজন করার প্রস্তাব দিল পাক ক্রিকেট বোর্ড।

যুবরাজ সিংয়ের ক্লাসে মনোযোগী অভিষেক শর্মা।

যুবরাজের ক্লাসে বাধ্য ছাত্র সঞ্জু!

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, প্রভসিমরন সিংদের পর এবার সঞ্জু স্যামসন। কোচ হিসেবে যুবরাজ সিংয়ের বৃত্তটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। পেশাদার কোচিংয়ে যুক্ত না হয়েও নিয়মিতভাবে দুনিয়াকে চমক দিয়ে চলেছেন যুবরাজ।

তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। ক্রিকেট কেরিয়ারের মাঝেই আক্রান্ত হয়েছিলেন ক্যানসারে। সেই ক্যানসার জয় করে ক্রিকেটে ফিরেও এসেছিলেন যুবরাজ। পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট থেকে অবসরের পর যুবরাজ কোচিংয়ে নজর দিয়েছেন। যার শুরুটা হয়েছিল ২০২০ সালে, যখন দুনিয়াজুড়ে করোনা স্থগিত করে দিয়েছিল সবকিছু। কঠিন সময়ে মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামে সেই সময় একটি শিবির করেছিলেন যুবি। সেই শিবির থেকেই অভিষেক, শুভমানদের ক্রিকেট কেরিয়ারে বদল শুরু। বাকিটা এখন ইতিহাস। যদিও এতদিন যুবরাজের শিষ্যের তালিকায় ছিলেন মূলত পাঞ্জাবের ক্রিকেটাররাই।

সেই ধারণা এবার বদলে গেল। দিন দুয়েক আগে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে সঞ্জুকে দেখা গিয়েছে যুবির ক্লাসে। যুবরাজ অথবা সঞ্জু, কেউই বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে এখনও মুখ খোলেননি। কিন্তু যুবরাজের ক্লাসে বাধ্য ছাত্রের ভূমিকায় সঞ্জুকে দেখে মনে হয়েছে, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের হয়ে ইনিংস ওপেন করার আগে নিজের ক্রিকেটীয় স্কিলকে আরও ধারালো করে তুলতে মরিয়া তিনি। তাই যুবরাজের থেকে গুরুমন্ত্র নিয়ে কুড়ির বিশ্বকাপ অভিযানে নামতে চলেছেন তিনি।

টি২০ বিশ্বকাপের আগে নেটে যুবরাজ সিংয়ের থেকে বিশেষ পরামর্শ নিলেন সঞ্জু স্যামসন।

আফকনের শেষ চারে মিশর

রাফাত, ১১ জানুয়ারি : আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে (আফকন) দৌড়াচ্ছে মিশর। দুরন্ত ছন্দে মহম্মদ সালাহ।

আফকনের কোয়ার্টার ফাইনালে মিশর ৩-২ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্টকে। যথারীতি স্কোরশিটে নাম তুলেছেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

ম্যাচের ৩২ মিনিটের মধ্যে ওমর মারমৌশ ও রাবির গোলে ২-০ ফলে এগিয়ে যায় মিশর। ৪০ মিনিটে আহমেদ আবুর আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় আইভরি কোস্ট। ৫২ মিনিটে মিশরের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন লিভারপুল তারকা সালাহ। এই নিয়ে চলতি আফকনে টানা চার ম্যাচে গোল পেলেন তিনি। আইভরি কোস্টের গুয়েলা ডুয়ে ৭৩ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন।

দুরন্ত সালাহ

সেমিফাইনালে উঠলেও নিজেদের প্রতিযোগিতায় ফেভারিট মানতে নারাজ সালাহ। বরং তিনি নাইজিরিয়া, মরক্কোর মতো দেশগুলিকে এগিয়ে রেখেছেন। শেষ চারের লড়াইয়ে মিশরের প্রতিপক্ষ সেনেগাল। যে দলে রয়েছেন সালাহর প্রাক্তন সতীর্থ সাদিও মানে। প্রাক্তন সতীর্থর মুখোমুখি হওয়ার আগে সালাহ বলেছেন, 'সেনেগালের বিরুদ্ধে ম্যাচটা সহজ হবে না। ওদের দলে ইউরোপে খেলা বেশকিছু ফুটবলার রয়েছে। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে লড়াই করব।'

এদিকে আফকনের অপর সেমিফাইনালে নাইজিরিয়া মুখোমুখি হবে মরক্কোর।

গোল করে মিশরের জয়ের নায়ক মহম্মদ সালাহ।

ভারতে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি সফরের শুরু দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : দীর্ঘ ১২ বছর পর আসল ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ভারতে। তিনদিনের এই ট্রফি সফরের প্রথম দুইদিন ট্রফি থাকবে দিল্লিতে। তারপর একদিন অসমের গুয়াহাটিতে। এবার ট্রফি সফরের তালিকায় নেই ফুটবলের শহর কলকাতা।

রবিবার মান সিং রোডের তাজমহল হোটেলে ট্রফি সাধারণের সামনে তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে ছিলেন ট্রফির সঙ্গে আসা ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ফিফা লিজেন্ড গিলবার্তো ডি সিলভা, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ কোকাকোলা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা। ঘরোয়া ফুটবলের এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে তাজমহল হোটেলের দৃশ্য অবশ্য এদেশের ফুটবল ভক্তদের অখুশীই করেছে। যা তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তবে ট্রফি ঘিরে আমন্ত্রিত সদস্যদের উৎসাহ এবং খানিকটা পার্টির মেজাজ দেখা গিয়েছে। এদিনের ট্রফি সফর প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীর মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে খেলাধুলো এখন জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে যুব সমাজে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র তৈরি করতে খেলাধুলো হল সবথেকে শক্তিশালী মাধ্যম। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম পাঁচ স্পোর্টিং দেশের মধ্যে আসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর দারুণভাবে সাহায্য করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যে সফর তাতে যুব শক্তি ও দেশের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খেলাধুলো একটা অন্যতম স্তম্ভ হতে চলেছে।'

এদিকে, বিশ্বকাপের প্রধান স্পনসর কোকাকোলা শনিবারই ভারতীয় মহিলা দলের স্পনসর হওয়ার কথা ঘোষণা করে। পুরুষ জাতীয় দল বা ক্লাব দলের জন্য যখন অর্থের হাহাকার তখন মহিলাদের সিনিয়ার থেকে বয়সভিত্তিক সব দলেরই এশিয়া স্তরে সাফল্যই এত বড় আর্থিক সহায়তার জায়গা তৈরি করে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

> প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে খেলাধুলো এখন জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যুব সমাজে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র তৈরি করতে খেলাধুলো হল সবথেকে শক্তিশালী মাধ্যম। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম পাঁচ স্পোর্টিং দেশের মধ্যে আসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর দারুণভাবে সাহায্য করবে।
>
> -মনসুখ মান্ডব্য *ক্রীড়ামন্ত্রী*

ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির আবরণ উন্মোচন করছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য গিলবার্তো ডি সিলভা। নয়াদিল্লিতে।

র‍্যাপিডে সেরার ট্রফি নিয়ে নিহাল।

ব্লিৎজে খেতাব জয় মার্কিনীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : টাটা স্টিল দাবার শেষটা ভালো গেল না ভারতীয় দাবাড়ুদের।

রবিবার প্রতিযোগিতার শেষদিনে ব্লিৎজ ফর্ম্যাটে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হলেন মার্কিন দাবাড়ুরা। পুরুষদের বিভাগে ১২ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ওয়েসলি সো। ১১ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়ন নিহাল সারিন ও অর্জুন এরিগাইসি। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ ৮ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন।

মহিলাদের বিভাগে ১৮ রাউন্ডের শেষে ভারতের ভান্তিকা আগরওয়ালের সঙ্গে ১০.৫ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিলেন কারিসা। পরে টাইব্রেকারে ভান্তিকাকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেন কারিসা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে এই মার্কিন দাবাড়ু বলেছেন, 'ভান্তিকার সঙ্গে পয়েন্ট সমান হওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম হেড টু হেড দেখা হবে। সেখানে ভান্তিকা এগিয়ে থাকায় ওকেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে।

টাটা স্টিল দাবা

তবে আয়োজকরা যখন জানাল টাইব্রেকার হবে, তখন আমার ভুলটা ভাঙে। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে ভালো লাগছে।'

পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ওয়েসলি বলেছেন, 'এর আগে ছয়বার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও এবারই প্রথম খেতাব জিতলাম। আনন্দ, প্রজ্ঞাদের সঙ্গে লড়াই করে খেতাব জেতাটা খুব কঠিন। আশা করছি, পরের বছর দুই ফর্ম্যাটে জিতব।' এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথন আনন্দ জানিয়েছেন, এখনও তিনি খেলা চালিয়ে যেতে চান।

কুড়ির বিশ্বকাপে সৌরভের বাজি টিম ইন্ডিয়া

প্রিটোরিয়া, ১১ জানুয়ারি : রয়েছেন রামধনুর দেশে। করাচ্ছেন কোচিং। আর তার মাঝেই আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেদেশের ক্রিকেট লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন মহারাজ। প্রথমবার পূর্ণ সময়ের কোচিং করানোর পাশে তিনি অনেক কিছু শিখছেন বলেও জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের দিকেও নজর রয়েছে তাঁর। সঙ্গে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন তিনি। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের সমাজমাধ্যমে গতরাতে এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে টিম ইন্ডিয়ার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপে অবশ্যই ফেভারিট টিম ইন্ডিয়া। সৌরভের কথায়, 'ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার চেয়ে স্বস্তি আর কিছুতেই হতে পারে না। আর ঘরের মাঠে ভারতীয় দল অবশ্যই ফেভারিট। ভারতের মূল শক্তি হল স্পিন আক্রমণ। বরুণ চক্রবর্তী যদি ফিট থেকে প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ খেলতে পারে, তাহলে টিম ইন্ডিয়ার এগিয়ে চলার পথটা সহজ হয়ে যাবে।'

এক্স ফ্যাক্টর বরুণ

৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কুড়ির বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়ক শুভমান গিল কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে না থাকলেও টিম ইন্ডিয়ার ভারসাম্যে সমস্যা দেখছেন না মহারাজ। বলছেন, 'সবদিক থেকে দারুণ ভারসাম্যের দল হয়েছে ভারতের। আমি নিশ্চিত এই দল কুড়ির বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করবে।' সূর্যের ভারত কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে কোচিং উপভোগ করছেন সৌরভ। মহারাজের কথায়, 'নতুন দায়িত্ব উপভোগ করছি। শিখছি অনেক কিছু। আসলে ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে খেলা, দল বা দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া একরকম। তুলনায় কোচিং সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। যেখানে আমার এখনও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।'

'বাতিল' দিমিত্রিই আলো ছড়াচ্ছেন লোবেরার বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : দুরন্ত-দিমি। রবিবার বিকেলে প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদেরই যুব দলকে ৪-০ গোলে হারাল সের্জিও লোবেরার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গোটা ম্যাচে মাঠজুড়ে আলো ছড়ালেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার জমানায় একেবারেই চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি পেত্রাতোসকে। দলে তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। একটা সময় মোহনবাগান থেকে দিমির বিদায় নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। যদিও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয় তাঁকে। সবুজ-মেরুনে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেন সুপার জায়েন্ট কর্ণধার।

তবে নতুন কোচ সের্জিও লোবেরার প্রশিক্ষণে যেন পুরোনো ধার ফিরে পেয়েছেন অজি তারকা। আক্রমণভাগে স্বাধীনতা ও স্পষ্ট ভূমিকা পেয়ে আগের মতোই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে দিমিত্রিসকে। তারই প্রমাণ মিলল এদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে। জোড়া গোল করে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের যেন আশ্বস্ত করলেন তিনি। গোল পেলেন আরেক অজি ফুটবলার জেসন কামিন্সও।

রক্ষণে আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে শুভাশিস বসু ও টেকচাম অভিষেক সিংকে সাইডব্যাক পজিশনে রেখে দল সাজান লোবেরা। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা ও আপুইয়া। দুই প্রান্তে লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিং। সামনে দিমি-কামিন্স জুটি। ম্যাচ শুরুর মিনিট পনেরোর মধ্যেই দুই গোলে এগিয়ে যায় লোবেরার মোহনবাগান। প্রথম গোল দিমির। দুই মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান কামিন্স। ৩৪ মিনিটে ফের লক্ষ্যভেদ পেত্রাতোসের।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের নীচে বিশাল কেইথকে রেখে বাকি দল পুরোটাই বদলে ফেলেন লোবেরা। মাঠে নামান আশিস রাই, দীপেন্দু বিশ্বাস, দীপক টাংরি, কিয়ান নাসিরি, সুহেল বাটদের। বিদেশিদের মধ্যে মাঠে ছিলেন টম অ্যালড্রেড ও জেমি ম্যাকলারেন। এই পর্বে সবুজ-মেরুন সিনিয়ার দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সাহাল আব্দুল সামাদ। ম্যাচের শেষ কিছুক্ষণ গোলরক্ষক বিশালকে তুলে জাহিদ বুখারিকে খেলান লোবেরা।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিও। এদিন একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে তারা। রাজধানীর ফুটবলপ্রেমীদের সঙ্গে ক্লাবের সংযোগ বাড়াতে ফুটবলার-সমর্থকদের 'মিট অ্যান্ড গ্রিট'এর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

১০ গোল ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১১ জানুয়ারি : এফএ কাপে তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব এক্সেটার সিটির বিরুদ্ধে ১০-১ গোলে জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ১২ মিনিটে ম্যান সিটিকে এগিয়ে দেন ম্যাক্স অ্যালেন। জোড়া গোল করেন রিকো লুইস। তাদের বাকি গোলগুলি রড্রি, তিজ্জানি রেইন্ডার্স, নিকো ও' রিলি, অ্যান্টোনি সেমেনিও ও রায়ান ম্যাকআইড়ুর। এছাড়া দুইটি আত্মঘাতী গোল আছে। তবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেস তৃতীয় রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছে। ষষ্ঠ ডিভিশনের ক্লাব ম্যাকলসফিল্ডের বিরুদ্ধে তারা ১-২ গোলে হেরে যায়। আর্সেনাল ৪-১ গোলে পোর্টসমাউথের বিরুদ্ধে জয় পায়। গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি হ্যাটট্রিক করেন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

আত্মজীবনী প্রকাশ অলোকের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রবিবার কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে প্রকাশিত হল, প্রাক্তন ডিফেন্ডার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'লাল কার্ডের বাইরে'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং ভুটিয়া, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো প্রাক্তন ফুটবলাররা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার। দীর্ঘ ফুটবল জীবনে তিন প্রধানে দাপিয়ে খেলা অলোক খেলোয়াড়ি জীবনে কোনওদিন লাল কার্ড দেখেননি। পরে সাফল্যর সঙ্গে কলকাতায় ময়দানে কোচিংও করেছেন।

ব্রিজের ফাইনালে সৌমেন-পূর্ণেন্দু

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি : আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের দ্বিতীয় বর্ষ অকশন ব্রিজে রবিবার ফাইনালে উঠেছেন সৌমেন চক্রবর্তী-পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও সমীর মিত্র-জয়ন্ত দেবনাথ। সোমবার ক্লাবের মুক্ত মঞ্চে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

মহমেডানকে অনুসরণ করে একাধিক ক্লাব বিদেশিহীন দল নামাতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ডিসেম্বরে ফিফার নির্বাসন ওঠার পরই বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকে সই করিয়ে নেয়। আবার জানুয়ারি থেকে তারা নির্বাসনের কবলে। ফলে বিদেশি খেলানোর কোনও সুযোগই নেই মহমেডানের। তাই এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে পুরোপুরি ভারতীয় স্কোয়াডই খেলাতে চলেছে শতাব্দীপ্রাচীন এই ক্লাব।

তবে যা খবর তাতে শুধু মহমেডানই নয়, আরও কয়েকটি ক্লাবও পুরো স্বদেশি স্কোয়াড নামাতে চলেছে। লিগের টালমাটাল পরিস্থিতির জন্য শেষদিকে এসে বহু ক্লাবই বিদেশি ফুটবলারদের ছেড়ে দিয়েছে। জাভি সিভেরিও, তিয়াগো আলভেস, তিরি, নোয়া সাদাউ, অ্যাড্রিয়ান লুনা, বোরহা হেরেরাদের মতো অনেকেই দল ছেড়েছেন। বিদেশিদের দল ছাড়ার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সম্ভবত এফসি গোয়া ও কেরালা ব্লাস্টার্স। তাদের হাতে এখন তিনজন করে বিদেশি থাকলেও নিয়মিতরা চলে যাওয়া যথেষ্ট সমস্যায় ফেলতে চলেছে এই দুই ক্লাব। অন্যদিকে চেন্নাইয়ান এফসি এবার সুপার কাপ খেলতে এসেছিল বিদেশি ছাড়াই। আর্থিক কারণেই তারা কোনও বিদেশি হয়তো আর নেবে না। যা খবর তাতে মহমেডান ছাড়াও চেন্নাইয়ানও বিদেশি ছাড়াই খেলবে। অভিজ্ঞমহল বলছে, গোয়া ও কেরালাও যদি একই পথে হাঁটে তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ওড়িশা এফসি-র সোমবারই জানানোর কথা, তারা আদৌ খেলবে কিনা। সময়সীমা বাড়িয়ে নেওয়ায় অনেকেই মনে করছেন, হয়তো লিগটা শেষপর্যন্ত খেলবে ওড়িশা। তবে তারাও আর্থিক ব্যয়ভার কমাতে বিদেশি ছাড়াই দল গড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও বাকি ক্লাবগুলিও ফুটবলারদের বেতন হ্রাসের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। সবমিলিয়ে শুধু লিগই আয়তনে ছোট হচ্ছে না, ক্লাবগুলিরও আতিশয্য কমতে চলেছে এবারের লিগে।

> লগ্নিকারী সংস্থার দিকটাও দেখতে হবে। কীভাবে এই কম সময়ে লিগ হওয়ার ক্ষতি সামাল দেওয়া যায়, সেই সব নিয়ে ভাবতে হবে।
>
> -দেবব্রত সরকার *ইস্টবেঙ্গল কর্তা*

তবে এই পরিস্থিতিতে কলকাতার দুই প্রধান কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য পথে হাঁটছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বা ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট পরিষ্কার করেছে, ফুটবলারদের বেতন হ্রাসের কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে ফুটবলারদের তো কোনও দোষ নেই। তাহলে তাদের বেতন কমবে কেন?' অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারও বলেছেন, 'লগ্নিকারী সংস্থার দিকটাও দেখতে হবে। কীভাবে এই কম সময়ে লিগ হওয়ার ক্ষতি সামাল দেওয়া যায়, সেই সব নিয়ে ভাবতে হবে।' তবে খবর, ইস্টবেঙ্গল চেষ্টা করছে রিজার্ভ ফুটবলারদের বিক্রি করে আর্থিক সমস্যা সামাল দেওয়ার। তবে দুই ক্লাবের এই মনোভাবে খুশি সারা ভারতের ফুটবল ভক্তরা। তাঁরা বলছেন, ফুটবল ঐতিহ্যই এই দুই ক্লাবকে ফুটবলারদের সম্মান করতে শিখিয়েছে।

বিরাট মঞ্চে জয় আনলেন রাহুল

নিউজিল্যান্ড-৩০০/৮
ভারত-৩০৬/৬ (৪৯ ওভারে)

দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে নতুন বছরেও উজ্জ্বল বিরাট কোহলি।

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি : প্রান্তিক স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী?

সময়ের নিয়মে থামতে সবাইকেই হয়। সেই দাবি মানতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে টি২০, টেস্ট ছেড়েছেন। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে থামার সিদ্ধান্তটা তাঁরাই নেবেন। যখন অন্তর থেকে সেই ডাক আসবে, তখনই থামবেন। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আগে সেই ডাক আসার কথা নয়। উচিতও নয়। কারণ, রোকো মাঠের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণভাবে উপভোগ করছেন। সতীর্থদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়ে সেরাটা বার করে আনছেন। দলকে সাফল্যের দিশা দিচ্ছেন। সতীর্থদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহারও স্পষ্ট হচ্ছে নিয়মিত। সঙ্গে অবশ্যই জনতার আবেগে ভাসছেন।

নতুন বছর। নতুন মাঠ। নয়া প্রতিপক্ষ। আর সবকিছুর পর রোকো অনুপ্রেরণায় চেনা ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। বল হাতে বোলাররা সমস্যায় পড়ছেন। চিন্তা নেই রোকো রয়েছেন। ব্যাট হাতে দল সমস্যায় পড়ছে। চিন্তা নেই রোকো রয়েছেন। রোহিত শর্মা (২৬) বড় রান না পেলেও চিন্তা নেই। বিরাট কোহলি (৯১ বলে ৯৩) রয়েছেন বিপত্তারিণী হিসেবে। অধিনায়ক শুভমান গিলকে (৭১ বলে ৫৬) উইকেটে থিতু হওয়ার সময় দিলেন রোকো। রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ, চাপ নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন। দ্রুত সবশেষে প্রমাণ করলেন, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে! রোকো রোশনাইয়ের মায়া ভারতীয় ক্রিকেটে এখন এতটাই উজ্জ্বল যে, আগামীদিনের কোচ গৌতম গম্ভীরের 'চাকরি' বাঁচলে হয়।

টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান চমকে দিয়েছিলেন। ডেভন কনওয়ে (৫৬) ও হেনরি নিকোলসের (৬২) ওপেনিং জুটিতে ১১৭ রানও উঠেছিল। তারপর হর্ষিত রানাকে (৬৫/২) আক্রমণে এনে কিউয়িদের চাপের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন রোকো জুটিই। নিট ফল, দারুণ শুরুর পরও মাঝের ওভারে রানে গতি কমিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩০০/৮ স্কোরে থমকে যায় নিউজিল্যান্ড। ড্যারিল মিচেল ৭১ বলে ৮৪ রানের ইনিংসটা না খেললে ৩০০ হত না কিউয়িদের। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে প্রথমে রোহিত, পরে কোহলি দেখালেন ব্যাটিং কত সহজ। তখন আর কে জানত, পিকচার অভি বাকি হ্যায়। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে বিরাট ফিরতেই চাপের সাগরে টিম ইন্ডিয়া। চোট সারিয়ে ফিরে শ্রেয়স আইয়ার (৪৯) শুরুটা ভালো করলেও জয় আনতে পারেননি। ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পাওয়া ওয়াশিংটন সুন্দর (৭ বলে অপরাজিত ৭) শেষ পর্যন্ত লোকেশ রাহুলের (২১ বলে অপরাজিত ২৯) সঙ্গে ধৈর্য ধরে, স্নায়ুর চাপ সামলে ৪ উইকেটে জয় আনলেন। রাহুলের ছক্কাটা গ্যালারিতে পৌঁছোতেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ভারতের। রুদ্ধশ্বাস জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া।

দিন কয়েক আগে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা হিটম্যানকে 'ভারত অধিনায়ক' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি দলের বর্তমান অধিনায়কের নাম ভুলে গিয়েছিলেন, এমন নয়। কিন্তু বাস্তবটা আচমকা বলে ফেলেছিলেন। খেলার শুরু থেকে রোহিত প্রমাণ করে গেলেন, আইসিসি প্রধানের সম্বোধনে কোনও ভুল ছিল না। খাতায়-কলমে অধিনায়ক শুভমানই। কিন্তু বোলার বদল থেকে শুরু করে ফিল্ডিং সাজানো, সবক্ষেত্রেই তো হিটম্যান। কখনও কোহলিও। শুধু মাঠে কেন, চাপের মুখে সাজঘর সামলানোর কাজটাও দারুণভাবে করলেন রোকো।

লাল বল থেকে সাদা বল, পরিবর্তনের জন্য সময় চাই। গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমান এমন মন্তব্য করেছিলেন। হয়তো নিজে ছন্দে নেই বলেই এমন কথা বলেছিলেন তিনি। আজ হিটম্যানের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করতে নেমে শুভমান আবিষ্কার করলেন, চ্যাম্পিয়নদের জন্য এমন পরিবর্তন, ক্যালেন্ডারের সাল-তারিখ, প্রতিপক্ষ দল—কোনও কিছুই বাধা হতে পারে না। লেগ সাইডে সরে বড় শট খেলতে গিয়ে হিটম্যান ফেরার পর কোহলি প্রমাণ করলেন, কেন তাঁকে চেজমাস্টার বলা হয়। ওডিআই ক্রিকেটে বেশি ম্যাচ খেলার নজিরে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে টপকে গেলেন আজ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রান ক্লাবের নয়া সদস্য হলেন। কাইল জেমিসনদের (৪১/৪) বিরুদ্ধে বিসিএ স্টেডিয়ামে যেমন খুশি শট খেললেন। দলের জয়ের ভিত গড়ার পথে অধিনায়ক শুভমানকে যেমন ভরসা দিলেন। তেমনই প্রায় সাড়ে তিন মাস পর চোট সারিয়ে ফেরা শ্রেয়স বড় দাদার মতো আগলে রাখলেন কোহলি।

গতকালের অনুশীলনে কোমরে চোট পেয়ে ঋষভ পন্থ চলতি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর বদলে ধ্রুব জুরেল ঢুকেছেন স্কোয়াডে। আজ অবশ্য তাঁর দরকার হয়নি। বাকি সিরিজেও জুরেলের দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। বরং টসের পর অর্শদীপ সিংকে প্রথম একাদশে না দেখা খেলার শুরুতে বিতর্ক ও বিস্ময় তৈরি হয়েছিল। রোকো রোশনাইয়ের মায়ায় সব ভেসে গিয়েছে সময়ের সঙ্গে। এমনকি ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে টিভি আম্পায়ার বাংলাদেশের, তা নিয়েও সারাদিন কম বিতর্ক হয়নি। যদিও ধারাবাহিকভাবে বিরাট শট দেখার সুযোগ পেলে কে আর এই সব ঘটনা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়। জেমিসন আগেও ভারতকে ভুগিয়েছেন। আজও সমস্যায় ফেলেছিলেন। কিন্তু রোকো দলের সঙ্গে থাকলে কঠিন পরিস্থিতিও যে সহজ হয়ে যায়।

বিরাট নজির

৬২৪ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। নিলেন ৬২৪ ইনিংস। শচীন তেন্ডুলকারকে (৬৪৪ ইনিংস) টপকে তিনি দ্রুততম হিসেবে এই নজির গড়লেন।

৩০৯ বিরাটের ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে (৩০৮ ম্যাচ) টপকে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলায় তিনি পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন।

আগেই টেস্ট থেকে অবসর

বিশ্বকাপে কোহলিকে দেখছেন ডোনাল্ড

রবিবার দুই ইনিংসের মাঝে বরোদা ক্রিকেট সংস্থার সংবর্ধনা রোকোকে।

জোহানেসবার্গ, ১১ জানুয়ারি : তিনি রান মেশিন। তাঁর মতো ক্রিকেটীয় খিদে তিনি আর কারও মধ্যে দেখেননি।

কিন্তু তারপরও বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়ে নিল। হয়তো আরও কিছুদিন খেলতে পারত বিরাট। আশা করব, ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে কোহলিকে দেখতে পাব আমরা। বক্তার নাম অ্যালান ডোনাল্ড। আইপিএলের সুবাদে ডোনাল্ড-কোহলির বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার কথা সবারই জানা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুইজনে একসঙ্গে খেলেছেনও। এহেন কোহলিকে নিয়ে আজ তাঁর ভাবনার কথা শুনিয়েছেন ডোনাল্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেদেশের টি২০ ক্রিকেট লিগ চলছে। চলতি প্রতিযোগিতার মাঝে ডোনাল্ড আজ এক অনুষ্ঠানে কোহলির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'বিরাটের মতো ক্রিকেটকে সম্মান করার পাশে ক্রিকেটীয় খিদে আমি কারও মধ্যে দেখিনি। বিরাটকে বরাবরই শ্রদ্ধা করি আমি। একসঙ্গে ড্রেসিংরুমে অনেকটা সময় কাটিয়েছি আমরা। খুব কাছ থেকে দেখেছি ওকে। কথা বলে বুঝতে পেরেছি, ক্রিকেট কীভাবে ওর মনের মধ্যে ঢুকে রয়েছে।'

এহেন বিরাট ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ২০২৫ সালে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট ক্রিকেটকেও বিদায় জানান তিনি। ডোনাল্ডের মনে হচ্ছে, অনেক আগেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন কোহলি। ডোনাল্ডের কথায়, 'বিরাট রান মেশিন। টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় আমি, আমরা সবাই ওকে মিস করব। আমি বিশ্বাস করি, আগেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে নিল কোহলি।' বিরাট টেস্ট থেকে সময়ের আগেই অবসর নিলেও একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছেন। ডোনাল্ড নিশ্চিত, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে কোহলিকে দেখা যাবে। তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, বিরাটের মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। সেই ধারণা থেকেই বলছি, আমার মনে হয় ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে খেলবে ও।'

নজিরের কথা ভেবে খেলেন না বিরাট

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি : রুদ্ধশ্বাস। রোমহর্ষক। রোমান্টিকও।

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। ভদোদরা ক্রিকেট মাঠে আজ ফের ক্রিকেটীয় আপ্তবাক্যের প্রমাণ মিলল। টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার সময় বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষা। কোহলি ফিরতেই ছবিটা বদলে যায়। হর্ষিত রানা, লোকেশ রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দররা রুদ্ধশ্বাস জয় আনেন।

একদিনের ক্রিকেটে ৪৫ বার ম্যাচের সেরা হলেন কোহলি। সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রান ক্লাবের সদস্যও। আর ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে বিরাট জানিয়ে দিলেন, তিনি নজিরের কথা ভেবে ক্রিকেট খেলেন না। যখনই কোনও পুরস্কার পান, সেটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। কোহলির কথায়, 'আমি পুরস্কার পেলেই সেটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই। মা গর্ব অনুভব করে। নজিরের কথা ভেবে কখনোই খেলিনি। ক্রিকেটটা উপভোগ করি। তাই দলের কথা ভেবে সেরাটা দিয়ে সফল হতে চাই।'

নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন আজ বিরাট। কিন্তু তার জন্য খারাপ লাগা নেই তাঁর। শেষ পর্যন্ত দল জিতেছে, এটাই তাঁর কাছে বিশাল প্রাপ্তি। কোহলির কথায়, 'আমার ক্রিকেটীয় যাত্রাপথ অনেকটা স্বপ্নপূরণের মতোই। নিজের ক্রিকেটীয় স্কিল, দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন আমি। ঈশ্বর আমায় অনেক দিয়েছেন। আপাতত শুধু ক্রিকেট উপভোগ করে যেতে চাই আমি।' কোহলি এখন যখন যেখানে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে পাগলের মতো ছুটছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। মাঠে বিরাটের নামে জয়ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। সব দেখে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা মনে হচ্ছে বিরাটের। বলছেন, 'এমএসের সঙ্গেও এমনটা হতে দেখেছি আমি। ক্রিকেটপ্রেমীরা খেলা দেখে উত্তেজিত হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। এসবের মধ্যে আমাদের ফোকাস ক্রিকেটের দিকে ধরে রাখতে হয়।'

হর্ষিত চাপ কমিয়েছিল : রাহুল

জয়ের ভিত গড়েছিলেন বিরাটই। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রাহুলের ব্যাটে এসেছে জয়। খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রাহুল প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন হর্ষিতকে। বলেছেন, 'বিরাট আউট হওয়ার পর চাপ তৈরি হয়েছিল। সেই চাপ কাটিয়েছে হর্ষিত। পরে ওয়াশিংটনও দারুণভাবে সাহায্য করল দলকে।'

হাইস্কোরিং থ্রিলারে জয় গুজরাটের

নভি মুম্বই, ১১ জানুয়ারি : সোফি ডিভাইনের (৪২ বলে ৯৫) পালটা জবাব লিজেল লি (৫৪ বলে ৮৬) ও লরা উলভার্ডটের (৩৮ বলে ৭৭) ব্যাটে। নিটফল, চার-ছক্কার ফুলঝুরিতে হাইস্কোরিং ম্যাচ। গুজরাট জায়েন্টসের দেওয়া পাহাড় সমান ২১০ রানের টার্গেটের সামনে শেষ ওভারের হারাকিরিতে দিল্লি ক্যাপিটালস ২০৫/৫ স্কোরে থেমে গেল। আর উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের শুরুতেই জোড়া হারে চাপে পড়ে গেল তিনবারের রানার্স দিল্লি।

সোফির গড়ে দেওয়া মঞ্চে দিল্লি ২০৯ রানে থামে। দলের দুই ওপেনার ডিভাইন ও বেথ মুনির আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। বেথ আউট হন ১৯ রানে। দলের রান তখন ৯৪। ডিভাইন আউট হওয়ার পর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক অ্যাশলে গার্ডনার (২৬ বলে ৪৯)। কিন্তু গার্ডনার ফিরতেই থমকে যায় রানের গতি। শেষ ২ ওভারে পরপর উইকেট হারানোয় ২০৯ রানেই শেষ হয় গুজরাট জায়েন্টসের ইনিংস। শেষ ওভারে হ্যাটট্রিক সহ ৩৩ রানে নন্দনী শর্মার ৫ শিকার দিল্লিকে যে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল সেটাই দেখা যাচ্ছিল লিজেল ও উলভার্ডটের ব্যাটিংয়ে। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁদের ৯০ রানের জুটি চাপে ফেলে দিয়েছিল গুজরাটকেও। কিন্তু লিজেল ফিরে যাওয়ার পর দিল্লির অধিনায়ক জেমিমা রডরিগজ (৯ বলে ১৫) ছাড়া আর কেউ উলভার্ডটকে সহযোগিতা করতে পারেননি। এরপর গুজরাটের হয়ে শেষ ওভার করতে এসে ডিভাইন (২১/২) উত্তেজক জয় এনে দেন দলকে। গুজরাট প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেল।

ডব্লিউপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

৪ গোল ব্যারেটোর দলের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে হোসে ব্যারিরেজ ব্যারেটোর প্রশিক্ষণাধীন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। রবিবার তারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের হয়ে গোল করেন তোরে, রাহুল পালোয়ান, ডেভিড ও আমন।

দিনের অন্য ম্যাচে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি গোলশূন্য ড্র করেছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র বিরুদ্ধে। আপাতত ১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি।

লাল-হলুদের নজরে মরিসিও, দিয়াজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : দ্রুত নতুন বিদেশি স্ট্রাইকার চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল।

হামিদ আহদাদ ও হিরোশি ইবুসুকির পরিবর্তে এই মুহূর্তে এক বিদেশি নিচ্ছে লাল-হলুদ। পছন্দের তালিকায় রয়েছেন তিন ফুটবলার। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ এক আফ্রিকান স্ট্রাইকারকে পছন্দ করেছেন। ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টের কাছে তাঁর প্রোফাইল জমা পড়েছে।

তবে ইস্টবেঙ্গলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটোর পছন্দ আবার ভারতে খেলে যাওয়া দুই ফুটবলার দিয়েগো মরিসিও ও পেরেরা দিয়াজ। মরিসিও এই মুহূর্তে ইন্দোনেশিয়ার লিগে খেলছেন। অন্যদিকে দিয়াজ এই মরশুমে আবার তাঁর পুরোনো দল মুম্বই সিটি এফসি-তে ফিরেছেন। ফলে এই দুই ফুটবলারের কোনও একজনকে নিতে হলে ট্রান্সফার ফি খরচ করতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

সোনা রিদমের

মালবাজার, ১১ জানুয়ারি : ইন্দো-নেপাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ফিরলেন ডুয়ার্সের রিদম ছেত্রী। রিদমের বাড়ি চালসার পিডব্লিউডি পাড়ায়। ৫-৮ জানুয়ারি নেপালের পোখারাতে রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে চলে এই প্রতিযোগিতা। রবিবার মালবাজারে ফিরতেই তাঁকে স্বাগত জানান বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা। এরপর সার্ক দেশগুলির বক্সিংয়ে সেরা হওয়ার লক্ষ্য তাঁর।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা উজ্জ্বল বিরবনশি - কে 09.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির **66J 30690** নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই দেখেছি, এবং এই মুহূর্ত আমাকে এক অমূল্য উপহার দিয়েছে। এটি আমাকে স্বান্তনা, আত্মবিশ্বাস ও নতুন বিশ্বাস দিয়েছে আমার চলার পথে। এই পরিবর্তনের জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জয়ী মিলনপল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব পেনাল্টি রানে হারিয়েছে তরুণ তীর্থকে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে তরুণ প্রথমে ৪০ ওভারে ২০৫ রানে অল আউট হয়। রাহুল নাগ ৫৬ ও প্রকাশ রায় ৩২ রান রেখে এসেছেন। অরবিন্দ কর যাদব ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মিলনপল্লি ৩৭ ওভারে ৯ উইকেটে পেনাল্টি রান সহ ২২৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুদীপ সিংহ ৫৫ ও রজত কুন্ডু ৩১ রান করেন। মণীশ রাউত ৩৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরা সুদীপ সিংহ।

জিতল এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে রবিবার প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে জয় পেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) দল। তারা ১২ রানে হারিয়েছে গোরখপুরের দীনদয়াল উপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে। টসে হেরে এনবিইউ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২১ রান করে। তপোব্রত গুহ ৩৫, অর্ক দাস ২৩ ও স্বদেশ রায় ২০ রান করেন। জবাবে দীনদয়াল ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৯ রানে আটকে যায়। নীতিন মল্লিক ১৫ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচের সেরা স্বদেশ ২০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে।

অকশন ব্রিজে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

চ্যাম্পিয়ন বাবুল-তপাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের আন্তঃ সদস্য সঞ্জীব দত্ত (শিবু) ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাবুল পালচৌধুরী-তপাই চক্রবর্তী। রবিবার ফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন সুশীল হালদার-অনুপ সরকারকে। নারায়ণ দাস-লিস্টন বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। চতুর্থ স্থানে শেষ করেন কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-সনৎ গুহ। পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দাদাভাইয়ের নৈশ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সভাপতি অখিল বিশ্বাস, ক্লাবের সভাপতি শ্যামল ঘোষ, কাকলি বিশ্বাস, অচিন্ত্য সরকার, অচিন্ত্য গুপ্ত প্রমুখ।

জয়ী বাঘা যতীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৮৩ রানে জিতেছে সুকান্তনগর সুকান্ত ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে টসে হেরে বাঘা যতীন ৪৫ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৬ রান করে। ঋদ্ধিমান শিকদার ১০২ রানে অপরাজিত থাকে। দিব্যাংশ সেনের অবদান ৭৫ রান। খুশবন্ত পাল ২ উইকেট নিলেও ৬৩ রান খরচ করে। জবাবে সুকান্ত ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৩ রানে আটকে যায়। সৌম্যদীপ দাস ৪৭ রান করে। ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ ১৮ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ সেন।

এনবিইউয়ের ম্যানেজার ভূষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্সের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) দল ঘোষিত হয়েছে। ম্যাঙ্গালুরুতে সোমবার থেকে শুরু প্রতিযোগিতায় এনবিইউয়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন সুমিত রায় (১০০ মিটার দৌড়), বিশাল রায় (১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়), মহম্মদ রাকেশ (হাই জাম্প), অদ্রীশ দাস (৮০০ মিটার দৌড়), হৃদয় বর্মন, সোনালি তপাদার, ও কণিকা বৈদ্য (জ্যাভলিন থ্রো) এবং আশিকা ওরাওঁ (হাই জাম্প ও লং জাম্প)। ম্যানেজারের দায়িত্বে ভূষণ অধিকারী।